উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের

৪৬

আমরা গড়ে রোজ

১,৪৫,৮৭১*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাপি

যা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাকি সব

বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-নেপালি

সংবাদপত্রের মিলিত প্রচারসংখ্যার চেয়েও বেশি

সে কারণেই

বিজ্ঞাপন হোক বা খবর

প্রতিপক্ষেরও

প্রথম পছন্দ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এগিয়ে

আমাদের দাবি নয়, পাঠকের মত

অনলাইনে খবর পড়তে স্ক্যান করুন

www.uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

* As certified by Audit Bureau of Circulations (ABC) for July-December 2024.

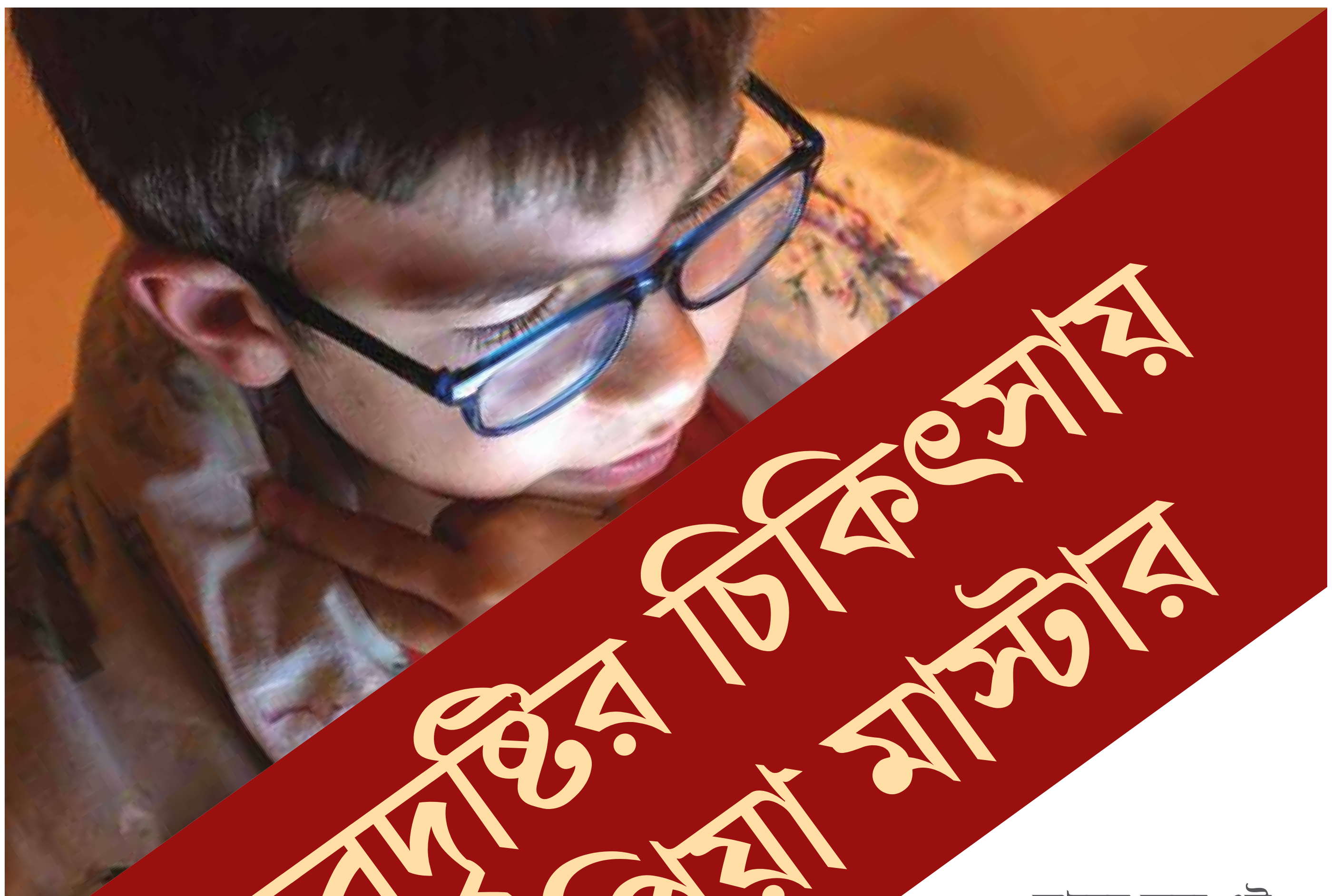

অ-দূরদৃষ্টির চিকিৎসায় মায়োপিয়া মাস্টার

চলতি মাসের ২৩ থেকে ২৮ তারিখ বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হতে চলেছে মায়োপিয়া সচেতনতা সপ্তাহ। মায়োপিয়া কী, এর চিকিৎসা কী এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়, জানালেন ডাঃ ভাওয়ালস মায়োপিয়া ক্লিনিকের সিনিয়ার আই সার্জন **ডাঃ অর্জুন সি ভাওয়াল**

মায়োপিয়া কী

মায়োপিয়া বা অ-দূরদৃষ্টি একটি প্রতিসরণ ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে দূরের জিনিস ঝাপসা আর কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ অতি লম্বা কিংবা কর্নিয়া অতি বাঁকা হলে আলোর ফোকাস রেটিনার ওপরে না পড়ে সামনে পড়ে। এতে মায়োপিয়া হয়। মায়োপিয়া মৃদু, মাঝারি কিংবা তীব্র হতে পারে।

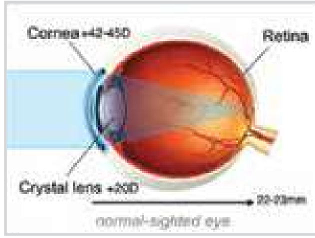

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের জনসমাজের মধ্যে বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে মায়োপিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে।

উপসর্গ

আপনার শিশুসন্তান যদি খুব কাছে বসে টিভি দেখতে চায়, টিভি দেখতে দেখতে চোখ কচলায়, ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়তে না পারে তাহলে তার মায়োপিয়া হয়ে থাকতে পারে। এমন

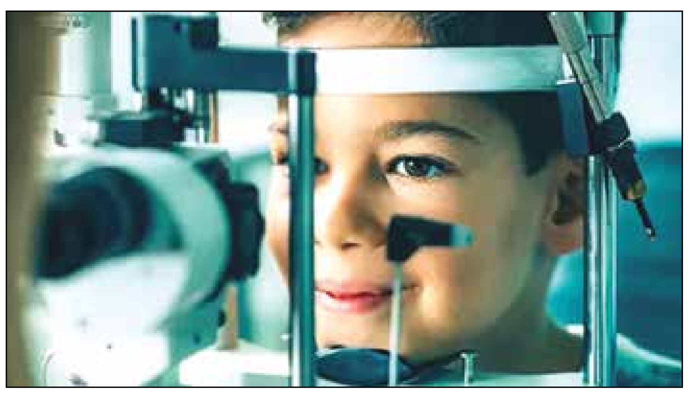

হলে দেরি না করে রোগ নির্ণয়ে ও নিয়ন্ত্রণে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া আবশ্যক। জেনেটিক কারণ ছাড়াও, চোখ স্ক্রিনের কাছে নিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করলে, ঘরের বাইরে কাজকর্ম কমিয়ে দিলে, টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বেশিক্ষণ চোখ রাখলে, পুষ্টির ঘাটতি হলে এবং অন্য কোনও রোগে ভুগলেও মায়োপিয়া হতে পারে।

মায়োপিয়া মাস্টার কী

এটি এমন একটি যন্ত্র বা ডিভাইস যা একাধারে কর্নিয়া থেকে লেন্স পর্যন্ত চোখের পাওয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে পারে, চোখের তারার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারে, প্রাক-মায়োপিয়া বা মায়োপিয়ার প্রাথমিক পর্যায় নির্ণয় করতে পারে এবং এই অবস্থার সঠিক মোকাবিলার যথার্থ পরিকল্পনা বলে দিতে পারে।

কাদের জন্য এই পরীক্ষা আবশ্যক

■ যেসব শিশুর বাবা-মা অথবা বাবা কিংবা মা অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্য প্রয়োজন।

■ প্রাক-অদূরদৃষ্টি বা স্কুল মায়োপিয়ার সমস্যা রয়েছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য ৫ বছর বয়সের সব শিশুর এই পরীক্ষা করানো উচিত।

■ অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের নিজেদের অবস্থার অগ্রগতি এবং ঝুঁকি জানার জন্য এই পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

■ সমস্যার বৃদ্ধি বিশ্লেষণ ও অগ্রগতি মনিটর করার জন্য সব অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের এই পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

■ অদূরদৃষ্টির সমস্যার বৃদ্ধি বা অগ্রগতি আটকানোর পথ রয়েছে, যেমন মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ লেন্স, অর্থো-কে লেন্স, অ্যাট্রোপিন থেরাপি কিংবা জীবনশৈলী সংশোধন। কার জন্য কোনটা উপযোগী তা জানার জন্য অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের সবার এই পরীক্ষা করানো জরুরি।

একা মায়োপিয়া মাস্টারই সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা প্যারামিটার বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক মায়োপিয়া রিপোর্ট দেয় এবং সবচেয়ে উপযোগী চিকিৎসা সুপারিশ করে।

রোগ মোকাবিলায়

মায়োপিয়া মোকাবিলা মানে মায়োপিয়ার চিকিৎসা, সঙ্গে রোগটা যাতে বাড়তে না পারে তা ঠেকানো। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে স্লোগান হল, মায়োপিয়া দূরে রাখতে বাইরে যান এবং খেলুন। মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে মহার্ঘ লেন্স বা অর্থো-কে লেন্স কিনবেন না যদি না মায়োপিয়া মাস্টার বা অনুরূপ কোনও ডিভাইস দ্বারা আপনার চোখের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

৫০ পেরোলে নারীর খাদ্যাভ্যাস

৫০ বছর পেরোনো একজন নারীর সামনে জীবনটা দেখা দেয় ভিন্নরূপে। শারীরিক পরিবর্তন তো ঘটেই, মনের জগতেও ঘটে অদলবদল। এই বয়সে শরীরের চাই আরও বেশি যত্ন, আরও বেশি মনোযোগ। এজন্য জোর দিতে হবে পুষ্টির ওপর, বাদ দিতে হবে কিছু খাবার।

প্রথমেই বাড়তি লবণ খাওয়া ছাড়তে হবে। পাতে কিংবা কোনও পানীয়তে বাড়তি লবণ নেবেন না। লবণ, বিট লবণ, পিংক সল্ট, টেস্টিং সল্ট – সবেতেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি। অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। চিপস, চানাচুর, শুঁটকি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, সস, সয়া সস, মেয়োনিজ, পনির, কাসুন্দি, ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রভৃতিতে বেশ খানিকটা বাড়তি লবণ থাকে। এগুলো এড়িয়ে চললে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতার ঝুঁকি কমবে।

দ্বিতীয়ত, চিনি এড়িয়ে চলুন। মধু বা গুড়ও চিনির বিকল্প নয়। ভাত, রুটি, আলু কম খাবেন। চাল, আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি করা অন্যান্য খাবারও কম খেতে হবে। এভাবে সব দিক মেনে চলতে পারলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডায়াবিটিস ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমবে।

তৃতীয়ত, মেনোপজের পর নারীদের হুট করে বেশি গরম লাগার সমস্যা হতে পারে। তাই এমন খাবার খেতে হবে, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। যেসব সবজিতে জলের পরিমাণ বেশি যেমন, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, চালকুমড়ো, ধুন্দুল, পটল প্রভৃতি পাতে রাখুন। এছাড়া ডাবের জল, শসা, পাকা পেঁপে, পাকা বেল, তরমুজ, কলা, টক ফল, পুদিনা পাতা প্রভৃতি খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। আর অবশ্যই পর্যাপ্ত জল খাবেন।

চতুর্থত, ফাইবার বা আঁশযুক্ত ফল ও সবজি খাবেন। মিষ্টিকুমড়ো, চালকুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙ্গায় প্রচুর আঁশ পাবেন। কলাতেও আঁশ আছে। তাছাড়া খোসা সহ কিছু ফল খেতে পারেন। কিছু সবজির খোসা বিভিন্ন পদ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এসবেও প্রচুর আঁশ আছে। পাশাপাশি গোটা শস্য দিয়ে তৈরি খাবার খান। ডাল ও বাদাম থেকেও খানিকটা আঁশ পাবেন।

পঞ্চমত, খাদ্য তালিকায় যেন ক্যালসিয়াম থাকে। এজন্য কাঁটা সহ ছোট মাছ খেতে পারেন। এক গ্লাস দুধ কিংবা তা দিয়ে তৈরি খাবার বা দইও খেতে পারেন। পালং শাক, ব্রোকোলি ও কাঠবাদামে রয়েছে কিছুটা ক্যালসিয়াম। এছাড়া ভিটামিন-ডি'র চাহিদা মেটাতে সকাল ৭টা থেকে ১২টার মধ্যে অন্তত ২০ মিনিট শরীরে রোদ লাগান।

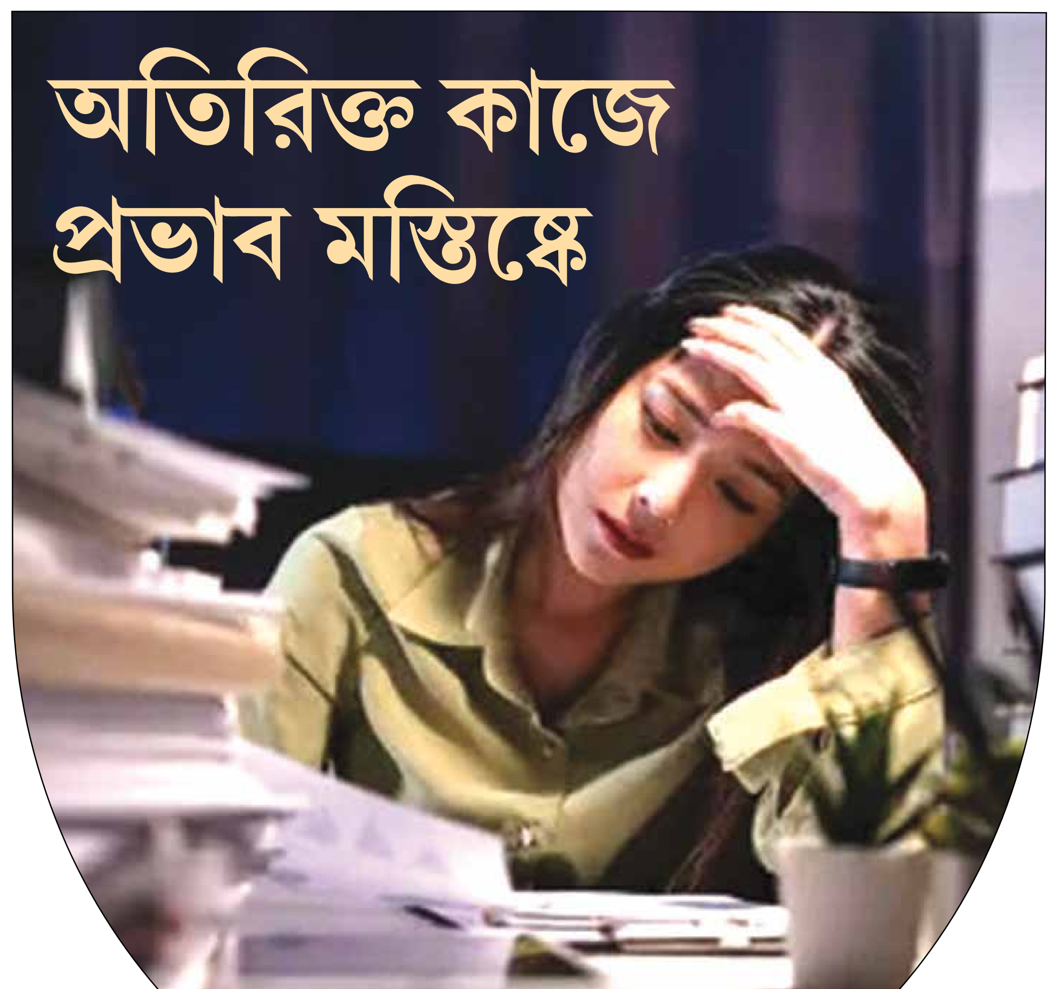

অতিরিক্ত কাজে প্রভাব মস্তিষ্কে

নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বেশি সময় কাজ করলে বদলে যেতে পারে মস্তিষ্কের গঠন। সম্প্রতি অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার এমনটাই দাবি। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁরা অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রম করেন তাঁদের মস্তিষ্কে উল্লেখোযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই গবেষণা পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী। গবেষণাটি কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে করা হয়েছে, যাঁরা বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মিত সপ্তাহে ৫২ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ১১০ জন কর্মীকে রাখা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন অতিরিক্ত সময় এবং বাকি ৭৮ জন স্বাভাবিক সময় কাজ করেছেন।

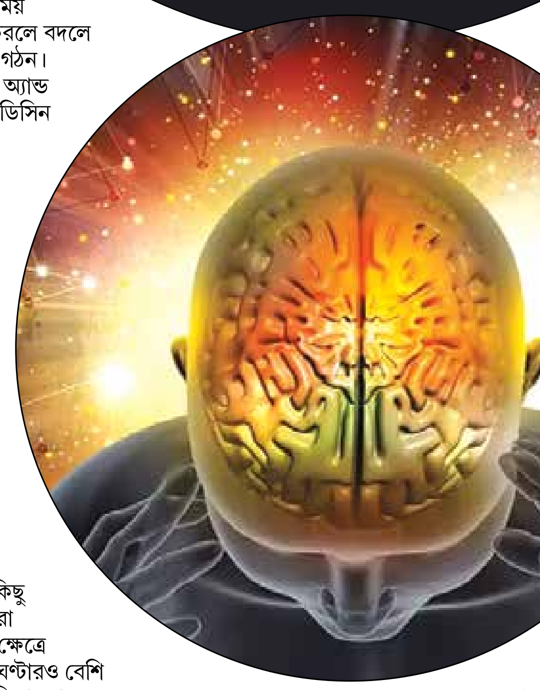

এক্ষেত্রে গবেষকরা মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করতে এমআরআই স্ক্যান সহ ডেটা ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এই সমীক্ষা অতিরিক্ত কাজ ও মস্তিষ্কের কিছু অংশে পরিবর্তনের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্দেশ করে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'অতিরিক্ত কাজ' মস্তিষ্কের সেই অংশে প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং স্মৃতিশক্তির সংযোগ থাকে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাব ফেলেছে আবেগ নিয়ন্ত্রণেও। সেইসঙ্গে মিডল ফ্রন্টাল জাইরাস মস্তিষ্কের একটি অংশ, যা স্মৃতি এবং ভাষা তৈরির সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। প্রভাব পড়েছে ইনসুলা অংশে, যা আবেগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এবং নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়ে সাহায্য করে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম

আমরা যোগব্যায়াম এবং হাঁটার একগুচ্ছ উপকারিতা জানি। কিন্তু উভয়ই একসঙ্গে করার কথা কখনও শুনিনি। হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম বা ওয়াকিং ইয়োগা একটি অসাধারণ অনুশীলন, যাতে সাধারণ হাঁটার সঙ্গে যোগব্যায়ামের নীতির সমন্বয় ঘটে। যোগ থেরাপিস্ট রুচি খোসলার কথায়, এই ধরনের ব্যায়াম খুব হালকা কিন্তু শক্তিশালী উপায়, যা আপনার শরীরকে যত্নে রাখতে, মনকে শান্ত করতে এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সাহায্য করে।' আর এই ধরনের ব্যায়ামে যোগব্যায়ামের চিরাচরিত ভঙ্গির প্রয়োজন নেই বা ম্যাটও লাগে না, শুধু হাঁটতে হাঁটতেই আপনি স্ট্রেচিং বা শ্বাসপ্রশ্বাসের বিভিন্ন কৌশল করতে পারেন।

হাঁটতে হাঁটতে যোগের প্রতিটা পদক্ষেপে মিশে থাকে গভীর শ্বাস এবং সাধারণ স্ট্রেচিং। কেউ কেউ এর সঙ্গে হাতের নড়াচড়া বা যোগের ছোট ছোট ভঙ্গি যুক্ত করেন। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যায়াম সাধারণ হাঁটাকে আরামদায়ক করার পাশাপাশি ধ্যান করার ন্যায় অনুভব তৈরি করে।

শারীরিক দিক থেকে এই ধরনের ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে, পেশি শক্তিশালী করতে এবং হালকা নড়াচড়ার মাধ্যমে জয়েন্টের সক্রিয়তা বাড়ায়। অন্যদিকে মানসিক দিক থেকে এটি স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, মননশীলতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতাকে উৎসাহিত করে এবং শান্ত ও স্থির থাকতে সাহায্য করে। এই ধরনের ব্যায়াম অঙ্গভঙ্গির উন্নতিতে সাহায্য করে। কারণ, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বা পিঠ, কাঁধ সোজা রেখে, পেটের পেশি টানটান করে খানিকটা হাঁটাচলা করলে উপকার পাওয়া যায়।

তবে হাঁটতে হাঁটতে যোগ সকলের জন্য উপযোগী নয়। যাঁরা নিয়মিত শারীরিক কসরত করতে বা জিমে যেতে অভ্যস্ত তাঁদের জন্য এই ব্যায়াম উপযোগী নাও হতে পারে। কারণ, এই ধরনের ব্যায়ামে মনোযোগের পাশাপাশি ধৈর্য প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এবার গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অভিনেত্রী
» ৭

একই পরিবারের ১৭ জন মৃত

আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তার মধ্যে রয়েছে ৮ শিশুও।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	২২°	২৯°	২৩°	২৯°	২৩°	৩০°	২২°

মোদিকে দেখে টুকলি শরিফের
» ৭

শিলিগুড়ি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের ৪৬

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

গৌতম সরকার

বৃক্ষ যত বড় হয়, তত শাখাপ্রশাখা ছড়ায়। ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়। এগিয়ে চলার পথে ফেলে আসা বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদও অনেক পালক যুক্ত করেছে। আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে শিকড়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা বরাবরই ছিল। শিকড় খোঁজার সেই কাজটি পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। যে চেষ্টা অন্তহীন। কখনও শেষ হয় না। শিকড়ের খোঁজ চালিয়ে যাওয়া ৪৬তম বর্ষে উত্তরবঙ্গের প্রাণের সংবাদপত্রের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সচেতন পাঠক উত্তরবঙ্গ সংবাদের সেই সংকল্প যাত্রা ইতিমধ্যে আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। গত কয়েক মাসে বেশ কিছু নতুন ভাবনা পল্লবিত হয়েছে। যেমন 'উত্তরের শিকড়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্মারক, সংস্কৃতি ইত্যাদির গোড়ায় পৌঁছোনো যে বিভাগের উদ্দেশ্য। নতুন প্রজন্মকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুধু নয়, তার এলাকার ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অতীত জানানো, পুরোনোদের সেই ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেওয়ার দায়বদ্ধতা ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে।

আরও একটি বিভাগ 'আমাদের ছোট নদী' সেই দায়বদ্ধতার আরেক স্বাক্ষর। নদী সেই এলাকার সভ্যতা বিকাশের নীরব সাক্ষী। নদীকে কেন্দ্র করে যেমন সভ্যতা বিকশিত হয়, তেমনই সংশ্লিষ্ট জনপদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি তৈরি হয়। যেভাবে তিস্তাবুড়ি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস, পুজো ও গান। ভাওয়াইয়া সুরে 'তোর্সা নদীর উথাল পাথাল রে...' গান তো তোর্সাপাড়ের অন্যতম পরিচিতি হয়ে আছে।

তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, ফুলহর, আত্রেয়ী, ডাহুক, নাগর, কালজানি, রায়ডাক,

এরপর ছয়ের পাতায়

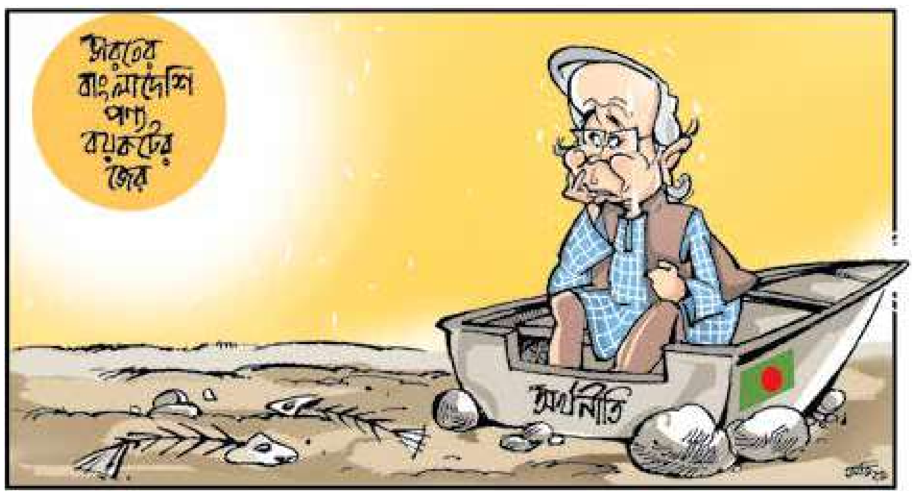

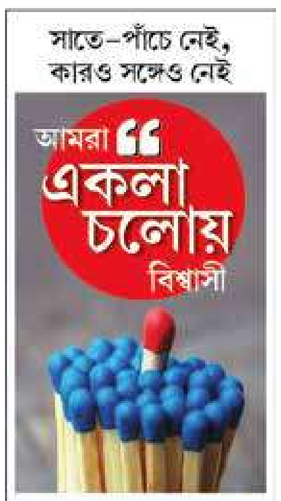

এডিশন স্পেশাল

পথ খুলছে কৈলাস মান সরোবরের
» ছয়ের পাতায়

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের
» সাতের পাতায়

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি
» সাতের পাতায়

আজ শহরে মুখ্যমন্ত্রী

চর্চায় সভাপতি বনাম কমিটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : সোমবার শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতির (সমতল) পদ নিয়ে জল্পনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। সমাজমাধ্যমজুড়ে সম্ভাব্য সভাপতি হিসাবে একাধিক নেতা-নেত্রীর নাম, ছবি দিয়ে ভোট চাইছেন দলেরই বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীরা। অনেকেই আবার পাপিয়া ঘোষকেই রেখে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছেন। তবে, নেতা-নেত্রীদের অনেকেই মনে করছেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরেই নতুন জেলা সভাপতির নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এমনকি আগামী বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটিতে শক্তিশালী কোর কমিটি গঠন করা হতে পারে বলেও দলীয় সূত্রের খবর। অর্থাৎ প্রশাসনিক একগুচ্ছ কর্মসূচিচ নিয়ে সোমবার থেকে শুরু হওয়া মুখ্যমন্ত্রীর চারদিনের সফর রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

এরই মধ্যে এদিন শহরে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং শত্রু মোকাবিলায় ভারতীয় সেনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হিলকার্ট রোডে মিছিলের পুরভাগে বিদায়ি জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের পাশাপাশি জাতীয় পতাকা হাতে মেয়র গৌতম দেবকে দেখা গিয়েছে।

দু'দিন আগেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বিভিন্ন জেলার কমিটিতে রদবদল করা হয়েছে। তবে, দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হলেও সভাপতির পদ পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তালিকা প্রকাশিত হতেই বর্তমান সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকে সরানো হচ্ছে এনিয়ে নিশ্চিত হয়ে যান দলের নেতা-নেত্রীরা। চর্চা শুরু হয় নতুন জেলা সভাপতি নিয়ে।

এরপর ছয়ের পাতায়

পদে কে?

- অরুণ ঘোষ, কুন্তল রায়, কাজল ঘোষের নাম দিয়ে সভাপতি করার দাবিতে পোস্ট
- কেউ কেউ ৪-৫ জনের ছবি দিয়ে ভোট চাইছেন সভাপতি পদে
- বীরভূম ও উত্তর কলকাতার মতো দার্জিলিং সমতলেও কোর কমিটি গঠনের দাবি
- মুখ্যমন্ত্রীর সফরেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে

ফুলবাড়ি ভিডিওকন মাঠে তৈরি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর সভার মঞ্চ। ছবি : সূত্রধর

বিপাকে বাংলাদেশ

বাণিজ্যে বিধিনিষেধে কর্মচ্যুতির শঙ্কা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ মে : একদিনেই হাহাকার অধিকাংশ স্থলবন্দরে। ভারত ও বাংলাদেশ- উভয় দিকেই। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি দিয়ে রবিবার ভারতে এসেছে মাত্র ২০টি পণ্যবাহী ট্রাক। যেখানে অন্য সময় গড়ে অন্তত ৫০টি ট্রাক আসে রোজ। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে এসেছে মাত্র ৪৩টি ট্রাক। অথচ শনিবারও এসেছিল ৯৬টি ট্রাক। মালদার মহদিপুর সীমান্ত অবশ্য খাঁখাঁ করেছে রবিবার। ওপার থেকে মাল বহনকারী একটি ট্রাকও আসেনি।

মহদিপুরে আমদানি ব্যবসায় জড়িত রূপকুমার সাহা আক্ষেপ করলেন, 'আসবে কী করে! যে পণ্যগুলির আমদানিতে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, সেগুলি মহদিপুর স্থলসীমান্ত দিয়ে আসেই না।' শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞায় শুধু ছাড় দেওয়া হয়েছে মাছ, ভোজ্য তেল, তরল পেট্রোলিয়াম পণ্য, কুচি পাথর ইত্যাদি।

ওইসব পণ্যই শুধু ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে আজ। এতে দু'দেশেই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তদের অনিশ্চয়তার কালো মেঘ গ্রাস করেছে। 'দেশের নিরাপত্তা সবার আগে' বললেন বটে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার, কিন্তু বিরাট আর্থিক ধাক্কার উদ্বেগ লুকোতে পারছেন না। উত্তমের কথায়, 'দেশের স্বার্থের কারণে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন জানাই। তবে আমদানি বাণিজ্য কম হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শ্রমিকরা কিছুটা ক্ষতির মুখে তো পড়বেনই।'

স্থলবন্দরগুলিতে ইতিমধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাথায় হাত পড়েছে। এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল যে অনেক শ্রমিক পরিবার। আইএনটিইউসি'র মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'নিরাপত্তা দেখতে গিয়ে শ্রমিকদের পেটের দিকে না তাকালে তো চলবে না। শ্রমিক পরিবারগুলোর রুজিরুটি এভাবেই চলে।' তাঁর হিসেবে শুধু চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ হাজার মানুষ।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে সড়কপথে রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, তুলা, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে শনিবার রাতে। হতাশ মহদিপুরের আমদানি ব্যবসায়ী রূপকুমার সাহা বললেন, দু'দেশের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব কবে যে গলবে!

মালদা মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, ওই স্থলবন্দর দিয়ে মূলত প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লরি পাট আসে। তাতে মাসে বাণিজ্য হত ৫০ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া মশারি, বস্ত্র, অন্যান্য পণ্যের আমদানিতে মাসে সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে ভারতে ঢুকছে বাংলাদেশি ট্রাক। রবিবার। -সাগর বাগচী

বড় সংকট

- বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা বহু ট্রাক সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়েছিল
- চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, মহদিপুর দিয়ে অধিকাংশ ট্রাক ভারতে ঢোকার অনুমতি পায়নি
- ভারত আমদানি বন্ধ করায় সেদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে বলে মত বাংলাদেশের ট্রাকচালকদের
- এপারেও ব্যবসায় প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা বাড়ছে

সময়ের কথা

চা শিল্প, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

রূপম দেব

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চা শিল্প উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। চা শিল্প উত্তরের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পড়ে চা শিল্প ধ্বংসের মুখে। দার্জিলিংয়ের চা বাস্তবে ধুঁকছে। সঠিক নীতি এবং মূল্যায়নের অভাব, রাজনৈতিক মুনাফা, নেতাদের অজ্ঞতা নানা কারণে চা বলয়ে ঘনাচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কারও। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না কেউই।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বন্ধ চা বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে। বর্তমানে বড়জোর ৫-৬টি বাগান বন্ধ রয়েছে। এটা প্রচারে এনে শাসকদল নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। বাস্তবে খুলে দেওয়া বাগানগুলোর বহু জায়গায় মাসের পর মাস শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস পিএফ সংক্রান্ত দাবিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করলেও বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া বাগানে তারা প্রবেশ করেনি। কারণ, এই বাগানগুলিতে বিগত চার মাস ধরে শ্রমিকরা কোনও মজুরি পাচ্ছেন না।

এরপর ছয়ের পাতায়

'ব্লগিং ভূত'-এ দায়িত্ব গায়েব

খাদ্যপ্রেমের সুযোগে স্বাস্থ্য নিয়ে চলছে ছেলেখেলা। নজরদারির ফাঁক গলে মাছি উড়ে বসছে বাসি খাবারে। পরিস্থিতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিশেষ প্রতিবেদন। আজ দ্বিতীয় পর্ব।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করতে করতে মোবাইলের পর্দায় ভেসে ওঠে পরিচিত ফুড ব্লগারের ভিডিও। তিনি গিয়েছেন পরিচিত নামের কিংবা সদ্য খোলা রেস্তোরাঁ, হোটেলে খাবার খেয়ে রিভিউ দেবেন বলে। ভূমিকা পর্বের পর টেবিলে সাজানো হয় অনেক প্লেট। সুস্বাদু সব খাবার। ক্যামেরার জাদুতে বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেই দেখে ঢোঁক গেলেন আপনি।

এরপর তিনি বলতে শুরু করেন, 'এই রেস্তোরাঁর হোয়াইট সস পাস্তাটি একবার অন্তত খেয়ে দেখুন। দাম আহামরি নয়। স্বাদ অতুলনীয়।' তাঁরই আরেক ভিডিও-তে শোনা যাবে, 'শিলিগুড়ির সব চাইতে সস্তার ক্যাফে এটাই। চিকেনের নানা ধরনের আইটেম এক ছাদের নীচে।'

রেফ্রিজারেটরে রাখা সেই চিকেন আদৌ কতদিনের বাসি বা মশলা ব্যবহার হচ্ছে কোন সংস্থার, সেই তথ্য মেলে না অবশ্য। ব্লগার ঘুরে দেখান না রেস্তোরাঁ বা ফাস্ট ফুড স্টলের রান্নাঘরটি। শুধু সুপারিশ দিয়েই দায় সারেন তাঁরা। বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে আসে বিরাট দায়িত্ব। মনে রাখা দরকার, শহরে নতুন খাবারের ঠিকানা খুঁজতে জনপ্রিয় ব্লগারদের ভিডিও-র ওপর ভরসা রাখেন খাদ্যপ্রেমীরা। তাই তাঁদের আরও দায়িত্ববান হওয়া দরকার।

এই প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে শিলিগুড়িতে বিরিয়ানি বিতর্কের পর থেকে। দুটো আলাদা দোকানের বিরিয়ানির মাংসে পোকা মেলার অভিযোগ উঠেছিল আগে। তারপর শৌচালয়ে কমোডের পাশে বিরিয়ানি, চাউমিন আর ভাত। যে দোকানটি সিল করা হয়েছে,

এরপর ছয়ের পাতায়

ছবি : এআই

হঠাৎ বদলি উত্তরবঙ্গের শ্রমকর্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : দাগাপুর চা বাগানে চা গাছ উপড়ে ফেলে, সেই জমিকে রাতারাতি পরিত্যক্ত দেখিয়ে সেখানে হোটেল তৈরির চুক্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার মাঝেই আচমকা রাজ্য শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাকে বদলি করা হল। যা নিয়ে শুধু প্রশাসনিক মহলেই নয়, রাজ্যের শাসকদলের অন্দরেও হইচই পড়েছে। এই বদলি নিয়ে সেভাবে মুখ খুলতে চাননি উত্তরবঙ্গ জোনের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'দপ্তর যেটা ভালো মনে করেছে, সেটাই করেছে। আমার এনিয়ে আর কী বলার থাকতে পারে?' শ্রম দপ্তর সূত্রের খবর, দাগাপুর চা বাগানের জমি থেকে চা গাছ উপড়ে ফেলা নিয়ে শ্রম দপ্তরের রিপোর্টে গাফিলতির অভিযোগ পেয়েই অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে বদলি করা হল।

উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে বসতেন। তাঁকে মালদায় বদলি করা হয়েছে। কলকাতার ডেপুটি শ্রম কমিশনার (পরিসংখ্যান) পার্থ বিশ্বাসকে উত্তরবঙ্গের নতুন অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে চা পর্যটন বা সমতুল্য যে কোনও প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে, অবশ্যই বাগানের পরিত্যক্ত জমির ৩০ শতাংশ নিয়ে এই প্রকল্প করতে হবে। কিন্তু দাগাপুর বাগানের পিছনের দিকে কিছুটা পরিত্যক্ত জমি থাকলেও জাতীয় সড়ক পার্শ্বস্থ দাগাপুর চা বাগানে পুরোটাই চা গাছে ঘেরা। কিন্তু নামীদামি কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য তো সামনের দিকেই জমি প্রয়োজন। আর তাই ছক কষেই বাগানের ২৫-৩০ একর জমি থেকে চা গাছ তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকশো ছায়াগাছও কেটে ফেলেছে বাগান কর্তৃপক্ষ। এই খবর গত ১ মার্চ প্রথম

এরপর ছয়ের পাতায়

দাগাপুর কাণ্ড

- নামীদামি কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য সামনের দিকে জমি প্রয়োজন
- তাই বাগানের ২৫-৩০ একর জমি থেকে চা গাছ তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে
- কয়েকশো ছায়াগাছও কেটে ফেলেছে বাগান কর্তৃপক্ষ
- এব্যাপারে শ্রম দপ্তরের রিপোর্টে খুশি হতে পারেনি প্রশাসন

মণিপুরকে মনে করাচ্ছে 'লইবাড়ি হাট'

হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা।

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৮ মে : সড়কপথে দূরত্ব মোটামুটিভাবে ১২০০-১৩০০ কিলোমিটার। 'লইবাড়ি হাট'-এর কল্যাণে মালদার হবিবপুর আর মণিপুরের ইম্ফলের সেই দূরত্ব যেন হেলায় উধাও। হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা। অনেকেই জানেন, ইম্ফলেও এমনই একটি হাট বসে। 'ইমা কিথল' নামে সেই হাট 'মায়েদের হাট' নামেও পরিচিত। পার্থক্য বলতে, ইম্ফলের সেই হাট দেশজুড়ে সবার কাছে যতটা পরিচিত, হবিবপুরের হাটটি মোটেও ততটা নয়। অথচ এই হাটের ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরোনো। কম করেও অন্তত ৫০ বছর। এই সময়কালে এটি ধীরে ধীরে বেড়ে কলেবরে আজ অনেকটাই বড়। মালদা জেলায় তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে এমন হাট দ্বিতীয়টি নেই। মণিপুরের হাটটিকে বাদ দিলে দেশে হয়তো এমন আর কোনও তৃতীয় হাটের খোঁজ নেই।

কী নেই এই হাটে? টাটকা শাকসবজি, দেশি মাছ, মাংস, ডিম। বিক্রেতাদের অনেককে দেখা গেল বাড়ির পোষ্য হাঁস, মুরগি নিয়ে এসেছেন। স্টিলের পাত্রে বাড়ির পোষা গোরুর দুধ নিয়েও অনেককে সেখানে দেখা গেল। অর্থনীতিতে 'ইউএসপি' বলে একটা শব্দ আছে। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। অর্থাৎ যে বিশেষ গুণের জন্য কোনও সামগ্রী বাজারে খুব ভালোভাবে বিকোয়। রোজকে রোজ সংসারের লড়াই সামলে এই বাজারে যাঁরা বিক্রিবাটা সারেন তাঁদের কাছে 'ইউএসপি' শব্দটি অনেকটাই দূরের। অর্থ জানেন কি না বলে প্রশ্ন করা হলে পুষ্প মণ্ডল নামে এক বিক্রেতা স্বাভাবিকভাবেই ঘাড় নাড়লেন। বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর অবশ্য তাঁর মুখে হাসি ঝলমল, 'হাটে যা কিছু বিক্রি হয় সবই কিন্তু আমাদের ঘরের। বাইরের নয়।' হাট ঘুরে সব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল 'লইবাড়ি হাট'-এর ইউএসপি নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখলে অনায়াসে লেখা যায় 'বিশুদ্ধ ও খাঁটি'।

এমন একটি ক্যাচলাইন করা গেলে তা যে মোটেও ভুল হবে না সেটা হাটে বাজার করতে আসা ক্রেতা নমিতা রায় মেনে নিলেন। বললেন, 'এখানে এসে কেনাকাটা সেরে কোনওদিন খারাপ কিছু পাইনি। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এসব খারাপ বলে কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি।' নমিতার মতো অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই। তাই তাজপুর, শোলাডাঙ্গা, কালপেঁচি, ডাঙ্গাপাড়া, মেস্তরপাড়া, বেলতলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকেরই এখানে নিয়মিত আনাগোনা।

তবুও তুলনা এসেই পড়ে। স্বামীদের কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউবা দিনমুজর। সংসারে একটু সুখের আশায় হেমলতা মণ্ডলরা এই হাটে এসে পসরা সাজিয়ে বসেন। মণিপুরের ইমা কিথল হাটের নাম শুনেছেন? নামটা শুনে হেমলতা হেসেই কুটিপাটি। তারপর সব শুনে তাঁর সহজসরল প্রশ্ন, 'ওরাও কি আমাদের দেখে এমন হাট শুরু করেছে?' পরে ওই হাটের বিষয়ে আরও কিছু শুনে বিড়বিড় করে বললেন, 'কী আজব এই দুনিয়া!'

দুনিয়া সত্যিই আজব। নইলে দিনকেদিন যেখানে সবকিছুর দাম মারাত্মকভাবে বেড়ে চলে সেখানে প্রতি সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার বিকেলে বসা লইবাড়ি হাটের সমস্ত সামগ্রীর দাম সাধারণের অনেকটাই নাগালে।

এরপর ছয়ের পাতায়

লইবাড়ি হাটে পসরা নিয়ে তিন প্রজন্ম। -সংবাদচিত্র

উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ মোহিতনগরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : রাজ্যে প্রথম উন্নতমানের সুস্বাদু এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু হল জলপাইগুড়ি হর্টিকালচার দপ্তরের মোহিতনগরের পুরোনো খামারবাড়িতে। প্রায় ২ বিঘা জমিতে ১০ হাজার এই উন্নত প্রজাতির আনারসের চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ মাসের মধ্যে গাছে ফলন আসবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে চাষিদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ শুরু করা হবে।

হর্টিকালচার দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম জানিয়েছেন, উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারসের সঙ্গে দেশীয় আনারসের সবদিক থেকেই অনেক পার্থক্য। সাধারণ আনারসে প্রচুর অ্যাসিড থাকে। এমডি ২ প্রজাতির উন্নত আনারসে পয়েন্ট ৪ শতাংশ অ্যাসিড থাকে। সাধারণ আনারসের গায়ে অনেক চোখের মতো অংশ থাকে যা কেটে বাদ দিলে আনারসের পরিমাণ কমে যায়। উন্নত জাতের আনারসে চোখ থাকে না। সাধারণ আনারসের তুলনায় এমডি ২ প্রজাতির আনারসের মিষ্টতা অনেক বেশি। তাছাড়া উন্নত প্রজাতির আনারসে বাদামি রংয়ের রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না। সাধারণ আনারস গাছের পাতা খসখসে হয়, উন্নত প্রজাতির আনারসের গাছের পাতা মসৃণ হয়। এক একটি উন্নত আনারস ফল দেড় কেজি থেকে ২ কেজি ওজনের হয়। তিনি বলেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে এই চাষ শুরু করা হবে।'

এই উন্নত প্রজাতির আনারস গাছকে টিস্যু কালচার করার পর মোহিতনগরে রোপণ করা হয়েছে। মোহিতনগর খামারের ১ বিঘা জমিতে ৫ হাজার আনারস চাষ শুরু করা হয়েছে খোলা জায়গায়। বাকি ১ বিঘা জমিতে আরও ৫ হাজার গাছ রোপণ করা হয়েছে অন্যান্য অন্য বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এই প্রকল্প রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মোহিতনগরের খামারেই পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হয়েছে। যদি সফল হয় উত্তরবঙ্গজুড়েই চাষ করা হবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। এই উন্নত প্রজাতির আনারস স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে বলে হর্টিকালচার দপ্তরের উপ অধিকর্তা অলোক মণ্ডল জানিয়েছেন। মোহিতনগরের হর্টিকালচার দপ্তরের পুরোনো খামারে দেশীয় প্রজাতির আনারস চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু ফলন খুব একটা ভালো না হলেও মিষ্টতা তেমন থাকত না। তাই উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু করা হল। দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, যেভাবে উন্নত আনারস গাছ বেড়ে উঠছে আগামী ১৫ মাস পর ফলন ভালো দেবে।

তোপকেদাড়ায় স্নো লেপার্ডের দুই শাবকের জন্ম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফের একবার তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে সফল প্রজনন সম্পন্ন হল। এবার স্নো লেপার্ড 'রের' দুটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। গত ১৩ মে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অন্তর্গত তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে ওই স্নো লেপার্ডটির শাবক জন্মায়। প্রজননকেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, মা এবং সন্তানরা সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একজন মর্দা ও একজন মাদি।

আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে। সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি ধীরে ধীরে বড় হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে। সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি-র এ বিষয়ে বক্তব্য, 'স্নো লেপার্ড মা এবং তার শাবকরা সুস্থ রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টার রেডপান্ডা এবং স্নো লেপার্ড প্রজননে ইতিমধ্যেই গোটা দেশে নজির গড়েছে। সফল প্রজননের পর ওই কেন্দ্র থেকে রেডপান্ডা যেমন সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে, তেমনই স্নো লেপার্ডও অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। গত বছরের ৩১ অগাস্ট তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে একজোড়া স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্নো লেপার্ডের সংখ্যা ১৩। তার মধ্যে চারটি মর্দা ও সাতটি মাদি। গত বছরের শেষের দিকে স্নো লেপার্ড 'রের' অন্তঃসত্ত্বা হয়। এরপর থেকেই তাকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছিল।

চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। তারপর গত ১৩ মে রের সফলভাবে দুটি শাবকের জন্ম দেয়। বর্তমানে মা স্নো লেপার্ডকে বেশি করে জল, মাংস ও প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের সঙ্গে একাধিক ওষুধও রয়েছে।

যেহেতু শাবকরা মায়ের দুধ খেয়েই বড় হচ্ছে তাই দিনে বেশ কয়েকবার তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে বলে চিড়িয়াখানার কর্তারা জানিয়েছেন।

বিশেষ যত্ন

- সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একটি মর্দা ও অন্যটি মাদি
- আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে
- সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি বড় হবে
- তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে
- সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে
- মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে

লাটাগুড়িতে পর্যটকদের চায়ের আড্ডা

নাগরাকাটা, ১৮ মে : এ-ও আরেক 'চায়ে পে চর্চা'। ডুয়ার্সের পর্যটকদের নিয়ে চা আড্ডার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেদিন লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠানটি হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের তৈরি গ্রিন, ব্ল্যাক, অর্থডক্স, হোয়াইট বা পার্পলের মতো রকমারি স্বাদ এবং গন্ধের চায়ের মৌতাত তো রয়েইছে। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয়দের নিয়ে লোকনৃত্য, চায়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের আসরও। বুধবারের এই আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সেদিন বিকেল পাঁচটা থেকে চায়ের আড্ডা শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত। সব পর্যটকদের বিনামূল্যে চা খাওয়ানো হবে। থাকবে চা বিক্রির স্টলও। ময়নাগুড়ির 'জয় জল্পেশ' ফ্যাক্টরি সহ জেলার অন্যান্য জায়গার ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফ্যাক্টরি কিংবা বাড়িতে নিজেদের হাতে তৈরি উচ্চ গুণগতমানের চায়ের স্বাদ পরখ করতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন বড় বাগানের চা কিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে সেখানে।

হরিমাধব মঞ্চের শিলান্যাস প্রস্তাব মমতাকে

বালুরঘাট, ১৮ মে : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলা নাটকের কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পরেরদিনই বালুরঘাট পুরসভা তাঁর স্মৃতিতে বালুরঘাটে হরিমাধব মুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই মঞ্চের শিলান্যাসের প্রস্তাব পাঠাল বালুরঘাট পুরসভা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। সেখানেই বালুরঘাট শহরের সুরেশরঞ্জন পার্কের সামনে প্রয়াত হরিমাধবের স্মৃতিতে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

বৃষ্টি তখনও নামেনি। রবিবার বিকেলে বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

স্বীকৃতি না থাকায় আসছে না অনুদান

ন্যাকের পরিদর্শন, ধোঁয়াশা পিবিইউয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ মে : প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এতদিনে ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল)-এর পরিদর্শন করাতে পারেনি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ বি স্বীকৃতিও নেই। অধ্যাপকদের দু'-একজন জানিয়েছেন, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর-এর অনুদান পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাক-এর পরিদর্শন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ কলেজ সহ নানা প্রতিষ্ঠান ন্যাক থেকে মূল্যায়ন করিয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতদিনেও সেই পরিদর্শন তথা মূল্যায়ন না করানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির বক্তব্য, 'ন্যাক-এর পরিদর্শন করাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন, তাই তিনি এলেই সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ইউজিসির ১২ বি স্বীকৃতি এবং ন্যাক-এর পরিদর্শন করানোর জন্য দু'-তিনবার দিল্লি গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেসময় প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এদিকে উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবে উপাচার্য আসবেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ন্যাক-এর মূল্যায়ন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। এর সমাধান দরকার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের মন্তব্য, 'এতদিনেও আমাদের ন্যাক-এর পরিদর্শন হয়নি। স্থায়ী উপাচার্য থাকাকালীন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালালেও কোনও কারণে তা হয়নি। ১২ বি স্বীকৃতিও আমাদের নেই। কেন এবিষয়ে কারও সদিচ্ছা নেই, তা বুঝতে পারছি না।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর থেকে সেভাবে অনুদান আসছে না। এতে মূলত বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর ১৩ বছর হতে চললেও প্রতিটি বিভাগে শিক্ষাকর্মীর অভাব রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে পর্যাপ্ত অধ্যাপকের অভাবও। এতে প্রতি মুহূর্তে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের। এক অধ্যাপক বলেন, 'অধ্যাপক সংখ্যা, কোয়ার্টার্র, আলাদা প্রশাসনিক ভবন সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিছুই সেভাবে আমাদের নেই। এসব থাকলে ন্যাকের ক্ষেত্রে আলাদা পয়েন্ট পাওয়া যায়।'

সীমান্তের কাছে নদীতে ভাসছে বহু জুতো

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৮ মে : নদীর জলে ভেসে আসছে রংবেরঙের নানান মাপের জুতো। এই ঘটনা ঘিরে ছড়াল আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে প্রশ্ন একটাই, এত নতুন জুতো এল কোথা থেকে? সীমান্ত সংলগ্ন বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই বাংলাদেশ। সীমান্তের ওপার থেকেই কি জুতো ভেসে আসছে? তা নিয়েও চর্চা চলছে।

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, 'এরকম রংবেরঙের জুতো সাধারণত পাহাড়ি এলাকার মানুষ ব্যবহার করে। দুষ্কৃতীরা হয়তো কোনও দোকান বা গাড়ি থেকে এসব লুট করেছিল। এলাকায় তা বিক্রি করতে না পেরে হয়তো নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।' জুতোগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বস্তার জুতোগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। এগুলো সবই পুরোনো, ব্যবহৃত জুতো।' অকারণ গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেন জেলা পুলিশ সুপার।

গত শনিবার অমরখানা এলাকায় ডোকাইচাঁদ নদী থেকে প্রথমে বস্তাবোঝাই জুতো মেলে। রবিবার ফের অমরখানা এলাকায় যমুনা নদীর জলে আরও এক বস্তাবোঝাই জুতো নদীর জলে ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর রাস্তার পাশে ঝোপে, চা বাগান, চাষের জমি থেকে ঝাঁ চকচকে রংবেরঙের জুতোর দেখা মিলতে থাকে। স্থানীয় পরেশ রায় বলেন, 'নতুন জুতো দেখে কেউ কেউ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অনেকেই চিন্তিত জুতোয় কোনও বিপদ লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেটাই বুঝতে পারছে না।'

CORRIGENDUM LEGAL NOTICE

I Tapash Nandi, Advocate, Siliguri have Published a Legal Notice on 16-05-2025 in Page No. 02, Col. No. 05, of UTTAR BANGA SAMBAD and the Deed Number which are lost shall be read as I - 4867 & I - 4870 for the year 1984 instead of DEED NUMBER I -4870 for the year 1984.
Tapash Nandi (Advocate)
Siliguri, M:- 94341 51274

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন পার্ক রোডের পাশে 3.75 ডেসিমেল জমি অতিসত্বর বিক্রয় হবে। Mo : 8101427002. (C/115566)

•

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি সংহতি মোড়ের কাছে ২ কাঠা জমির ওপর তিনতলা সুসজ্জিত বাড়ি বিক্রয় করতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

ক্রয়

খড়িবাড়ি ব্লকে একবিঘা রেজিঃ জমি কিনতে চাই। M : 9832093348. (C/116545)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M : 8001040040.

•

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাট-এর জন্য নাইটগার্ড লাগবে, বেতন 10,000/-, বয়স : 20-50, M: 9933119446. (C/116501)

কর্মখালি
স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

•

Linux Admin Support Engineer in State Data Centre. Location : Siliguri & Agartala Experience : 0 to 3 years, k.saikh@bluematrixsolution.com

ASSAY INDIAN MODEL SCHOOL (AIMS)

Required pure Sci, Math, Eng., Physical Sci.Teacher. Salary : 12 K-15K. Mob : 9733055032, 7363007227. (C/116502)

অ্যাভিডেভিট

আমার কিছু তথ্যাদিতে Satyajit Ray লিপিবদ্ধ আছে। গত 17.05.25, 3rd Court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Satyajit Roy এবং Satyajit Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ব্রহ্মত্তর কশাল ডাঙ্গা, আকরারহাট বন্দর, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115934)

•

দিনহাটা EM কোর্টে 16.5.25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি চন্দ্রিমা রায় বেপারী এবং চন্দ্রিমা রায় একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং জিৎপুর-১। (S/M)

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবতা, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মন মানে না, ১.০০ নব্যাংশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ সংগ্রাম, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মেমসাহেব, দুপুর ১.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১০.৩০ রূপবান, ১.১৫ জয় কালী কলকাতাওয়ালি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভ রজনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: দুপুর ১২.০৩ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, ২.০৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা, বিকেল ৪.২২ দিল বেচারা, সন্ধে ৬.০৫ রাজনীতি, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১০.৫৪ ওহ কওন থি?
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩২ বিবি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫৭ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৪৯ পিগুম, রাত ১০.৩৪ মায়োঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৬ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৪ পিপা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ বার বার দেখো, দুপুর ১.৩৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৩.৩৬ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ গুডবাই

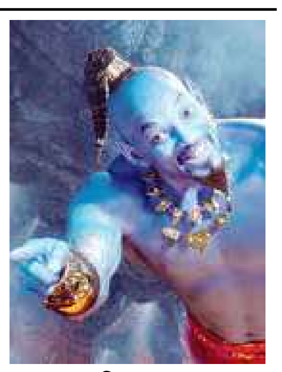

আলাদিন রাত ৮.৪৫
স্টার মুভিজ এইচডি

সাতে পাকে বাঁধা
দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা
দুপুর ১২.০৩ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

উত্তরের শিকড়

সমাধিফলক যেন ওঁদের অবদানের সাক্ষী

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্প স্থাপনের কাণ্ডারি, তথা ইংরেজ টি প্ল্যান্টার্সরা যেন আজও জীবিত আছেন স্থানীয় সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চের তত্ত্বাবধানে থাকা সমাধিফলকে। দূর-দূরান্ত থেকে আজও অনেকেই আসেন সেসব সমাধিফলক দেখতে তথা সেই সকল চা বণিকদের সম্পর্কে জানতে।

এই চার্চের জমিতে ডুয়ার্সের নানা কবরস্থান থেকে এনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সমাধিফলকগুলি। তবে বহুদিন সেই ফলকগুলি অবহেলায় পড়ে ছিল। যার মধ্যে কয়েকটি সমাধিফলক তুলে এক জায়গায় উঁচু করে সাজিয়ে রেখেছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। যেমন এখানে লুইসা ক্যাথেরিন নামে এক চা বণিকের সমাধিফলক রয়েছে। ১৯০২ সালে তিনি মারা যান ডুয়ার্সের চা বলয়ে মারণ রোগ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে। এছাড়াও ১৮৭৭ সালে ওয়ালটার আলেকজান্ডার জন থমসনের স্ত্রী শার্লি থমসন মারা যান কলেরায়। তাঁর সমাধিফলকও এখানে রয়েছে। চার্চটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মহিলার অনেক অবদান রয়েছে। আরেক ইংরেজ ক্যাপ্টেন জন গ্র্যান্টের ২১ বছরের ছেলে জেমসের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সমাধিফলকও রয়েছে সযত্নে। ১৮৯৭ সালের ২২ মার্চের মৃত্যুর এই তারিখের পাশে পাথরে ইংরেজিতে খোদাই রয়েছে julpaiguri নামটি। যদিও আজকের ইংরেজি অক্ষরে jalpaiguri বানান লেখা হয়। ডুয়ার্সের সোনগাছি, বাগরাকোট, চিলৌনির বহু ইংরেজ চা কর্তা এবং ম্যানেজারের স্মৃতি ফলক চার্চের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে। চার্চের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই ডুয়ার্সের চা বাগানের গোড়াপত্তনে ইংরেজদের অবদান ও ডুয়ার্সের নানাবিধ রোগের ইতিহাস সম্পর্কিত হেরিটেজ মিউজিয়াম গড়ে তুলতে সরকারিভাবে সাহায্য করা হোক।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগে উপকৃত হবেন। **মিথুন :** রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রিয়জনের জন্যে কিছু করতে পেরে আনন্দ। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্যে খরচ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার যোগ। **সিংহ :** অহেতুক কথা বলে জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে। জমি ও বাড়ির কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **কন্যা :** জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি লাভ। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **তুলা :** সপরিবারে ভ্রমণে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। ভালো কাজের জন্যে সম্মান প্রাপ্তি। **বৃশ্চিক :** সামান্য উদাসীনতায় সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলের ইঙ্গিত। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন। কোনও নতুন কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো সুযোগ আসবে। **মকর :** ব্যবসায় ভালো ফল লাভ হবে। নতুন কোনও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত। পুরোনো রোগ ফিরতে পারে। প্রেমে শুভ। **মীন :** বিদ্যার্থীদের শুভ। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ বৈশাখ, ১৯ মে, ২০২৫, ৪ জেঠ, সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ১।২৯। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৩।৫৪। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১।২৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১।২৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।৫৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৩।৪৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।২৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৩৭ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২। ৫২ গতে ৪।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২। ৪২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।৪২ গতে ২।৫২ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩০ গতে ১০।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৮ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২। ৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩০ গতে ৪।১২ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাড়ির দাওয়ায় বসে উকিল বর্মনের স্ত্রী ও ছেলে। -ফাইল চিত্র

মাথায় 'চাচি', মাদক কারবারে মহিলাদের দাপট

আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মহিলারা টার্গেট। ইসলামপুরে মাদক কারবারের মাথারা কাজে লাগাচ্ছে তাঁদের। আইনের ফাঁক গলতে বানানো হয় মাদকের ছোট ছোট প্যাকেট। বিভিন্ন সময় গ্রেপ্তার হয়েছে একাধিক। তবে মাথার নাগাল না পেলে ব্যবসায় লাগাম পরানো কার্যত অসম্ভব।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ মে : কারও পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল। একা স্বামীর পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়। কারও আবার শখ মেটাতে চাই বাড়তি অর্থ। সেই সুযোগ নিচ্ছেন মাদক কারবারের কিংপিনরা। ইসলামপুরে মহিলাদের সামনের সারিতে রেখে বেআইনি ব্যবসার শিকড় ছড়ানো পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে।

গাঁজা ও ব্রাউন সুগারের কারবারে যে সমস্ত মাথা সক্রিয়, তাঁদের মধ্যে 'চাচি'র দাপট ব্যাপক। তিনি মূলত ইসলামপুর শহর, ব্লক ও লাগোয়া এলাকায় ব্যবসা চালান। মহিলাদের সামনে রেখে ব্যবসা চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করেননি ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা। তাঁর বার্তা, 'কাউকে রেয়াত করা হচ্ছে না। আগামীতেও হবে না।' তবে পুলিশও জানে, শুধুমাত্র হ্যান্ডেলারদের (যারা মূলত ডেরা থেকে মাদক দ্রব্য নিয়ে পৌঁছায় গন্তব্যে) নাগাল পেলে চলবে না। মাথাদের না ধরা পর্যন্ত ব্যবসায় পুরোপুরি লাগাম পরানো অসম্ভব।

কীভাবে কাজ হয়? বেশিরভাগ মাদক দ্রব্য বিপুল পরিমাণে আসে বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে। তারপর এলাকাভিত্তিক মাথাদের ডেরায় প্যাকেটবন্দি হয়। এক্ষেত্রে নতুন পন্থা নিচ্ছেন কারবারিরা। আইনকে ফাঁকি দিতে মাদকের 'কমার্সিয়াল কোয়ানটিটি' ভাঙা হয়। ২৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ কেউ ধরা পড়লে সেটাকে 'কমার্সিয়াল কোয়ানটিটি' হিসেবে ধরা হচ্ছে। তাই ১০, ১৫ গ্রামের ছোট ছোট প্যাকেট তৈরি করা হয়। তাতে পুলিশের জালে জড়ালেও 'মাদকাসক্ত' হিসেবে গণ্য করা হয় ধৃতকে। ফলে সহজে ছাড় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মহিলারা সেই প্যাকেটগুলো নিয়ে রওনা দেন প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায়। দু'ভাবে বিক্রি হচ্ছে। পাড়ার দায়িত্বে থাকা বিক্রেতার হাতে তুলে দেন একাংশ। অনেকে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন নিজেরাই।

প্রতীকী। -এআই

চক্র ভাঙতে তৎপর ইসলামপুর পুলিশ জেলার অ্যান্টি ক্রাইম ইউনিট। কর্তাদের দাবি, ইউনিটের নজরদারি চলছে। কাজে লাগানো হচ্ছে সোর্সদের। গত ১৫ দিনে ইসলামপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা সহ মহিলাদের গ্রেপ্তার করেছে। গুঞ্জরিয়াতে এক মহিলাকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয় প্রায় ২১ কেজি গাঁজা। চলতি সপ্তাহে ইসলামপুর শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় গাঁজা। ধৃত এক মহিলা। এমন একাধিক ঘটনার তদন্ত চালাতে গিয়েই সামনে আসে 'চাচি'র নাম। সূত্রের খবর, ওই মহিলার গতিবিধি পুলিশের আতশকাচের তলায়।

দৌরাত্ম্য চলছে

- তিনপুল, বলঞ্চা সহ গোটা ইসলামপুর ব্লকে মাদক হ্যান্ডলারের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ জন
- শহরে সংখ্যা ১৫-২০
- তদন্ত চালাতে গিয়েই সামনে আসে 'চাচি'র নাম, তাঁর গতিবিধি পুলিশের আতশকাচের তলায়
- মহিলাদের সামনে রেখে কারবার চালানোর বিষয়টি মানছেন পুলিশকর্তারা
- অভিযান চালানোর আশ্বাস

তিনপুল, বলঞ্চা সহ ইসলামপুর ব্লকে মাদক হ্যান্ডলারের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০। শহরে ১৫ থেকে ২০। এপ্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'আমাদের নজরে রয়েছে। পরপর অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। আগামীতেও অভিযান চলবে।'

তিনপুলের বাসিন্দা অপর এক মহিলাও কারবারের মাথা। শহরের একাধিক মাঠ, কিষান মান্ডির একাংশ ও পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনে মাদকাসক্তদের অবাধ বিচরণ। ইসলামপুরে এনডিপিএস আদালত নেই। ধৃতদের নিয়ে যেতে হয় ১১০ কিলোমিটার দূরে জেলা সদর রায়গঞ্জে। তাছাড়া শহরে কোনও স্বীকৃত হোম নেই। এক আধিকারিকের স্বীকারোক্তি, 'মাদকাসক্তদের ধরার পরের অভিজ্ঞতা কিছু ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। হেপাজতে থাকাকালীন মাদক না পেলে ওরা নিজেদের শারীরিক ক্ষতি করার চেষ্টা করে।'

চাকরি পাবেন উকিলের ছেলে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে চাকরি পেতে চলেছেন উকিল বর্মনের ছেলে পরিতোষ বর্মন। জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে সোমবার কোচবিহার হাসপাতালে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির অধীনে একটি বিভাগে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবেন তিনি। সোমবার সকালে প্রথমে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি ওই চাকরিতে যোগ দেবেন। এমন ঘটনায় উকিলের পরিবার খুশি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আর কয়েকমাস বাদেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উকিল বর্মনের ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে একদিকে রাজবংশী ভোট এবং অপরদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কেন্দ্র তথা বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভে হাওয়া দেওয়া হল।

ছেলের চাকরির জন্য উকিলের পরিবার তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককেই কৃতিত্ব দিচ্ছে। উকিল বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতি আমার ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। সোমবার কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি বিভাগে আমার ছেলে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবে। এতে আমরা খুবই খুশি। এজন্য আমরা হিপ্পির কাছে কৃতজ্ঞ।'

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'আশা করছি এতে উকিল বর্মনের পরিবার অনেকটা উপকৃত হবে।'

বাংলাদেশে অপহৃত শীতলকুচির উকিল বর্মন খুবই দুঃস্থ। তাঁর দুই ছেলেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে উকিলের সামান্য কিছু কৃষিজমি রয়েছে। সেই কৃষিকাজ করেই অভাবের সংসার চলে। এই অবস্থায় অন্য আর পাঁচটা দিনের মতো গত ১৬ এপ্রিল ধানের খেতে জলসেচ দিতে গিয়েছিলেন উকিল। সেই সময় জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। প্রায় এক মাস বাংলাদেশে বন্দি থাকার পর ১৪ মে তিনি বাড়ি ফেরেন।

উকিল বাড়িতে ফিরতেই তাঁর ফিরে আসার ক্রেডিট নিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিধায়করা হুমড়ি খেয়ে পড়েন তাঁর বাড়িতে। রাজনৈতিক নেতারা সকলে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করলেও উকিলের পরিবারের সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল একটা চাকরির। কোচবিহার জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে সোমবার সেই চাকরিতেই যোগ দিতে চলেছেন উকিলের ছোট ছেলে পরিতোষ বর্মন।

বিষয়টি নিয়ে উকিল বলেন, 'সোমবার সকালে ছেলেকে নিয়ে কোচবিহারে যেতে বলেছেন। সেখানে তিনি আগে আমাদের নিয়ে গিয়ে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দেবেন। এরপর ছেলে মেডিকেলে চাকরিতে যোগ দেবে।' পরিতোষ বলেন, 'সোমবার চাকরিতে যোগ দেব। খুবই আনন্দ হচ্ছে।'

আর্ট ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির শিলিগুড়ি মহিলা শাখার উদ্যোগে শনিবার সেবক রোডে আয়োজিত হল ইন্টার ওয়ার্ড আর্ট ফেস্টিভাল। ২ থেকে ১৫ বছর বয়সি ৪০০ জনেরও বেশি শিশু-কিশোর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিভিকা মিত্তাল।

কোচিং ক্যাম্প, উদ্যোগ রিচার

নকশালবাড়ি, ১৮ মে : নকশালবাড়িতে কোচিং ক্যাম্প তৈরি করতে আগ্রহী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় রিচা ঘোষ। রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি জমি ঘুরে দেখেন। তারকা ক্রিকেটারকে সংবর্ধনা জানান নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, ব্যবসায়ী সমিতি ও বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা।

হাতিঘিসা টোল প্লাজার পাশে প্রায় ১৫ বিঘা ও ছলছলিয়ায় কয়েকশো একরের সরকারি জমি ঘুরে দেখেন ভারতীয় মহিলা দলের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। সরকার রাজি থাকলে রিচা টাকা দিয়ে জমি কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানান অরুণ। এলাকায় স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়ে রিচার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেন।

অরুণ বলেন, 'গ্রামের মানুষের দাবি মেনে স্টেডিয়াম তৈরিতে রিচার মতামত জরুরি। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে এলে তাঁকে স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব দেব। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গেও কথা হবে।' জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর রবিবার প্রথম নকশালবাড়িতে এলেন শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা রিচা। তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলতে, অটোগ্রাফ নিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

শিবিরের সমাপ্তি

বাগডোগরা, ১৮ মে : কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় আয়োজিত এনএসএস শিবির রবিবার শেষ হল। সপ্তাহব্যাপী এই শিবিরে ৫০ জন শামিল হয়েছিলেন। শিবিরের মূল থিম ছিল, 'আতঙ্ক নয়, জীবন বাঁচাও'।

ছুটিতেও পড়া চাই, জোর অনলাইন শিক্ষায়

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : গরমের ছুটিতে লেখাপড়ায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য অনলাইন ক্লাস নিতে শিক্ষা জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের কাছে আবেদন জানালেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। ইতিমধ্যে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিক, জগদীশ বিদ্যাপীঠের তরফে অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে, দাবি সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের। সপ্তাহে নির্দিষ্ট কিছুদিন ঠিক করা হয়েছে ক্লাসের জন্য।

লম্বা ছুটিতে পড়ুয়াদের যেন ক্ষতি না হয়, সেজন্য নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুল, নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল, রামজনম প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুল সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। তবে সকলের বাড়ি গিয়ে তাদের বিষয়ভিত্তিক সমস্যা শুনে তার সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি। অনলাইন ক্লাস চালু হলে কাজটি সহজ, দাবি শিক্ষা কর্তাদের। ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের ব্যাখ্যায়, 'প্রতিটি স্কুলে পড়ুয়াদের শ্রেণি অনুযায়ী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। সেখানে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক হোমওয়ার্ক দিতে বলা হয়েছে। কারও কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।'

প্রশ্ন ওঠে, অনলাইন ক্লাস করতে গেলে স্মার্ট গ্যাজেটের সঙ্গে হাইস্পিড ইন্টারনেট ডেটা প্রয়োজন। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের পক্ষে সেই খরচ চালানো সহজ নয়। তাছাড়া সবার বাড়িতে যে স্মার্ট গ্যাজেট রয়েছে, তাও না। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যানের যুক্তি, 'সকলের কাছে পৌঁছানো লক্ষ্য। তবে যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকা পড়ুয়ারা অন্তত উপকৃত হয়, সেটাই আমাদের সাফল্য।'

স্কুল কতটা উদ্যোগী এব্যাপারে? তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল জানালেন, ক্লাসের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়। তারা সেসবের উত্তর লিখে আবার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠায়। কেউ যদি কোনও বিষয় বুঝতে না পারে, তাহলে সে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস বললেন, 'কোভিডকালের পর থেকে পড়ুয়াদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সক্রিয়ভাবে চলছে। অধিকাংশ পড়ুয়ার প্রতিক্রিয়া সদর্থক।' নজর রাখা হচ্ছে সবসময়- দাবি জগদীশ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায়ের।

খাই ঘাস না ছুঁই পানি।। কোচবিহারের টাকাগাছে তোর্ষার পাড়ে। রবিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

রাজস্ব ছাড়াই বাস বিদেশের পথে

দেখছি বলে দায় সারছেন নিগমের কর্তা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : অনুমতি আছে একটি বাস চালানোর। সরকারি কোষাগারে জমা পড়ছে একটি বাসের রাজস্ব। অথচ চলছে দুটি বাস!

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) ভারত-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ বাস পরিষেবাকে কেন্দ্র করে এমন তথ্য সামনে এসেছে। একটি বেসরকারি বাস সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে এই বাস পরিষেবা চালায় নিগম।

নিয়ম অনুযায়ী, নেপাল থেকে একটি বাস ও ভারত থেকে একটি বাস যাতায়াত করার কথা। তবে নেপালের বাস দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে ভারত থেকে একটির বদলে দুটি বাস চালাচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের সঙ্গে চুক্তি করা ওই বেসরকারি বাস সংস্থা।

কীভাবে সকলের নজর এড়িয়ে সেই অতিরিক্ত বাস চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ অপর বাসটি কোনও রাজস্ব না দিয়েই চলছে। এমনকি ওই বাসের যাত্রীসংখ্যা সংক্রান্ত কোনও তথ্য কারও কাছে থাকছে না। ওই বেসরকারি বাস সংস্থার টিকিট বুকিংয়ের দায়িত্বে থাকা সন্তোষ সাহার বক্তব্য, 'কীভাবে দুটো বাস চলছে, সেব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর

নিয়মভঙ্গ

- ভারত-নেপাল মৈত্রী বাস পরিষেবা শুরু হয় ২০১৯ সাল থেকে
- সপ্তাহে ৩ দিন নেপালের বাস চলার কথা, বাকি ৩ দিন ভারতের
- কিন্তু এখন নেপালের বাস আর চলছে না
- ভারতের ২টো বাস চলছে

পিপলাই বলছেন, 'বিষয়টা আমরা দেখছি।' আবার এটাও বলছেন, 'যেহেতু এটা মৈত্রী সম্পর্কের বাস, তাই সহজে এই বাস পরিষেবা বন্ধ করা যাবে না।'

ভারত-নেপাল মৈত্রী এই বাস পরিষেবা শুরু হয় ২০১৯ সাল থেকে। প্রথমে শুধু নেপালের একটি বাস দিয়েই এই পরিষেবা শুরু হয়েছিল। মাঝে করোনা পরিস্থিতির জেরে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার পরিষেবা শুরু হয়। তখন আবার ভারতের বাস চলাচল শুরু হলেও নেপালের বাস চলছিল না। ২০২৪ সালের প্রথমদিকে আবার নেপালের বাস চলতে শুরু করে।

তবে কয়েকদিন চলার পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। নিগমের এক কর্মীর কথায়, নিয়ম হিসেবে সপ্তাহে ছয়দিনের মধ্যে আপ-ডাউন হিসেবে তিনদিন ভারতের আর তিনদিন নেপালের বাস যাতায়াত করার কথা। তবে এখন নেপালের বাস না চলার সুযোগ নিয়ে ভারতেরই দুটো বাস চলছে।

নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের কথায়, 'সরকার তো দুর্নীতির সঙ্গেই জড়িত। তাই এধরনের দুর্নীতি হওয়াটাই স্বাভাবিক।' আর তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারও বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বৌ ফেরেননি বাড়িতে, অভিমানে ঘরে আগুন

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১৮ মে : রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন স্ত্রী। বারবার ফোন করে আসার কথা বলেও তাঁকে ফেরানো যায়নি। স্ত্রী ফিরে না আসার দুঃখে রবিবার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন চামটিমুখী এলাকার বাসিন্দা রতন রায়। ওই ঘটনায় রান্নাঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে বাকি ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রতনের এরকম কাণ্ড দেখে রীতিমতো হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে একাজ ঘটিয়েছেন রতন। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি অনুতপ্ত বোধ করেন।

রতন বলেন, 'রান্না করতে বসে মন খারাপ হয়েছিল। মাথা ঠিকমতো কাজ না করায় ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগে বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার বাসিন্দা রতন রায় ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বচসা হয়। রাগ করে সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী বাবার বাড়ি যাওয়ার দু-তিনদিন পর থেকে তাঁকে ফোন করতে থাকে রতন। বারবার বাড়ি ফিরে আসার কথা বলেন। তবে গোসা ভাঙেনি স্ত্রীর। তাই তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। এদিকে, বাড়িতে একা থেকে আরও বেশি ভেঙে পড়েন রতন।

এদিন দুপুরে রান্না করছিলেন তিনি। হঠাৎ রান্না ঘরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। বিষয়টি নজরে পড়তেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে হাত লাগান তাঁরা। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ির দমকলকেন্দ্রে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এরপর এলাকাবাসী রতনকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে রতনের স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ননীগোপাল রায় বলেন, 'দুজনের মধ্যে বচসার পর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে রতন। অভিমানে সে এই ধরনের কাজ করেছে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে সেদিকে আমরা নজর রাখব।'

জেলা সম্মেলন

খড়িবাড়ি, ১৮ মে : সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির ২০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। খড়িবাড়ি মহাবীরস্থান এলাকায় একটি হলঘরে সম্মেলনটি হয়। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

সম্মেলনে জেলার পাহাড় ও সমতলের ১৫টি এরিয়া কমিটির ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনের আগে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা একটি মিছিল করে খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রমা করেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং প্রমুখ। খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘের মাঠে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন মীনাক্ষী।

ধসে ক্ষয়ক্ষতি

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে কার্সিয়াংয়ের গিদ্দাপাহাড় এলাকায় রবিবার ধস নামে। চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছিল। পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ধস নেমেছে বলে অনুমান স্থানীয়দের।

স্থানীয় বিজয় থাপা জানান, রাস্তার একাংশ ভেঙে বাড়িগুলির ওপরে পড়েছে। বাড়ি থেকে কোনও আসবাবপত্র তাঁরা বের করতে পারেননি।

তবে বাড়ির সদস্যরা সুরক্ষিত আছেন। খবর পেয়ে কার্সিয়াং ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকরা এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া সহ তাঁদের অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হতশ্রী।। বাতাসি চিলড্রেন্স পার্কের বেহাল দশা।

'অভিভাবকহীন' চিলড্রেন্স পার্ক

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৮ মে : রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির অভাবে বাতাসি চিলড্রেন্স পার্কের বেহাল দশা হয়েছে। ফুলের বাগান আগাছায় ঢাকা পড়েছে। দুষ্কৃতীরা একটি গেট খুলে নিয়ে গিয়েছে। দুটি গেট ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। দলছুট একটি হাতি প্রাচীরের একাংশ ভেঙেছিল। সেই ভাঙা অংশ আজও সংস্কার করা হয়নি। সন্ধ্যা নামলে পার্কের ভিতরে নেশাখোরদের আসর বসে।

বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সুনীল তিরকির আক্ষেপ, 'চিলড্রেন্স পার্কটির যে এমন কোনও দশা হতে পারে তা কোনওদিন ভাবতে পারিনি।' পার্কটির সংস্কারের জন্য আবেদন পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ জানিয়েছেন।

২০১৬ সালে বাতাসি পিএসএ ক্লাবের মালিকানাধীন মাঠের একপাশে প্রায় এক বিঘা জমির ওপর চিলড্রেন্স পার্ক তৈরি হয়। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল তিরকি এজন্য আর্থিক সহযোগিতা করেন। বিধায়ক থাকাকালীন তাঁর উন্নয়ন তহবিলের প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পার্কটি তৈরি করা হয়। পার্কের জন্য পিএসএ ক্লাব কর্তৃপক্ষ জমি দিয়েছিল। সেসময় শিশুদের খেলাধুলোর জন্যে পার্কে দোলনা, স্লিপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে পার্কটি বেহাল হয়ে পড়ায় অনেকেই এটি দেখভালের দায়িত্বে থাকা পিএসএ ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগে সরব হয়েছেন। প্রশাসনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা পেশায় শিক্ষক কাশীনাথ সরকার বললেন, 'খুদেরা একসময় এখানে নিয়মিত খেলাধুলো করত। পার্কটি বেহাল হয়ে পড়ায় বাবা-মায়েরা আজকাল ছোটদের নিয়ে এখানে আসতে চান না। এর জেরে ছোটদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা হচ্ছে।'

আরেক বাসিন্দা কাজল সেনগুপ্ত বললেন, 'পরিচর্যার অভাবে সবই নষ্ট হতে বসেছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষকে পার্কে চলা অসামাজিক কাজ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে লাভ হয়নি।' বাতাসি পিএসএ ক্লাবের সম্পাদক লালিন সিনহার আশ্বাস, 'ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্বস্তির বৃষ্টিতে অস্বস্তি মাঝাবাড়ির

মিঠুন ভট্টাচার্য ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষার আগমন এখনও পুরোপুরিভাবে ঘটেনি। তবে মাঝেমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার মানুষকে যথেষ্ট স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু এই স্বস্তিই কার্যত অস্বস্তির কারণ ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝাবাড়ি এলাকায়।

শনিবার রাতের সামান্য বৃষ্টিতে এলাকার রাস্তার নালা ডুবতে বসেছে। কোথাও কোথাও নালা ভর্তি হয়ে জল উঠে এসেছে রাস্তায়। গোড়ালি ভিজিয়ে পথ চলতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বাসিন্দাদের অনেকেই। এলাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের নির্বাচনি ক্ষেত্র। সেই কারণে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, বর্ষার শুরুতেই যদি প্রধানের এলাকায় এমন হাল হয় তবে এই মরশুমে বাকি এলাকাগুলির হাল কী হবে?

নিকাশিনালা উপচে জল জমে রাস্তায়। মাঝাবাড়িতে।

প্রধান অবশ্য ঘটনার দায় নিতে নারাজ। এবিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হলে তাঁর যুক্তি, 'যাবতীয় সমস্যা হচ্ছে আবর্জনার কারণেই।' তিনি জানান, এলাকার বাসিন্দারা সমস্ত আবর্জনা নালাতে ফেলছেন। বারণ করা হলেও কেউ শুনছে না। আর আবর্জনা ফেলে নালা ভর্তি করার কারণেই জল রাস্তায় উঠে এসেছে। আর আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানের জবাব, 'পঞ্চায়েত থেকে সাধ্যমতো নালা সাফাই করা হয়। কিন্তু আবর্জনা ফেলার জায়গা না থাকায় মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।'

এদিকে, রবিবার সকালে মাঝাবাড়ি এলাকার বেশ কিছু রাস্তায় জল জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। রাধাগোবিন্দ বাজার থেকে হালদারপাড়া যাওয়ার রাস্তাটিও জলে ডুবে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিমা তালুকদারের কথায়, 'বর্ষা এখনও শুরুই হল না, এর মধ্যেই রাস্তায় জল উঠে এসেছে। নির্ঘাত এবার ঘরের ভেতর জল ঢুকবে।' কার্যত একই অবস্থা এলাকার প্রাক্তন উপপ্রধান নির্মল বর্মনের বাড়ি থেকে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তাটিরও। আবার প্রদীপ সাহা মোড় থেকে আশপাশের গলিগুলোতেও রাস্তায় জল জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। নির্মলের বক্তব্য, 'গত পঞ্চায়েত বোর্ডে আমরা পরিচালনা করার সময় একই ধরনের সমস্যা ছিল। কিন্তু আমরা তো নিয়মিত নালা সাফাই করে সমস্যার সমাধান করেছিলাম। তাহলে এখন কেন করা হচ্ছে না?' প্রশ্ন তাঁর। হালদারপাড়ার বাসিন্দা তপন হালদার জানান, নিকাশিনালা শেষ কবে পরিষ্কার করা হয়েছিল মনে নেই।

অন্যদিকে, রবিবার সকালে জল থইথই অবস্থা ছিল ডাবগ্রাম-২'এর ফকদইবাড়িতেও। এই এলাকায় প্রায় বেশিরভাগ রাস্তাই কাঁচা। ড্রেনও রয়েছে মাত্র কয়েকটাই। ফলে নিকাশি ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে জল জমে চলাচলই দায় হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় অজিত রায় বলেন, 'ড্রেন নেই তাই আবর্জনা রাস্তায় জমে আর বৃষ্টির জলও জমে। খুব হয়রানি হয়।'

‘চারিদিকে দেখছস, কেমন ওয়াও না!’

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা মোশারফ করিমের একটি নাটকের দৃশ্য দেখেননি, এমন মানুষ কমই আছেন। দৃশ্যটা এমন- গ্রামে ফিরে অভিনেতা বন্ধুদের উদ্দেশে বলছেন, ‘চারিদিকে দেখছোস, কেমন ওয়াও না... হ্যাঁ অসাম!’ শিলিগুড়ির রাস্তা দিয়ে যাঁরা প্রতিদিন চলাফেরা করেন, তাঁদেরও এখন মোশারফ করিমের মতোই অবস্থা হতে চলেছে। রাস্তায় বেরোলেই তাঁদের বলতে ইচ্ছে করবে, ‘কেমন ওয়াও না...।’ এর কারণও আছে। সোমবার শহরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীনবন্ধু মঞ্চে বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। আর তাই শহরের চেহারা হঠাৎ পালটে গিয়েছে। শুধুই মনে হচ্ছে ‘অসাম’।

শিলিগুড়ি থানার সামনে দিয়ে এসে যাঁরা উড়ালপুলে ওঠেন, তাঁরা হামেশাই থানা মোড় থেকে যানজটের মুখে পড়েন। থানার পাশ দিয়ে আসার সময় রাস্তাজুড়ে পুলিশের গাড়ি কিংবা বাইক রাখার ছবিও নিত্যদিনের। কিন্তু রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে আচমকা কোনও জাদুকাঠির ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে গোটা এলাকা। জলপাই মোড় থেকে স্টেশন ফিডার রোড, থানা মোড়, উড়ালপুল হয়ে হাসমি চক পর্যন্ত এলাকা এখন ঝাঁ চকচকে। থানার সামনে রাখা গাড়িগুলো উধাও। ‘লক্ষ্মণরেখা’র মতো রাস্তার দু’দিকে লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে। ওই লাইনের বাইরে গাড়ি, বাইক তো দূরের কথা, পিঁপড়ে গলারও জো নেই।

টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে থানার সামনে রাখা গাড়ি সরানো কিংবা থানা মোড় এলাকার যানজট নিয়ন্ত্রণের আর্জি জানানো হয়েছে বহুবার। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে হঠাৎ সব বদলে গিয়েছে। পুলিশের অন্দরে কানাঘুষো চলছে, ওই রাস্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন। তাই এই ‘অসাম’ আয়োজন। ট্রাফিক পুলিশ শনিবার বিকেল থেকেই কাজ শুরু করে দেয়। তারপরেই ‘ওয়াও’।

যদিও ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তার বক্তব্য, ‘প্রোটোকল অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের রাস্তা সবসময় যানজটমুক্ত এবং বাধাহীন রাখতে হয়। সেইমতো কাজ করা হয়েছে।’ আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের জন্যে যদি পুলিশ সক্রিয় হয়ে এতদিনের সমস্যা একদিনে সমাধান করতে পারে, তবে সাধারণ মানুষকে কেন রোজ হয়রানির মুখে পড়তে হয়?

এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অফিসে যান বেসরকারি সংস্থার কর্মী সুব্রত দেবনাথ। তাঁর অভিজ্ঞতা, ‘অন্যদিন অফিস যাওয়ার সময় থানা মোড়ে সমস্যা হয়। এদিন পরিবারকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিলাম। রাস্তাঘাট দেখে তো আমি অবাক।’ তাঁর মতোই আরও অনেকে অবাক, এমনকি হতবাকও হয়ে যান।

আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, শহরের ‘ক্ষতে’ পড়ছে প্রলেপ

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন শিলিগুড়িতে। তাই শহরজুড়ে তৎপরতা তুঙ্গে। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

সোমবার নৌকাঘাট, বর্ধমান রোড, জলপাই মোড়, স্টেশন ফিডার রোড, থানা মোড়, উড়ালপুল, হাসমি চক হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় ঢুকবে দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠান শেষে একই রুটে উত্তরকন্যায় ফিরবেন মমতা। তাই এই এলাকা ইতিমধ্যেই নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। রাস্তার ডিভাইডারে পড়েছে রঙের প্রলেপ। সার্ভিস রোডের পেভার্স ব্লক ধোয়া হয়েছে। রাস্তার দুই ধারে টানা হয়েছে লাইন। ওই লাইনের বাইরে যানবাহন রাখতে বারণ করা হয়েছে। থানা মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ তো ছিলই, উড়ালপুলের সামনে দুজন পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে।

উড়ালপুলেও মোতায়েন করা হয়েছে দুজন ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে। গোটা রাস্তা তৃণমূলের পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এসব দেখে খুশি হলেও শিলিগুড়িবাসী কিন্তু আড়ালে নাক সিটকোচ্ছে আর বলছে, ‘ঢং’!’

জমি দখল নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের সঙ্গে বচসা।

জমি দখল করে ঘর

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : জমি দখলের অভিযোগে পুনরায় সরগরম ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহু নদীর চর সংলগ্ন হাতিয়াডাঙ্গা এলাকা। রবিবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার ‘দলবল’ নিয়ে হাতিয়াডাঙ্গায় যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, নদীর গা ঘেঁষে একটি ঘর গড়ে উঠেছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি জায়গায় বাঁশ দিয়ে এমনকি কংক্রিটের পিলার তুলে জমি দখলের চেষ্টা চলছে।

অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু হালদার জমি দখল করে নিত্য বর্মন নামে একজনকে বিক্রির চেষ্টা করছেন। এদিন মিতালি নিত্যকে ডেকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করতেই বাবলুর স্ত্রী সান্ত্বনা হালদার এসে জমিটি তাঁদের বলে দাবি করেন। তারপরেই বচসার সৃষ্টি হয় সেখানে। সান্ত্বনাকে বলতে শোনা যায়, ‘এলাকায় কারও জমির কাগজ নেই। আমার জমিতে আমি নিত্যকে থাকতে দিয়েছি।’ বাবলুও স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে ‘যা করার করে নিন’ বলে হুঁশিয়ারি দেন।

পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে বচসা

মিতালি পালটা বলেন, ‘জমি দখল করতে দেব না।’ তারপর নিজের বোর্ডের গুণগান গেয়ে প্রধানকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা ক্ষমতায় আসার আগে অনেক জমি দখল হয়েছে। আমি নতুন করে জমি দখল করতে দেব না।’ সোমবার বিষয়টি পুলিশ ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জানানো হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

একটি ঘর তৈরির বিরোধিতা করে এত সক্রিয়তা দেখানোয় মিতালির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ওই ঘরের আশপাশেই জমি দখল হয়েছে। অথচ তখন কেন তিনি সক্রিয়তা দেখাননি? মিতালির জবাব, ‘আমার হাতে আইনশৃঙ্খলা নেই। আমি বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানাতে পারি। সেটাই করেছি।’

এদিন ঘটনাস্থলে নিত্য, সান্ত্বনাদের সামনেই প্রতিবেশীরা জমিটি বিক্রির অভিযোগ তোলেন। এর জন্য অগ্রিমও নেওয়া হয়েছে বলে অনেকজনকে মন্তব্য করতে শোনা যায়। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন সান্ত্বনা। এখন দেখার, পুলিশ-প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

সম্মান পদযাত্রা

খড়িবাড়ি, ১৮ মে : সীমান্তে উত্তেজনার আবহে ভারতীয় সেনা জওয়ানরা পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। তাই জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে খড়িবাড়িতে ‘সম্মান পদযাত্রা’ করল খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বিকেলে আয়োজিত মিছিলটি খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রম করে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ সহ দলের অন্য নেতা-কর্মীরা।

বাজারে লেপার্ড

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : রবিবার দুপুরে আচমকা লেপার্ডের দেখা মিলতেই শোরগোল পড়ে কার্সিয়াং বাজারে। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। কার্সিয়াং রেঞ্জের বনকর্মীরা বাজারে যান। রেঞ্জ অফিসার সম্বাত সাধু বলেন, ‘কয়েকদিন ধরে এখানে লেপার্ডের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। রবিবার কার্সিয়াং বাজারে লেপার্ড আসার খবর পেয়েই বনকর্মীরা সেখানে যান। চিলি স্মোক স্প্রে করে লেপার্ডটিকে বনে পাঠানো হয়েছে।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রঙিন।। বালুরঘাটের দোগাছি ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

সমীক্ষক না সাংবাদিক, পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা

সন্দেহভাজন চার তরুণ আটক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ মে : ভুয়ো সংস্থার নাম করে বিধানসভা ভোটের সমীক্ষা চালানোর অভিযোগে চারজনকে আটক করেন নকশালবাড়ির কয়েকজন তৃণমূল নেতা। আটকদের মধ্যে তিনজন ত্রিপুরার বাসিন্দা। আরেকজনের বাড়ি জলপাইগুড়িতে। তৃণমূল নেতারা তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেন। নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বারি বলেন, ‘চারজন তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।’

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কোটিয়াজোতে ওই চারজনকে ধরেন তৃণমূল নেতারা। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের অবশ্য অভিযোগ, ‘২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এভাবে বাইরের রাজ্য থেকে লোক ঢুকিয়ে ধর্মীয় উসকানি দিয়ে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি ও আরএসএস। বহু ছেলের মগজধোলাই করে এসব কাজ করানো হচ্ছে। প্রশাসন এবং দলের নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছি।’

আটক তরুণদের অন্যতম জয়দেব রায় বললেন, ‘হরিয়ানার একটি সংস্থা আমাদের নিয়োগ করেছে। তিনদিন ধরে নকশালবাড়িতে সমীক্ষা করছিলাম। শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়েই এধরনের সমীক্ষা চলছে।’ কিন্তু সন্দেহ হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারাই প্রথম ওই চার তরুণকে আটকে রাখেন। এরপর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিধানসভা ভোটের জন্য ওই চার তরুণ সমীক্ষা করছেন বলায় সন্দেহ হয় স্থানীয়দের।

আটক করার পর ওই চারজন নিজেদের সাংবাদিক বলে পরিচয় দেন। অভিযোগ, সমীক্ষা করার নামে তাঁরা বিজেপির নানা প্রকল্প নিয়ে প্রচার করছিলেন। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার পরামর্শও দিচ্ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হরিয়ানার একটি বেসরকারি সংস্থার পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে ওঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছিলেন। এলাকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে নানা তথ্য অ্যাপসে নথিভুক্ত করেন তাঁরা। গ্রামবাসী গোপাল ঠাকুরের সন্দেহ হওয়ায় এলাকার এক পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করে তিনি ঘটনাটি জানান। খবর পেয়ে এলাকায় যান নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের

নকশালবাড়িতে সন্দেহভাজন চার তরুণকে গাড়িতে তুলছে পুলিশ।

উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ, তৃণমূলের নকশালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি বিদ্যুৎ দাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সানি ঘোষ প্রমুখ। পরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। নিজেদের সাংবাদিক দাবি করলেও পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি তরুণরা। এরপর একটি বেসরকারি সংস্থার পরিচয়পত্র দেখান। ইন্টারনেটে ওই সংস্থার হদিস মেলেনি।

এলাকার বিজেপি বিধায়ক ও দলের অন্য জনপ্রতিনিধিদের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানও তুলে ধরছিলেন। যদিও বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মনোরঞ্জন মণ্ডলের দাবি, ‘এধরনের কোনও সমীক্ষা বিজেপির পক্ষ থেকে করানো হচ্ছে না। যে চারজনকে আটক করা হয়েছে, বিজেপির সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।’

‘লম্বা হাতে’ চোরাই তেলের অবাধ কারবার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : অবৈধ তেলের কারবার ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে শনিবার রাতে সুদীপ সরকারকে ধরেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। ওই রাতেই এনজেপি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় ডাবগ্রামের বাসিন্দা সুদীপকে। কিন্তু এক-দুজনের গ্রেপ্তারে কি বন্ধ হয়ে যাবে এমন কারবার? রবিবার এমন প্রশ্ন শোনা গিয়েছে আইওসি ডিপো সংলগ্ন এলাকায়।

এমন প্রশ্নের মূলে রয়েছে নানান ঘটনা, ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের অভিযান এবং বছরের পর বছর ধরে অবাধে চলতে থাকা বেআইনি তেলের কারবার। যেমন, বছর দেড়েক আগে বখরার গণ্ডগোলে খুন হয় কালীপদ রায় ওরফে গোলে। গোলে খুনের পর বেশ কয়েক মাস তপ্ত থাকে এলাকা। শীর্ষ মহলের নির্দেশে ধরপাকড় চলে টানা কয়েকদিন। কিছুদিন যেতে না যেতেই আগের পরিস্থিতি ফিরে আসে আইওসি সংলগ্ন এলাকায়।

আসলে ‘লম্বা হাতে’র জন্য বন্ধ হয় না এখানকার সিন্ডিকেট। ট্যাংকার থেকে তেল চুরি চলতে থাকে দিনের পর দিন। স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রতিটি গাড়ি থেকে প্রায় দেড়শো লিটার তেল চুরি হয়। এভাবে ট্যাংকার থেকে তেল চুরি হলেও, তা কি টের পান না পেট্রোল পাম্পের মালিকরা? নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল পালচৌধুরী বলছেন, ‘নেতা-পুলিশ অনেকেরই সহযোগিতা রয়েছে। চুরির বখরা অনেকদূর যায়। সবকিছু জেনেবুঝেও কিছু করার নেই পাম্প মালিকদের।’ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘যদি কারও কোনও অভিযোগ থাকে, তা লিখিতভাবে জানাতেই পারে। সেইমতো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

স্বাস্থ্য শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ মে : রবিবার আমবাড়ি হাইস্কুলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হল। শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে ঘোষপুকুরের ওই স্কুলে শিবিরটি হয়েছে। সেখানে প্রায় দুশো মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন। শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দজি মহারাজ, আমবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আস্তিক মণ্ডল, বাগডোগরা যুব মহামণ্ডল ও ঘোষপুকুর বিবেকানন্দ যুব পাঠ্যচক্রের সদস্যরা।

ঘোলা জলে বিপাকে আমআদমি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতে বেশ কিছু ডিপ টিউবওয়েল অচল হয়ে পড়ে আছে। আবার পানীয় জল পাওয়ার জন্য যে সব সোলার প্যানেলের ট্যাংক বসানো হয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসছে ঘোলা জল। সব মিলিয়ে মহকুমা পরিষদ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার আমআদমি।

শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েতগুলোর মধ্যে পাথরঘাটায় চামটা, বানিয়াখালিতে পানীয় জলের সমস্যা প্রবল। এদিন চামটায় যেতেই নজরে পড়ল, সেখানে থাকা সোলার প্যানেলের ট্যাংক থেকে ঘোলা জল বের হচ্ছে। এ নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অঙ্কিত বর্মন। তাঁর বক্তব্য, ‘বাড়ির কাজের জন্য জলের কোনও ব্যবস্থাই আমাদের এখানে নেই। যা রয়েছে সেটা শুধুই সোলার প্যানেলের এই জলের ট্যাংক। এই ট্যাংকগুলো থেকেও বৃষ্টির সময়ে ঘোলা জল বেরিয়ে আসে।’ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ। তাঁর বক্তব্য, ‘বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন বসানোর কাজ যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, সেজন্য পিএইচইর সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছি। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে ২৪টি সোলার প্যানেলের ট্যাংকও বসানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও জলের সমস্যা রয়ে গিয়েছে।’

বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই ট্যাংকগুলি খারাপ হয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খোলাই বকতলি, তুলসীনগরে বেশ কিছুদিন ধরেই সোলার প্যানেলের ট্যাংক খারাপ হয়ে পড়ে আছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দা বিমান দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘তুলসীনগরের জলের ট্যাংকে এখন জল ওঠেই না। কেউ দেখার নেই।’ তবে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ বলেন, ‘অনেক সময় ট্যাংকে জল ওঠে না ঠিকই।’ দীপালির বক্তব্য, ‘বাড়ি বাড়ি জল সংযোগের জন্য পাইপ পাততে গিয়ে আবার বেশ কিছু টাইমকল অকেজো হয়ে গিয়েছে। কিছুটা সংস্কার করেছি। এই বর্ষায় আমাদের এভাবেই চলতে হবে।’

এই ট্যাংক থেকে বেরোচ্ছে ঘোলা জল।

কোথায় সমস্যা

- বেশ কয়েকটি ডিপ টিউবওয়েল অচল
- বাড়ি বাড়ি জল সংযোগের জন্য পাইপ পাততে গিয়ে কিছু টাইমকল অকেজো
- সোলার প্যানেলের ট্যাংক থেকেও ঘোলাটে জল মিলছে

যদিও আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেরকম কোনও পানীয় জলের সমস্যা নেই বলে দাবি করছেন প্রধান যূথিকা খাসনবিশ। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রতিটি সংসদেই আমরা সোলার প্যানেলের জলের ট্যাংক বসিয়েছি। এখনও সেরকম জল সংক্রান্ত অভিযোগ আসেনি।’

অবশ্য মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, ‘৬০ শতাংশ অংশে ইতিমধ্যেই পাইপলাইনের কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৪০ শতাংশ এলাকায় পাইপলাইন বসার পর দ্রুত বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হবে। আর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির তরফে প্রচুর সোলার প্যানেলের ট্যাংক বসানো হয়েছে। তবে এটা ঠিকই, কখনো-কখনো ঘোলাটে জল বেরোচ্ছে। আমরা সেই বিষয়টায় নজর রাখছি।’

মমতার সঙ্গে দেখা করবে টিচার্স কাউন্সিল

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে চাইছেন না অধ্যাপকরা। শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত করের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এবং তাঁকে পদচ্যুত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কলেজের টিচার্স কাউন্সিল। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দেবেন। সেই অনুষ্ঠানের মাঝে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপকরা সেখানে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক দর্শন বর্মন বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিঠি দিয়েছি। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে সভাপতির পদ থেকে জয়ন্তকে সরানোর দাবি জানাব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ কতটা পাওয়া যাবে তা এখনও জানি না।’

অধ্যাপকদের বিষয়ে ‘অপমানজনক’ বিবৃতি দেওয়া থেকে শুরু করে স্বজনপোষণ, এমন নানান অভিযোগ উঠেছে জয়ন্তর বিরুদ্ধে। দুই অধ্যাপক ও এক শিক্ষাকর্মীর পেনশন ফাইল তৈরির ক্ষেত্রেও অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের তরফে নির্দিষ্ট করে দেওয়া পেনশন সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড ওপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) উপেক্ষা করে পরিচালন সমিতির সভাপতি তিনজনের ফাইলে স্বাক্ষর করেননি বলে অভিযোগ।

পাশাপাশি জয়ন্ত বিভিন্ন সময় ব্যাংকের চেক, বিল এবং অর্থ সম্পর্কিত কাগজপত্রে সই না করতে চাওয়ায় বা বিলম্ব ঘটানোয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেরি হয়েছে বলে টিচার্স কাউন্সিল মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। যদিও এব্যাপারে জয়ন্তর প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এখন দেখার, জল কতদূর গড়ায়।

শ্লীলতাহানিতে গ্রেপ্তার এক

খড়িবাড়ি, ১৮ মে : খড়িবাড়ি বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শনিবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা করে পুলিশ রবিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠালে বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি বিন্নাবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকার বাংলা-বিহার সীমানার একটি কাঠ মিলের কর্মী। তার বাড়ি ইসলামপুর এলাকায়। নাবালিকার বাবা শনিবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমার মেয়ে বাড়ির বাইরে ছিল। ওই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি মেয়ের শ্লীলতাহানি করে। ওর কাকা বিষয়টি দেখে ফেললে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করি।’

রবি স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : রবিবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার তরফে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। হাসপাতাল মোড়ে রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির অরবিন্দ ঘোষ সভাকক্ষে ‘শতবর্ষে রক্তকরবী’র ওপর আলোচনা করা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মঞ্জুলা বেরা। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশন করা হয়।

কানাইয়ালালকে বয়কট প্রত্যাহার

চোপড়া, ১৮ মে : তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সমস্ত কর্মসূচি বয়কটের সিদ্ধান্ত অবশেষে প্রায় দু’বছর পর প্রত্যাহার করল চোপড়া ব্লক তৃণমূল কমিটি। ২০২৩ সালে ইসলামপুর গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিধায়ক হামিদুল রহমানের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে চোপড়ার দলীয় নেতৃত্ব। লাঠিচার্জের ঘটনায় ওই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এমনকি তাঁর কুশপুতুলও পোড়ানো হয়। জেলা কমিটির সমস্ত কর্মসূচি

বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চোপড়া ব্লক তৃণমূল কমিটি। ব্লক কমিটির বৈঠকে কার্যত দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। সরাসরি রাজ্যের দলীয় সবরকম কর্মসূচিতে থাকলেও জেলা কমিটির কোনওরকম নির্দেশ বা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। যদিও এদিন স্থানীয় নেতৃত্ব দাবি করে, সেরকম ব্যাপার নয়। জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে চোপড়া বিধানসভাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে ওই সময় বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। রবিবার সদর চোপড়ায় ‘জাতীয়তাবাদী’ মিছিল বের করে তৃণমূল। কর্মসূচিতে অংশ নেন বিধায়ক।

লেগাশিও ৩.০

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ক্যাম্পাসে আয়োজিত হল ‘লেগাশিও ৩.০’। ১৬ তারিখ থেকে শুরু করে তিনদিন ধরে চলেছে এই আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ নূপুর দাস। এছাড়া ছিলেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস-এর প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা এবং অন্যরা। রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাক্তন বিদেশসচিব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

সংঘাত এড়াতে বৈঠক

বেলাকোবা, ১৮ মে : বন দপ্তর ও এলাকাবাসীদের মধ্যে সংঘাত এড়াতে রবিবার ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও বন দপ্তরের মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হল বোদাগঞ্জ বাজারে।

বৈঠকে এফপিসির সভাপতি বাবলু রায় সহ ১৪ জন সদস্য, বন দপ্তরের এসকর্ট রেঞ্জ অফিসার ও বারোপাটিয়ার প্রাক্তন প্রধান কৃষ্ণ দাস উপস্থিত ছিলেন। এদিনের আলোচনায় এফপিসির অভিযোগ, বন দপ্তর নিয়ম মেনে টহলদারি চালাচ্ছে না। এনিয়ে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বোদাগঞ্জে বাজারে শুক্রবারও এলাকার মানুষ বিক্ষোভে শামিল হন। যদিও এর আগেই নজরদারি না থাকার অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন এলাকার ডিএফও।

নাকে রুমাল চেপে ব্যবসা বাগডোগরায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ মে : একনজরে দেখলে মনে হবে ডাম্পিং গ্রাউন্ড। কিন্তু বিকিকিনির ছবিতে স্পষ্ট হয় এটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র। চারদিকে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেও যে ব্যবসা করা যায়, বাগডোগরা হাটে পা না রাখলে অবশ্য বোঝা অসম্ভব। একপ্রকার বাধ্য হয়ে যাঁরা ব্যবসায়িক কেন্দ্রটিতে পা রাখেন, তাঁরা হাটকে তুলনা করেন নরকের সঙ্গে। নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে কবে, অজানা সকলের কাছে। নিয়মিত খাজনা আদায়ের পরেও হাটটির পরিবেশ নিয়ে কেন উদাসীন থাকবে প্রশাসন, সেই প্রশ্নও উঠছে।

যদিও নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজের আশ্বাস, ‘আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য কত খরচ হতে পারে, তা জানতে চেয়েছিল জেলা প্রশাসন। এস্টিমেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে।’

বাগডোগরা হাটে আবর্জনার স্তূপের মাঝে চলছে বিকিকিনি।

বেহাল নিকাশিনালার জল সর্বত্রই থইথই। যেখানে চোখ যায়, সেখানেই আবর্জনার পাহাড়। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আবর্জনার পাহাড় থেকে জল চুইয়ে পড়ছে। বাগডোগরা হাটের পরিবেশের সঙ্গে কেন নরকের তুলনা চলে তা পরিষ্কার এমন খণ্ডচিত্রের মধ্যে দিয়ে। অবিক্রীত বা নষ্ট হয়ে যাওয়া মাছ, মাংস, ফল, সবজি সবই গড়াগড়ি খাচ্ছে হাট চত্বরে। কেন? আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘হাটের আবর্জনা তুলে নিয়ে অন্যত্র ফেলা হয় না। ফলে আবর্জনার পাহাড় দূষিত করে তুলেছে পরিবেশ।’ নিকাশিনালাগুলিও বন্ধ হয়ে

> আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য কত খরচ হতে পারে, তা জানতে চেয়েছিল জেলা প্রশাসন। এস্টিমেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে।
>
> –প্রণব চট্টরাজ *বিডিও, নকশালবাড়ি*

গিয়েছে। এর মূলে কিছুটা আবর্জনা, বাকিটা নালার ওপর দোকান তৈরি। ফলে এমন নরকযন্ত্রণার মূলে যে একশ্রেণির ব্যবসায়ী রয়েছেন, তা স্পষ্ট। দখলের দাপটে এক সময়ের চওড়া রাস্তা এখন সংকীর্ণ। ওই রাস্তায় আবার নোংরা জল জমে রয়েছে। রাজনৈতিক মদতে জমি দখলে হাটের অস্তিত্ব এখন সংকটে। হাটে জায়গা না থাকায় এখন সংলগ্ন পাড়ার গলি, হিন্দি হাইস্কুলের যাতায়াতের রাস্তাতেও ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে বসতে বাধ্য হচ্ছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমার অন্যতম বৃহৎ বাগডোগরা ডিআই ফান্ড হাট। সপ্তাহে রবিবার এবং বৃহস্পতিবার এখানে হাট বসে। এই হাটের ওপর নির্ভরশীল কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত, সামরিক বিভাগ এবং কৃষকরা। অথচ এই হাটের সমস্যা মেটাতে কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। হাটে আসা কৃষক ধরণী রায় বলেন, ‘উৎপাদিত পণ্য নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে হাটটিতে আসছি। সত্যি বলতে এখন আর আসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু যাব কোথায়?’ এমন পরিবেশে ব্যবসা করে তাঁরা জীবন বিপন্ন করে তুলছেন বলে মনে করেন কালা দাস। নিয়মিত খাজনা দেওয়ার পরেও এমন পরিবেশ কেন, প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের। হাটের তহশিলদার মনোজকুমার রায় অবশ্য বলছেন, ‘এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। তবে বিডিও যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন আশা করছি দ্রুত কাজ হবে।’

KOSMODEN
Dental Clinic
West Bengal 1st QCI
Accredited Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONTACT : 7076790267

বীর সেনাদের প্রতি সম্মান জানাতে রবিবার শিলিগুড়িতে তৃণমূলের মিছিল। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়িতে ছাতাবাহার

ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল। উঁহু তা নয়, এ যেন সুকুমার রায়ের হযবরল-এর নয়া সংস্করণ। ছিল খেলনা ভুট্টা, হয়ে গেল ছাতা। কোথাও আবার দলবদলু নেতাদের লজ্জা দিয়ে রং বদলে ফেলছে ছাতা। বর্ষার আগেই হংকং মার্কেটে পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বেছেবুছে কিনে ফেললেই আপনিও ছত্রপতি। খোঁজ নিলেন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ছাতার দোকান, নাকি খেলনার? দেখে বোঝা মুশকিল। চারদিকে ঝুলছে খেলনা বেগুন, ক্যাপসুল, ভুট্টা। মোড়ক ছাড়ালেই বেরিয়ে আসবে বাহারি ছাতা।

ছাতার কায়দা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রয়েছে নানা রংয়ের ফুল, প্রজাপতির নকশা করা ছাতা। কোনওটির নাম থ্রিডি ছাতা, তো কোনওটির নাম কালার চেঞ্জিং ছাতা। এতরকম বাহারি ছাতার মধ্যে কোনটা কিনবেন, সেটাই যেন চ্যালেঞ্জ ক্রেতাদের কাছে।

গত কয়েকদিন ধরে প্রায় প্রতি রাতেই বৃষ্টি হচ্ছে। কোনও কোনও দিন তো সারাদিন আকাশের মুখ ভার থাকছে। ক্যালেন্ডারের হিসেবে অবশ্য এখনও বর্ষাকাল আসেনি।

তবে তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকেই। তাই ছাতা কিনতে বাজারে এসেছিলেন অন্বেষা মিত্র, অঙ্কিত সাহারা। তবে ছাতার দোকানের সামনে যেতেই তাঁদের মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল। ছাতা কোথায়? তার জায়গায় ঝুলছে রংবেরংয়ের বেগুন, ভুট্টা, শসা, ক্যাপসুল। 'দাদা ছাতা আছে?' প্রশ্ন করতেই ভুট্টার খোলস ছাড়িয়ে ভেতর থেকে ছাতা বের করে দিলেন বিক্রেতা।

কোনও কোনও ছাতা আবার রং বদলে ফেলছে। গোলাপি ছাতায় বৃষ্টির জল পড়তেই তা বংবেরংয়ের হয়ে যাচ্ছে। আসলেই কি তা হচ্ছে? প্রমাণ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিক্রেতা। বোতল থেকে জল বের করে গোলাপি ছাতার গায়ে ঢালতেই তাতে হলুদ, লাল, সুবজ, নীল রংয়ের প্রজাপতি ভেসে উঠল। এমনই চোখধাঁধানো নানা ছাতার বাহারে সেজে উঠেছে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট।

শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া অনুপ্রিয়া সাহা এসেছিলেন ছাতা কিনতে। বললেন, 'কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই ছাতা কিনতে এসেছি। তবে এই ধরনের ছাতা যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, তা ভাবতেই পারিনি।' তাঁর প্রিয় এক কোরিয়ান ইনফ্লুয়েন্সারের কাছে ভুট্টার মতো দেখতে একটি ছাতা আছে। অনুপ্রিয়া ভেবে নিয়েছেন, সেটাই কিনবেন।

তবে অনুপ্রিয়ার বান্ধবী সৌমীর চোখ থ্রিডি ছাতায় আটকে গিয়েছে। সৌমী ঘোষ বলছিলেন, 'ছাতাগুলি খুব সুন্দর। ভারী ভালো লাগছে দেখতে। কোনটা কিনব, ঠিক করতে পারছি না।'

তবে খালি দেখতে ভালো হলে তো হবে না, ব্যবহারিক গুণও থাকতে হবে। সেই 'সার্টিফেকেট' দিলেন মাধুরী সরকার। তাঁর কথায়,

'আমিও ছাতা কিনতে এসেছিলাম। আর এই ছাতাগুলি দেখে ভালো লাগল। সহজে ভাঁজ হয়ে যায়। ছোট হওয়ায় সহজে ব্যাগেও ঢুকে যাচ্ছে। ঢাকনা দেওয়া থাকায় বৃষ্টিতে ভিজলেও ব্যাগে রাখতে কোনও সমস্যা নেই।'

২০০ টাকা থেকে শুরু করে নানা দামে মিলবে এসব ছাতা। তবে যে ছাতাতে জল পড়লে রং পালটে যায়, সেগুলির দাম খানিকটা বেশি। তবে বেশি দাম হলেও অনেকেই কিনছেন, জানালেন ব্যবসায়ী বিমল সাহা। তাঁর কথায়, 'পাহাড় থেকে শুরু করে শহরের ক্রেতারা তো দাম শোনার আগেই জিনিস পছন্দ করে ফেলছেন।' বেগুন বা ভুট্টার মতো দেখতে ছাতাগুলি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। থ্রিডি ছাতাগুলি ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকায় ও কালার চেঞ্জিং ছাতাগুলো ৪৫০ থেকে ৫৫০ টাকায় বিকোচ্ছে। হংকং মার্কেটের ব্যবসায়ী কার্তিক পাল বলছিলেন, 'মূলত জাপান ও কোরিয়া থেকে এই মালগুলি আসছে। বেশ ভালোই বিকোচ্ছে। স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদেরও পছন্দ হয়ে যাচ্ছে।'

গোলাপি ছাতায় জল পড়তেই হলুদ, লাল, সবুজ, নীল প্রজাপতি ভেসে উঠছে

এই রং বদলানো ছাতা ছাড়াও মিলছে থ্রিডি ছাতা

শুধু নামে নয়, আকারেও বাহার এসেছে

এখন মিলছে বেগুন, ভুট্টা, শসা, ক্যাপসুল আকৃতির ছাতা

হংকং মার্কেটে এইসব রংবাহারি নানা আকৃতির ছাতার দাম ২০০-৫৫০ টাকার মধ্যে

চোরের উৎপাতে অতিষ্ঠ মহাবীরস্থান

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : মহাবীরস্থানে বাজার করতে এসেছিলেন বিমল সাহা। ব্যাগে ছিল পানমশলার ছোট প্যাকেটগুলির লম্বা চেন। ক্ষণিকের অসাবধানতায় সেই চেন তুলে নিয়ে গিয়েছে ছিঁচকে চোর। তা নিয়ে বিমল যে খুব একটা উদ্বিগ্ন, তা নয়। তিনি বরং বেশি উদ্বিগ্ন সঙ্গে থাকা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে। পানমশলার প্যাকেট চুরি করতে গিয়ে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোর। বিমল বলছিলেন, 'ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছিলাম। যাওয়ার পথে ওষুধ নিয়ে ফিরতাম। এখন ওষুধ কিনতে যাব কী নিয়ে তাই ভাবছি।' তাঁর দুশ্চিন্তা, 'আজ আমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে গিয়েছে। কাল কারও প্রয়োজনীয় কিছু নিয়েও চম্পট দিতে পারে।'

বিমলের ঘটনা কোনও ব্যতিক্রম নয়। উদাহরণ। মহাবীরস্থানে নাকি এখন ব্যাপক ছিঁচকে চোরের উৎপাত। একটু অন্যমনস্ক হওয়া বা স্কুটার-বাইকে ব্যাগ বা কিছু রেখে যাওয়ার জো নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই উধাও হয়ে যাবে। কেনাকাটা করতে এসে শান্তি নেই। তাই ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে।

মহাবীরস্থান শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার। সারাদিন শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গার মানুষ এখানে আসেন। অনেকেই বাইক, সাইকেল, স্কুটার দাঁড় করিয়ে দোকান থেকে জিনিস কেনেন। সেগুলো রাখেন নিজস্ব যানবাহনেই। এরপর আবার হয়তো অন্য কোনও দোকান থেকে জিনিস কিনছেন বা বিল মেটাচ্ছেন, সেই ফাঁকেই বাইক, স্কুটি বা সাইকেলে রাখা জিনিস থেকে যতটুকু সম্ভব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে চোর।

শনিবার নিজের কিছু কাজ সেরে মুদি দোকানের সামগ্রী কিনতে মহাবীরস্থানে এসেছিলেন রাকেশ বিশ্বাস। জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে দোকানে টাকা মেটাচ্ছিলেন। পেছনে ঘুরে বাইকের দিকে তাকাতেই দেখেন, বিস্কুটের একটি কার্টন নেই। কে নিল আর কখনই বা নিল কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি। দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলেন, এসব তো ঘটতেই থাকে।

শিলিগুড়ি থানার পুলিশ অবশ্য বলছে, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু সেটাই তো হয় না। মাসখানেক আগেকার কথা। সুজয় সরকারের ব্যাগে থাকা চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিল কেউ। সুজয়ের কথায়, 'এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো নিয়ে তো পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয় না। তাই এই ছিঁচকে চোররা বহালতবিয়তেই রয়ে যায়।'

স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও মানছেন সমস্যার কথা। এমনই একজন অমিত সাহা বলেন, 'মহাবীরস্থানের এই সমস্যা তো নতুন নয়। দোকান সামলে তো সবসময় বাইরে নজর রাখা সম্ভব নয়। চলতে চলতে ওরা কখন জিনিস চুরি করে নিচ্ছে বোঝাও যায় না।'

সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি। সেইসঙ্গে দীর্ঘদিনের পুরোনো এই সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশের সহযোগিতাও চান তাঁরা। বলছেন, 'প্রয়োজনে বাজারের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোর নজর রাখুক পুলিশ। শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসব আমরা।'

উপদ্রব

মহাবীরস্থানে বাজার করতে এসে অতিষ্ঠ ক্রেতারা

বাইক, স্কুটার বা সাইকেলে রাখা ব্যাগ থেকে চুরি যাচ্ছে সামগ্রী

ব্যবসায়ীরাও সবসময় নজর রাখতে পারছেন না

ছোটখাটো ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন না কেউ

মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল অমরপতির

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : সম্প্রতি সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ভালো ফল করেছে অমরপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুল। এবছর মোট ৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। চিরদীপ ঘোষ ৯৭ শতাংশ পেয়ে স্কুলে প্রথম হয়েছে। স্নেহা চাকি ও সৌর বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ শুভঙ্কর বোস বলেন, 'এই সাফল্যের পিছনে ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টা ছিল। এর জন্য আমরা গর্বিত।'

দায়িত্ব পাওয়ায় সংবর্ধনা কানাইয়াকে

ইসলামপুর, ১৮ মে : পুনরায় উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল। রবিবার তাঁর বাড়িতে রাজ্যের মন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানি শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হন। পাশাপাশি তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকেও এদিন কানাইয়াকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অপরদিকে, উত্তর দিনাজপুরের চেয়ারপার্সন তথা চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রব্বানি।

কর্মক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দাবি শিল্পীদের

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : উত্তরবঙ্গের সমস্ত শিল্পীদের কর্মক্ষেত্রে অধিকার, সম্মান ও সচেতনতা নিয়ে একটি আলোচনা সভা করল নর্থবেঙ্গল গ্রেটার আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে শিল্পীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও দাবির কথা তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গের শিল্পী সমাজকে একটি শক্তিশালী ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

বছরভর মেলায় মন্দা স্থানীয় বাজারে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : কয়েক বছর আগেও ছবিটা ছিল অন্যরকম। বৈশাখীমেলার জন্য শহরবাসী গোটা বছর অপেক্ষা করে থাকতেন। নানারকম নাগরদোলা, খাওয়াদাওয়া, হরেক কিসিমের কেনাকাটা, সেই অপেক্ষার মজাই ছিল আলাদা। সেই ছবি এখন বদলেছে। শিলিগুড়ি আজকাল 'মেলার শহর।' গোটা বছর ধরে চলা এসব মেলার প্রভাব শহরের ব্যবসায়ীদের ওপর কতটা সেই প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। উঠছেও। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, এসব মেলার বিকিকিনিতে তাঁদের ব্যবসায় অনেকটাই প্রভাব ফেলছে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্য অপকট, 'বহিরাগত ব্যবসায়ীদের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখ দেখছেন।' একই সঙ্গে তাঁর আশঙ্কা-বার্তা, 'মেলায় কী ধরনের বিকিকিনি হচ্ছে তা দেখার জন্য কেউ নেই। তবুও শহরে অবাধে একের পর এক মেলার আয়োজন হয়ে চলেছে।'

প্রধাননগরের বাসিন্দা তমোশ্রী সরকার রবিবার সন্ধ্যায় সপরিবারে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ট্রেড ফেয়ারে ঘুরতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'মেলা থেকে কয়েকটি বাসন, বিছানার চাদর কিনেছি। এক ছাদের তলার এত কিছু তো মেলাতেই দেখা যায়। তাই যতটা সম্ভব কেনাকাটা সেরে নিই।'

গোটা বছর ধরেই শিলিগুড়িতে অজস্র মেলা চলে। জানুয়ারি মাস পড়তেই খাদ্যমেলা, ফেব্রুয়ারিতে ফুলমেলা, মার্চে হস্তশিল্পমেলা। এরপর একের পর এক চলতে চলতে ডিসেম্বরে বইমেলা। এগুলোর সঙ্গে গত দু-তিন বছরে নতুন করে যুক্ত হয়েছে শিক্ষামেলা, আসবাবপত্রমেলা, বাণিজ্যমেলা, পর্যটনমেলা, স্বাস্থ্যমেলা প্রভৃতিও। ভিনজেলা তো বটেই, কলকাতা, গুজরাট, রাজস্থান, কাশ্মীর থেকে নানা পসরা নিয়ে ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন। বেশ বিক্রিবাটা হয়। তবে এর মাঝে বেশ কিছু সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়েছে। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সমর দেব বলেন, 'যেভাবে একের পর এক মেলা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রদর্শনী কাম মেলা শুরু হয়েছে তাতে স্থানীয় বাজারে অনেকটাই প্রভাব পড়েছে।'

মিছিল

ইসলামপুর, ১৮ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে ইসলামপুর ব্লক ও শহরে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করল। ট্রাকস্ট্যান্ড তিস্তাপল্লি থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ট্রাকস্ট্যান্ডে এসেই শেষ হয়। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তৃণমূলের দলীয় নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা মিছিলে পা মেলান। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হোসেন সহ অন্য নেতারা। জাকির বলেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি রাজ্য ও দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারবে না।'

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে রবিবার দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ওয়ার্ডের চলন্তিকা কালীবাড়ির সামনে বিশ্বজিৎ ভাদুড়ির বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা বাড়িতে ঢুকে চুরি করেছে বলে বিশ্বজিতের আত্মীয় অরিত্র ভাদুড়ি সন্দেহ করছেন। বেশকিছু স্বর্ণালংকার ও এটিএম কার্ড চুরি হয়েছে বলে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : দুষ্কর্মের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে শম্ভু রায় ও শেরু সিং বাগরাকোট এলাকার বাসিন্দা। মনীষ সিং ও অজয় বর্মন কয়লা ডিপোর বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে গোপন সূত্রে তারা খবর পায় কয়েকজন দুষ্কৃতী মহাবীরস্থান ফ্লাইওভারের নীচে জড়ো হয়েছে। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে এনজেপি থানার ঠাকুরনগরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন সকালে ঠাকুরনগরে রেললাইনের ধারে এক মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিনা টিকিটে

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে টিকিট ছাড়াই সবাইকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল। এদিন 'বিজ্ঞানকেন্দ্র অথবা সংগ্রহশালার ভবিষ্যৎ'- এই বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা (পিপিটি) আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ২০ জন অংশ নেয়। এছাড়াও কুইজ হয়েছে এদিন। বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু জানান, ৫ জুন এদিনের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

তীব্র জলসংকট

মাটিগাড়া, ১৮ মে : এলাকায় রয়েছে তিনটি টাইমকল। কিন্তু একটি মাত্র টাইমকলে পাওয়া যায় কিছুটা জল। বাকি দুটি 'প্রতীকী'। এমন পরিস্থিতিতে তীব্র জলসংকটে মাটিগাড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কলাবাগানের বাসিন্দারা। জলের সন্ধানে কখনও তাঁদের ছুটতে হচ্ছে পতিরামজোতে, কখনও আবার পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঠোকর এলাকায়।

দু'বছর আগে একটি টাইমকল বসানো হয়েছিল এলাকায়। কিন্তু এখন সেই কলে জল পাওয়া যায় না। কলটি দেখিয়ে মালতী দাস বলছিলেন, 'প্রথম দিকে সকাল ও বিকেলে একবার করে জল এলেও ছয় মাস পরেই জল আসা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই রোজ সকালে জলের জন্য ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।' খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, একটি কলে জল আসে। তবে নিয়মিত নয়। যখন জল পাওয়া যায়, তখন বোতল, বালতি, হাঁড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়।

অজয় রায় বললেন, 'বাকি দুটি টাইমকলে পানীয় জল আসে না। ফলে নিত্য দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে।' এই পরিস্থিতির থেকে মুক্তি খুঁজছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বিপ্লব দাসের কথায়, 'গত কয়েক বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছি। কর্তৃপক্ষের উচিত এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।'

শৌচালয় নিয়ে বেকায়দায় পুরনিগম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : তড়িঘড়ি শৌচালয় তৈরি করতে গিয়ে ঘটেছে বিপত্তি। পরিকল্পিত শৌচালয় করতে না পারার জন্য এবার তাই বিকল্প চিন্তাভাবনা ক রছে পুরনিগম। স্টেশন ফিডার রোডে ফুড স্ট্রিট উদ্বোধনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ছয়টি শৌচালয় তৈরি করেছিল পুরনিগম। যদিও চালু হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই ওই শৌচালয়গুলোতে তালা পড়ে যায়। মাঝে সংস্কারের নাম করে কিছুদিন খোলা হলেও ফের যে-কে-সেই পরিস্থিতি।

কেন ফের তালাবন্ধ? তা জানতে গেলে কার্যত ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসার পরিস্থিতি।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'ওই শৌচালয়গুলোতে সমস্যা রয়েছে। ভেতরের জায়গা ছোট রয়েছে। আমরা ওই জায়গাটা বিকল্প কোনও কাজে ব্যবহার করা যায় কি না, সেটা দেখছি।'

পুরনিগমের স্টেশন ফিডার রোডের শৌচালয়ে তালাবন্ধ।

পরিকল্পনার খামতির এই বিষয়টি সামনে আসতেই টিপ্পনি কাটতে ছাড়ছে না বিরোধীরা। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'এটা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এর থেকে বেশি আর কিছু এই পুরবোর্ডের থেকে প্রত্যাশাও করা যায় না।'

সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর দাবি, 'শুধু ওই শৌচালয় বলে নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এভাবেই

ওই শৌচালয়গুলোতে সমস্যা রয়েছে। ভেতরের জায়গা ছোট রয়েছে। আমরা ওই জায়গাটা বিকল্প কোনও কাজে ব্যবহার করা যায় কি না, সেটা দেখছি।
- রঞ্জন সরকার
ডেপুটি মেয়র, পুরনিগম

পুরনিগম হোক কিংবা রাজ্য সরকার- টাকার অপচয় করছে। পরিকল্পনাহীনভাবে এভাবে শৌচালয় তৈরি করা হল কেন, সেটা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।'

গত বছর পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ফুড স্ট্রিট উদ্বোধনের সময় ওই শৌচালয়টিরও উদ্বোধন করা হয়। মূলত এলাকায় শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পাশাপাশি ছয়টি শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ী অসিত দাস বলেন, 'উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই ওই শৌচালয়গুলোতে তালা পড়ে যায়।'

রবিবার এলাকায় যেতেই নজরে পড়ল, শৌচালয়গুলোতে ফের পড়েছে তালা। প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী বিপ্লব দাস বলেন, 'পরিকল্পনার অভাবই যখন ছিল, তখন কিছুদিন দেখেশুনে আরও ভালোমতো পরিকল্পনা করে শৌচালয়গুলো উদ্বোধন করা যেত। তাহলে এভাবে টাকার অপচয় হত না।'

একই বক্তব্য স্থানীয় বাসিন্দা মনোজিৎ দাসের। তিনি বলেন, 'এলাকায় পথচলতি মানুষের জন্য শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।' সবমিলিয়ে, পরিকল্পনার অভাবে শৌচালয় তৈরিকে কেন্দ্র করে প্রশ্নের মুখে পুরনিগম।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

সঞ্জয় টিব্রুয়াল-কে
সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল)-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ।
-রবি আর্য, সীতারাম ডালমিয়া, অজয় দেওরা, নরেশ টিব্রুয়াল, সঞ্জয় চিরানিয়া, মণীশ টিব্রুয়াল।

অভিযুক্ত অনামিকা গুহকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সন্তান বিক্রি, পরে উদ্ধার

মালবাজার, ১৮ মে : শনিবার সকালে সন্তানকে বিক্রি করে রাতে আবার সেই সন্তানের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা। রাতেই ওই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে আনে। রবিবার সকালে বাচ্চা ও মাকে জলপাইগুড়ি হোমে পাঠানো হয়েছে। তবে, কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় শিশুটির ক্রেতার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি বলে পুলিশের দাবি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলা তাঁর এক বছরের সন্তানকে ৯০০০ টাকায় বিক্রি করেন। মহিলার নাম অনামিকা গুহ। তাঁর স্বামী রাজু গুহ পেশায় হাট ব্যবসায়ী। প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই মহিলা মাঝেমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

বাজার রোডের কানু দাস নামে নিঃসন্তান ব্যক্তির কাছে তিনি সন্তান বিক্রি করেন। কানুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই মহিলা শনিবার বলেন, আমি ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থ। ৯০০০ টাকা দিলেই আমি আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। সন্তান না থাকায় কানুর পরিবার রাজি হয়ে যায় বাচ্চাটির দায়িত্ব নিতে। সেইমতো স্ট্যাম্প পেপারে লিখেই শিশুটিকে নিজের বাড়িতে রেখে দেন কানু। কিন্তু রাতে অনামিকা আবার পুলিশ নিয়ে তাঁদের বাড়িতে যান এবং বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেন। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বিষয়টি মানতে চাইছেন না। তাই আপনাদের টাকা ফেরত নিয়ে আমার বাচ্চা ফেরত দিন।' অনামিকা প্রথমে স্বামীকে মৃত বলেছিলেন।

এমন ঘটনায় পুলিশ দ্রুত শিশু ও ওই মহিলাকে নিয়ে থানায় চলে আসে। কানু বলেন, 'নিঃসন্তান হওয়ায় আমাদের মনে একটা কষ্ট ছিল। ওই মহিলার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম।'

মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক অবশ্য দাবি করেন, 'টাকার বিনিময়ে বাচ্চা বিক্রি করার কোনও ঘটনা ঘটেনি। আর্থিক সমস্যার জন্য মহিলা তাঁর সন্তানকে ওই ব্যক্তির কাছে রাখতে এসেছিলেন। যদিও পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শিশুটিকে হোমে পাঠানো হয়। সম্ভবত ওই ব্যক্তি পরবর্তীতে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন।'

জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মা ও বাচ্চাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়।' তবে পুলিশ কানু দাসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি, ফলে অনেক প্রশ্ন উঠছে।

চর্চায় সভাপতি বনাম কমিটি

প্রথম পাতার পর

শনিবার থেকেই সমাজমাধ্যমজুড়ে নতুন সভাপতির পদ নিয়ে অনেক নেতা-নেত্রী পোস্ট করছেন। কেউ বলছেন, পাপিয়া ঘোষকেই পুনরায় চাই, কেউ বলছেন অরুণ ঘোষ সভাপতি পদের যোগ্য, আবার কেউ কেউ কুন্তল রায়, কাজল ঘোষকে সভাপতি করার দাবি জানিয়ে পোস্ট করছেন। কিছু নেতা আবার সমাজমাধ্যমে চার-পাঁচজন নেতা-নেত্রীর ছবি দিয়ে ভোট চাইছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, সামনেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। শিলিগুড়ির শহর এবং গ্রামাঞ্চলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বে একজনকে সভাপতির দায়িত্বে না রেখে এখানে ছয় থেকে আটজনের কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হতে পারে। বীরভূম এবং উত্তর কলকাতা জেলা কমিটিতে এমনটাই করা হয়েছে। শিলিগুড়িতেও কোর কমিটিতে শহর এবং গ্রামের প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীদের এনে তাঁদের মাধ্যমেই পার্টি চালানোর চিন্তাভাবনাও রয়েছে। তবে, শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোমবার বিকেলে শিলিগুড়িতে পৌঁছোবেন।

সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। মঙ্গলবার ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ভিডিওকন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। তার পরেই সন্ধ্যায় উত্তরকন্যায় দলের নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন মমতা। সেখানে তিনি শিলিগুড়ির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর এবং নতুন জেলা সভাপতির পদ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

শিকড়ের খোঁজে

প্রথম পাতার পর

সংকোশ ইত্যাদি অবশ্য ছোট নদী নয়। তার বাইরে অনেকে পরিচিত-স্বল্প পরিচিত, অখ্যাত নদী-উপনদী-শাখানদীর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় গ্রামীণ জীবন, সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। সেই নদীগুলির বেশ কিছু এখন অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ কিংবা নিছক দূষণের চাপে অনেক জায়গায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামীণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অধ্যায়।

'আমাদের ছোট নদী' সেই অধ্যায়কে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সকলের সামনে তুলে ধরার এক উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। স্থানীয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করারও ছিল সেই পরিকল্পনার অন্যতম কারণ। জীবন তো শুধু ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে চলে না। বাস্তবের মাটিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিও জরুরি।

জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনকে তাই প্রয়োজনে সবসময় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই চেষ্টার আরেকটি রূপ পাঠক গত কয়েক মাসে দেখেছেন 'জনতার চার্জশিট' বিভাগে। তেমনই বিরোধীদের দায়বদ্ধতা মনে করিয়ে দিতে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে 'পেতাম যদি সিংহাসন' বিভাগ। উত্তরবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরই ক্রমে আধুনিক হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। উন্নয়নের ঢাকঢোল ভালোই পেটানো হয় শহরগুলিতে। অথচ প্রতি শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সমস্যার অন্ত নেই।

রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুতের জোগান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, অবসর বিনোদনের পার্ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মঞ্চের অভাব কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা প্রায় প্রতি শহরে। পাশাপাশি আবর্জনা, দূষণ, অরাজকতা ইত্যাদিতে জেরবার অনেক এলাকা। এত অভাব-অভিযোগ, সমস্যার প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণে উত্তরবঙ্গ সংবাদ চালু করেছে 'পাড়ায় পাড়ায়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়ের দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এইসব উদ্যোগের নেপথ্য কারণ।

পাঠকমাত্রই জানেন, তথ্য বিকৃতি, মিথ্যার জাল ক্রমে সংবাদজগৎকে কলুষিত করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য যাচাইয়ের লাগাতার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত তথ্য পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাম্প্রতিক আবহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন পাঠক। কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকতায় সেই সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পক্ষপাত, আনুগত্য, নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪৫ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। সর্বশেষ সেই কথাটাই বলার যে, উত্তরবঙ্গের আত্মাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র, নির্মল রাখতে একইরকম নির্ভীক, দল ও শক্তি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ আমরা নিলাম ৪৬তম বর্ষের শুরুতেই।

এবার সিকিম হয়ে কৈলাস যাত্রা

অবশেষে খুলছে নাথু লা, পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ কেন্দ্রের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই সিকিমে নজর। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। প্রথমে ভারত-চিনের ডোকালাম সংঘাত এবং পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে থাকে নাথু লা দিয়ে মান সরোবর যাত্রা। সেই পথই আবার খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু কেমন করে বরফ গলল? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি বছর জানুয়ারিতে চিন সফরে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিনের বিদেশসচিব সান ওইডংয়ের সঙ্গে। ওই বৈঠকের পরই নতুন করে কৈলাস যাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয় বেজিং। বিদেশমন্ত্রক থেকে বার্তা পেয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন।

'১৭-র ডোকালাম সংঘাত, '২০-র গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড, ত্র্যহস্পর্শে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকিম দিয়ে কৈলাস মান সরোবর যাত্রা। টানা কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর বিদেশসচিবের তৎপরতায় নাথু লা-র পুরোনো পথ নতুন করে খুলতে চলেছে। মূলত কৈলাস যাত্রা জুন মাসের শেষে শুরু হয়ে চলে অগাস্ট পর্যন্ত। কেননা, এই সময় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, শীত-বসন্তের বরফ গলে জল হয়ে যায়। ফলে ট্রেক রুট কষ্টকর হলেও তেমন চরম সমস্যায় পড়তে হয় না পুণ্যার্থীদের। সড়ক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নত থাকায় বাস যাত্রার ধকল আগের মতো নেই। নাথু লা থেকে মান সরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে লিপুলেখ লা-তে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ট্রেক করতে হয়। পাশাপাশি রয়েছে, কৈলাস পরিক্রমার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর ৫২ কিলোমিটারের ট্রেকিং। যা করতে প্রায় তিনদিন লেগে যায়। যদিও শারীরিক দক্ষতার কারণে অনেকে তা দু'দিনে সম্পন্ন করে ফেলেন। এবার দুই দফায় কৈলাস যাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাবে। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে। পরবর্তীতেও ৫০ সদস্যের দল গঠন করে ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে রাজধানী গ্যাংটক ও নাথু লা-তে দুটি অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে শৌচালয় থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগসুবিধা রাখা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে রাজ্যের বন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তর। কী কী কাজ করা হয়েছে, কোন কাজ বাকি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে। সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছেরিং থেনডুপ ভুটিয়া বলেন, 'কৈলাস যাত্রার পরিকাঠামো তৈরির জন্য গত মাসেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ আসে। সেই মোতাবেক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।' কৈলাস মান সরোবর যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার হবে বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি।

মান সরোবরের পথে।

মিলল অনুমতি

- বিদেশসচিবের চিন সফরে গলেছে বরফ, মিলেছে চিনের অনুমতি
- কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রার সম্ভাবনা
- কেন্দ্রের নির্দেশে গ্যাংটক ও নাথু লা-তে গড়ে তোলা হচ্ছে পরিকাঠামো

ঢাকা উত্তপ্ত প্রাক্তন সেনাদের বিক্ষোভে

নিউজ ব্যুরো

১৮ মে : আবার অশান্তির আঁচ ঢাকায়। রবিবার বহু চাকরিহারা বাংলাদেশি সেনা, নৌসেনা ও আধাসেনা জওয়ান জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় বিক্ষোভ দেখান। চিৎকার করে হারানো চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে সরব হন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার আমলে চাকরিচ্যুত সেনাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য রবিবার সকালে বাংলাদেশের সেনাকর্তারা প্রেস ক্লাবে দফায় দফায় বৈঠক করেন। শেষপর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র না মেলায় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। চাকরিহারা সেনা, আধাসেনা জওয়ানরা এলাকা ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঊর্ধ্বতন সেনাকর্তারা বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বিক্ষোভকারীরা তাঁদের গাড়ি আটকে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। কর্তব্যরত সেনাকর্মীরা তাঁদের আটকাতে ছুটে যান। দুই তরফে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি হয়। বিক্ষোভকারীরা অনেকে জখম হয়েছেন।

মিছিলে দিলীপ

কলকাতা, ১৮ মে : রবিবার, খড়্গপুরে তেরঙ্গা যাত্রায় নামলেন দিলীপ ঘোষ। মিছিলে জেলা সভাপতি ছিলেন দিলীপের পাশে। দিঘা কাণ্ডের পর দলীয় বৈঠক ও কর্মসূচিতে ডাক পাননি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তা নিয়ে মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আরএসএস নেতৃত্ব আপাতত কিছুদিন দিলীপকে চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্বের কাছে দরবার করতে নারাজ দিলীপ। দিলীপের কথায়, 'ঠিক করেছি এখন জেলাতেই থাকব। খড়্গপুরেই বেশি সময় দেব।'

'লইবাড়ি হাট'

প্রথম পাতার পর

আর সেই সুবাদে ভালো বিকিকিনির সুবাদে বিক্রেতার মুখে হাসি, ক্রেতারাও। সরকারি সহযোগিতা পেলে এই হাসি আরও চওড়া হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে কল্পনা মণ্ডলের মতো বিক্রেতারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরকারিভাবে হাটখোলার জন্য টিনের ছাউনি সহ উঁচু বাঁধানো মেঝে, বর্ষায় হাটের জল যাতে সহজে বের হতে পারে সেজন্য নিকাশি ব্যবস্থার দাবিও জোরালো হয়েছে।

ঐতিহ্য ও প্রতিচ্ছবি

কলকাতার রাজপথ থেকে হলুদ ট্যাক্সি হারিয়ে যাওয়া যেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ছবি : আবির চৌধুরী

লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : নজরদারির অভাবে ধুঁকছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোক্যামিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি। সরকারি প্রতিষ্ঠানটির আজ এমন দুরবস্থা যে বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ লিটার থাকলেও এই মুহূর্তে মাত্র ৭ হাজার ১৫০ লিটারের বেশি ফিনাইল ও লিকুইড সোপ উৎপাদন করতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ফিনাইল ও লিকুইড সোপ সরবরাহের একমাত্র বরাতপ্রাপ্ত সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। অথচ দেখভাল ও পরিকাঠামোর অভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন রুগ্ন অবস্থায় থাকায় এই সুযোগে বেসরকারি সংস্থার তৈরি সামগ্রী বাজার দখল করেছে। ফিনাইল ও লিকুইড সোপের বাইরে চা গাছ ও কৃষিকাজে গাছের বৃদ্ধিতে তৈরি জৈব হরমোন উৎপাদনেও পিছিয়ে পড়েছে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে যেমন পারছে না, তেমনি কর্মীর অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ার ফাইটো কমপ্লেক্স।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্প নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন। ওই আলোচনা সভাকে নিয়ে শিল্প মহলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তুঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে খোদ জলপাইগুড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা কাটাতে রাজ্য সরকারের দিক থেকে গত কয়েক দশকে কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। প্রচুর সম্ভাবনা ও উপার্জনের দিক থাকলেও এই সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। ফাইটো কমপ্লেক্সের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সঞ্জিত গুহ বলেন, 'সমস্যাটি যেখানে জানানো দরকার সেখানে জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

আশির দশকে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ায় রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স। বর্তমানে ফাইটো কমপ্লেক্সে এখন বছরে মাত্র ৭৫০০ লিটার চা গাছের বৃদ্ধির জন্য গ্রোথ হরমোন তৈরি হয়। এছাড়া লিকুইড জেএম প্লাস ইডিটিএ মাত্র ২২০০ লিটার উৎপাদন করা হয় বছরে কৃষি সহ অন্যান্য গাছের বৃদ্ধির জন্য। সরকারি এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রি ও কর্মীর অভাব এবং উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদার সঙ্গে জোগানের অসামঞ্জস্যর কারণে সরকার লাভের মুখ দেখতে পারছে না।

পাক-যোগে এনআইএ জালে তরুণী

কলকাতা, ১৮ মে : হরিয়ানার জ্যোতি রানির পর বাংলার তানিয়া পারভিন। পাক সেনা ও লস্করের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধরা পড়ল বাদুড়িয়ার বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী তানিয়া। এনআইএ তাঁর মোবাইলে পাক-যোগের যাবতীয় তথ্য পেয়েছে। আয়েশা সিদ্দিকী ও বিলাল দুরানি নামে পাকিস্তানের দুজনের বিষয়ে জানতে পেরেছে এনআইএ। তারা তানিয়াকে কাজের নির্দেশ দিত।

'পাক কাশ্মীর কি শেহজাদিয়া' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন আয়েশা। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই গ্রুপের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য পাচার হত। আয়েশাকে চার্জশিটে লস্কর কমান্ডার বলে উল্লেখ করেছে এনআইএ। জ্যোতির মতো তানিয়াও সমাজমাধ্যমে বেশ সক্রিয় থাকত। সম্প্রতি পাক গুপ্তচরবৃত্তিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইউটিউবার জ্যোতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ফের এমন ঘটনা সামনে আসায় তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এভাবে মেয়েদের পাক নেটওয়ার্কের অংশ করে নিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। তানিয়াদের মতো শিক্ষিত তরুণীদের নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় বলেও মনে করা হচ্ছে। নানা সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মগজধোলাই করে তরুণীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া আইএসআইয়ের অন্যতম কৌশল।

বিপাকে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যমন্ত্রকের নির্দেশে তাতে বিরাট ধাক্কা লেগেছে।

ধাক্কা সীমান্তের ওপারেও। প্লাস্টিকের দানা নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এপারে এসে ট্রাকচালক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের মাল নিয়ে ১০০টির বেশি ট্রাক বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদৌ ঢুকতে পারবে কি না জানি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক ওমর ফারুক দেশে ফেরার আগে রবিবার বলেন, 'ভারত আমদানি বন্ধ করায় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে।'

বাণিজ্য সম্পর্কিত নয়াদিল্লির গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রকাশিত রবিবারের রিপোর্টে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এতে ৪২ শতাংশ কমে যায়।

অর্থমূল্যে যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে বস্ত্রশিল্পে।

যেমন ওমর ফারুকের কথায়, 'অনেক মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গাড়ি চালাতে না পারলে আমার আয় বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মতো অনেক পঞ্চগড় ও বাংলাবান্ধা সীমান্ত লাগোয়া চালকদের কাজ চলে গেল। একটা ট্রাকের ওপর অন্তত দশজন মানুষের পরিবার চলে। গাড়ি না চললে মাল তোলা ও নামানোর শ্রমিকরা কাজ হারাবেন।'

চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের শ্রমিক সহিদুল ইসলাম বলেন, 'আজকেই কাজ পাইনি। দশজনের পরিবার কী করে চলবে জানি না।' বাংলাদেশ থেকে কাটা কাপড় নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে এপারে এসেছেন বুড়িমারির ট্রাকচালক মহম্মদ সাজু হোসেন।

তাঁর বক্তব্য, 'খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। ট্রাক চালিয়ে দিন গুজরান হয়। আমাদের ওদিকের প্রচুর শ্রমিক ও ট্রাকচালক এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক মানুষের পরিবার চলে এর ওপর। আমাদের এখন কী করে চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক আবদুল হানিফার চ্যাংরাবান্ধায় রবিবার বলেন, 'এই কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না। প্রত্যেক ট্রিপে হাজার থেকে ১১০০ টাকা পাই। রাতে ভারতে থাকতে হলে আরও ২০০ টাকা এক্সট্রা পাওয়া যায়। সব বন্ধ হয়ে যাবে।' তাঁর কথায়, 'ভারত সরকারের এই পদক্ষেপে ভারতের ক্ষতি কিছু হবে, কিন্তু বেশি লোকসান হবে বাংলাদেশের।' ***(তথ্য সহায়তা : সাগর বাগচী, শতাব্দী সাহা ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ)***

শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

প্রথম পাতার পর

এই অঞ্চলের চা বলয়ে সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। নির্বাচিত বিধায়কের বাড়ি ডিমডিমা বাগান এলাকায়। অথচ সেই বাগানেও শ্রমিকরা প্রায় দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ব্লকেই শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষের সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্তরের চা শ্রমিক নেতা রয়েছেন। অথচ সেখানেই বাগানের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

রাজ্য সরকার চা বাগান সমস্যার সমাধানে একাধিক কমিটি গঠন করেছে, তৈরি হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। সেই নীতি অনুসারে, যখন-তখন বাগান বন্ধ করে দেওয়া, মজুরি বকেয়া রাখা, লিজ বাতিল করা যাবে। এই নিয়ম কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। রাজ্যের তৈরি টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল আসলে সমস্যার সমাধানে নয়, নেতাদের সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়িতে ঘোরাঘুরির সুবিধা দিতেই তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য আবার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু গত সাত বছরে কুড়ি বারেরও বেশি বৈঠক করার পরেও যখন ফল মেলেনি, তখন আরেকটি কমিটির প্রতিশ্রুতি নতুন প্রতারণারই নামান্তর।

প্রকৃত সমস্যা হল, চা বলয়ে কার্যকর কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নেই। সিপিএম তাদের শাসনকালে শ্রমিকদের প্রতি যে অবিচার করেছে, তার জন্য এখনও ক্ষমা চাইতে সাহস পাচ্ছে না। অন্যদিকে বিজেপি, অসমে যারা এখনও মজুরি সীমাবদ্ধ রেখেছে ২২৫-২৫০ টাকার মধ্যে, তারাও জমির মালিকানা বা উপজাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে কোনও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের নেতারাও চা বলয়ে আস্থা তৈরি করতে পারছেন না। বরং পদ হারালেই এক দল থেকে আরেক দলে যাওয়া তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের প্রতি অনুগত উত্তরবঙ্গের নেতারা আজ পর্যন্ত চা বাগানের জন্য কোনও স্পষ্ট বিকল্প নীতির সন্ধান দিতে পারেননি। সমবায়ের মাধ্যমে বাগান পরিচালনার প্রশ্ন উঠলেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে হঠাৎই রাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে, চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রমিকদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, কোন জমিতে পাট্টা দেওয়া হবে, সেই জমির চরিত্র কী, এই পাট্টা কী সুবিধা দেবে, এসব নিয়ে কোনও স্বচ্ছতা নেই। নেতা ও প্রশাসনের মনোভাব এমন, 'এতদিন কেউ কিছু করেনি, আমরা তো করছি, এবার আর প্রশ্ন তুলো না।'

চা শিল্পের প্রকৃত চিত্র বোঝার জন্য শুধু রাজনৈতিক দিক নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণও জরুরি। চায়ের একটি বড় অংশ অকশন ছাড়াই সরাসরি বিক্রি হয়ে যায়, যার কোনও হিসেব সাধারণ মানুষের কাছে নেই। মালিকপক্ষ সাধারণত অকশনে কম দাম দেখিয়ে চা শিল্পের সংকটের গল্প ফাঁদে। ফলে একটি বিশাল অঘোষিত অর্থপ্রবাহ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চা শিল্পে এই প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছিল। কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির প্রভাবশালী লবি আজ বাংলা ও অসমের চা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। দুই রাজ্যে সরকার ভিন্ন হলেও মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় সমান, যাতে কোনও এক রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে অন্য রাজ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ তৈরি না হয়। এটা হয়তো একধরনের সমঝোতা। তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে চা বলয়ে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসতে পেরে জেনেও যখন বাংলায় টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের তিরিশ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় তা দেখে। অসমেও কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক উচ্ছেদ করে একই কাজ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার দাবি করেছে, চা পর্যটনে আশি শতাংশ স্থানীয় মানুষ কর্মসংস্থান পাবেন। তবে বাস্তবটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, শিলিগুড়ি শহরের পাশের একটি চা বাগানে গড়ে ওঠা একটি রিসর্টে 'কলোনিয়াল সুইট'-এর এক রাতের ভাড়া দিয়ে দশজন শ্রমিককে এক মাস বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ক'জন স্থানীয় মানুষ কাজ পেয়েছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আসলে চা শিল্পের বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে আজও রয়ে গিয়েছে এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের পরম্পরা। উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়ন এবং শ্রমিক জীবনের অবমাননার মূল শিকড় আজও গেঁথে রয়েছে ১৫০ বছরের চা শিল্প ব্যবস্থার গভীরে।

লেখক-সমাজকর্মী

বাজেয়াপ্ত মদ

কিশনগঞ্জ, ১৮ মে : কিশনগঞ্জ জেলার কোচাধামন থানার পুলিশ রবিবার ভোরে মহাদিঘি চকের ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি চারচাকার গাড়ি থেকে ২১২ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। তবে, গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, *এই মদ* উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারে পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ গাড়ির মালিক ও অজ্ঞাতপরিচয় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

দায়িত্ব গায়েব

প্রথম পাতার পর

সেখানেও এক-দুজন ফুড ব্লগার গিয়েছেন অতীতে। ঘটনার পর তাঁদের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে।

কীসের ভিত্তিতে ব্লগাররা পরামর্শ দেন খাবারের দোকানে যাওয়ার, সেই প্রশ্ন ওঠে। আদৌও তাঁরা সব তথ্য সঠিক দেন? রিভিউ দেওয়ার আগে রান্নাঘরে উঁকি দেন? নাকি সব মাছ ঢাকা পড়ে যায় 'পারিশ্রমিক' নামক শাকটি দিয়ে। পরিচিত শব্দ 'পেইড রিভিউ'।

অধিকাংশ ফুড ব্লগারই রেস্তোরাঁ, ক্যাফের পেইড প্রোমোশন করেন। তিনি সবটা ঝাঁ চকচকে দেখাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদেরও মাথায় রাখতে হবে, নিজের স্বার্থপূরণের বিনিময়ে সাধারণের স্বাস্থ্যকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া মানবিকতা নয়। রেস্তোরাঁ মালিকদের ছেলেখেলা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে হবে তাঁদেরও।

কথা হল শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন পরিচিত ফুড ব্লগারের সঙ্গে। তাঁদের দাবি, আগের তুলনায় আরও বেশি সতর্ক হয়েছেন। ভিডিওতে খাবারের রিভিউ দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বার্তা দিচ্ছেন তাঁরা। বলাই বণিক নামে এক ব্লগারের কথায়, 'আগে রেস্তোরাঁর রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন বা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন কি না, সেদিকে অত গুরুত্ব দিতাম না। তবে এখন রিভিউ ভিডিও শুটের আগে এফএসএসএআই (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া) লাইসেন্স দেখাতে বলি। তবে আমার মনে হয় প্রশাসনকে আরও সতর্ক হওয়া উচিত। রেস্তোরাঁ ধরে ধরে নজরদারি প্রয়োজন।' শহরের অপর এক ফুড ব্লগার পিয়ালী দাসের বক্তব্য, 'এখন বেশিরভাগ ইনফ্লুয়েন্সার পেইড প্রোমোশন করেন। তাই খাবার খারাপ হলেও কেউ নেতিবাচক রিভিউ দিতে পারেন না। তবে আমরা দেখেশুনে খোঁজখবর নিয়ে কাজ করছি। খোলা জায়গায় রান্না হলে, সেটিও ভিডিও-তে দেখাচ্ছি। সচেতনতার বার্তা দিচ্ছি।' প্রীতি সিং-ও ফুড ব্লগিং করেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে 'এক মিনিট কথা বলার সময় নেই' বলে ফোনটি কেটে দেন।

শহরবাসীর একাংশ অবশ্য তাঁদের ভূমিকায় বেজায় ক্ষুব্ধ। শৌচালয়ে খাবার মজুতের ঘটনার পর শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের বাসিন্দা সুপর্ণা ভাদুড়ি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন। সমাজের প্রতি ব্লগারদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। রবিবার তিনি ফোনে বললেন, 'ব্লগাররা পেইড প্রোমোশনের স্বার্থে খারাপ খাবারকেও এত ভালোভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন যে, দেখে মনে হয় এখনই বেরিয়ে পড়ি খেতে। একটু গভীরে ভাবলে বুঝতে পারবেন, ৭০ টাকায় চিকেন বিরিয়ানি দিতে হলে মানের সঙ্গে কতটা সমঝোতা করা হয়।'

একই সুর সুকান্তপল্লির বাসিন্দা সুনন্দচন্দ্র দাসের গলায়। বললেন, 'ব্লগাররা তাঁদের ভিডিও'র মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারেন। এখন সেটা করার উপযুক্ত সময়। খাবার ভালো মানের হলে অবশ্যই ভালো রিভিউ দিন। সঙ্গে রান্নাঘর, কীভাবে খাবার মজুত রাখা হয় ইত্যাদি দেখাতে হবে। তবেই মানুষ আরও বেশি ভরসা করবেন।'

হঠাৎ বদলি

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। তার পরেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং শ্রম দপ্তর পৃথকভাবে এলাকায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে। তদন্তকারী দল বাগানে গিয়ে পরিদর্শনের সময় মালিকপক্ষকে সঙ্গে নিয়েছিল। যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর দাগাপুর চা বাগানে বেআইনিভাবে প্রচুর ছায়াগাছ কেটে ফেলায় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করে এবং আর্থিক জরিমানা করে।

অন্যদিকে শ্রম দপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়, বাগানের জমিতে প্রচুর গর্ত চোখে পড়লেও চা গাছ উপড়ে ফেলার মতো ঘটনা নজরে আসেনি। সূত্রের খবর, এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারেনি শ্রম দপ্তর। অর্থাৎ, চা গাছ উপড়ে ফেলে বাগানের জমি খালি করা হয়েছে, এই তত্ত্ব কার্যত মেনে নিয়েছে শ্রম দপ্তর। তারপরেই শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের বদলি বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

তবে বদলির পরেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না শ্যামলের। রবিবার শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে অভ্যর্থনা জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন তিনি। বদলি হওয়ার পরেও এই কাজ তিনি কীভাবে করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া গ্রেপ্তার ঢাকায়

ঢাকা, ১৮ মে : জনপ্রিয় বাংলাদেশি অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে রবিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করল বাংলাদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের সময় খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভাটারা থানায় মামলা রয়েছে। সেই সূত্রেই ফারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে আটক করা হয়। সেখান থেকে প্রথমে ভাটারা থানায়, তারপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে জেরা করা হয়। সোমবার নুসরত ফারিয়াকে আদালতে তোলা হবে। দুই বাংলার একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ফারিয়া। শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'মুজিব- দ্য মেকিং অফ এ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে ফারিয়ার অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এর আগে হত্যাচেষ্টার ওই মামলায় অপু বিশ্বাস, আসনা হাবিব ভাবনা, জায়েদ খান সহ ১৭ জন তারকাকে আসামি করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সমস্যা

শ্রীহরিকোটা, ১৮ মে : পরের পর সফল অভিযানের পর পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে গিয়ে ধাক্কা খেল ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার ভোরে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ইসরোর পিএসএলভি-সি৬১ রকেট। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পরেও রকেট থেকে উপগ্রহটিকে আলাদা করে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণ। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ভোর ৫টা ৫৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে

সফল উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় ইওএস-কে স্থাপন করার কথা ছিল পিএসএলভি-সি৬১-র। কিন্তু এজন্য জ্বালানির মাধ্যমে যে পরিমাণ চাপ তৈরির কথা ছিল তা সম্ভব হয়নি। ইসরোর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গবেষকদের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নারায়ণ বলেন, 'আজকের অভিযানের ৪টি ধাপ ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপে লক্ষ্য করা যায় অভিযান শেষ করা সম্ভব নয়। কেন এটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করি আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটিয়ে ফেলব।' রবিবারের অভিযানটি ছিল ইসরোর ১০১তম মহাকাশ অভিযান। এজন্য যে পিএসএলভি রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ৬৩টি অভিযানে শামিল হয়েছিল।

আমেরিকায় টর্নেডো হত ২৭

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার কেন্টাকি ও মিসৌরি প্রদেশে ভয়ংকর টর্নেডো ঝড়ের কবলে পড়ে কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হতাহতের অধিকাংশ কেন্টাকির বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ কেন্টাকিতে আঘাত হানে টর্নেডো। ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় বহু ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে লরেল কাউন্টির। প্রাণহানির খবর এসেছে মিসৌরির সেন্ট লুইস থেকেও। শহরের মেয়র কারা স্পেনসার জানান, ৫ জন বাসিন্দা মারা গিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৫ হাজার বাড়িঘর।

ভারতকে অনুকরণ শরিফের

বিদেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে পাকিস্তানও

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারতের দেখে টুকলি করার মানসিকতা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখাদেখি সেনাঘাঁটিতে ভাষণ দেওয়ার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে কোণঠাসা করতে বিশ্বের ৩২টি দেশে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫১ জনের সাতটি প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার ওই দলগুলি রওনা দেবে। ভারতের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের জবাবে এবার পাকিস্তানও দেশে দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে।

ভারতের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বমণ্ডলীর নাম ঘোষণার খানিকটা পরই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরার দায়িত্ব তুলে দেন পিপিপি চেয়ারম্যান তথা দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির হাতে। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পালটা ইসলামাবাদের অবস্থান তুলে ধরবে। বেনজির-পুত্রের নেতৃত্বাধীন ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাকিস্তানের আরও দুই প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার এবং খুররম দস্তোগির খান। রয়েছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব জলিল আব্বাস জিলানি। পাকিস্তানের বক্তব্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিলাওয়াল।

ভারতে যেভাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, খানিকটা সেই সুরেই ফেসবুকে শরিফ সরকারের প্রশংসা করেছেন বেনজির-পুত্র। তিনি লিখেছেন, 'আমি এদিন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির জন্য পাকিস্তানের সওয়াল তুলে ধরার জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন। এই দায়িত্ব নিতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমি। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের সেবা করতে আমি সংকল্পবদ্ধ।'

তবে শাহবাজ সরকারই নয়, জেনারেল আসিম মুনিরের সেনাবাহিনীও পাকিস্তানকে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। শনিবার পাক সেনার জনসংযোগ দপ্তরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, 'পাকিস্তান হিংসাত্মক দেশ নয়। তারা হিংসা চায় না। বরং শান্তি চায়। সেই কারণেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইসলামাবাদ।'

শরিফ সরকার যেভাবে বিলাওয়ালের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকেও সঠিক বলে মনে করছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসের মদতদাতা দেশের বদলে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে ধারণা তাঁদের। পাশাপাশি বিলাওয়ালের মাধ্যমে ভুট্টো পরিবারের কূটনৈতিক যোগাযোগের পরম্পরাকেও কাজে লাগানোর পক্ষপাতী পাক সেনা।

ঋণের ১ম কিস্তির আগে ১১ শর্ত ইসলামাবাদকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সেই বরাদ্দের প্রথম কিস্তি ছাড়ার আগে একগুচ্ছ শর্তের কথা ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। যার মধ্যে আর্থিক সংস্কারের পাশাপাশি রয়েছে সামরিক বাজেট বরাদ্দে আংশিক রাশ টানার মতো বিষয়। শনিবার আইএমএফের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১১ দফা শর্ত পূরণের বিনিময়ে ঋণের টাকা পাবে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, এর আগে আইএমএফের ঋণ পেতে ৫০টি শর্ত পূরণ করতে হয়েছে পাক সরকারকে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন শর্তগুলি। এর মধ্যে রয়েছে আগামী অর্থবর্ষে পাকিস্তানের জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা। সেই বাজেট সেদেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করাতে হবে শাহবাজ শরিফের সরকারকে।

এছাড়া বিদ্যুৎ বিল ও ঋণে বাড়তি সারচার্জ আদায়, ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর জারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করার মতো শর্ত। শুধু তাই নয়, আইএমএফের টাকা যাতে অন্য কোনও খাতে খরচ করা না হয় পাক সরকারের কাছে সেই নিশ্চয়তা চেয়েছে আইএমএফ। এজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইএমএফকে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে ইসলামাবাদ।

ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাক সেনা ও বায়ুসেনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধাক্কা সামাল দিতে প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু আইএমএফ জানিয়েছে, পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে সর্বাধিক ১২ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ বাড়াতে পারে। পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাকিস্তানকে অতীতে বারবার ঋণ ও অনুদান দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই সাহায্য কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বদলে আন্তর্জাতিক ঋণের একাংশ চলে গিয়েছে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ভাঁড়ারে। ভারতের আপত্তির পরেই পাকিস্তানের ওপর আইএমএফের নয়া শর্ত আরোপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আইএমএফ-এর শর্ত

- জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা
- বিদ্যুৎ বিলে বাড়তি সারচার্জ
- ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
- ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করা
- প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে
- কৃষি আয়কর আইন বাস্তবায়ন
- করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি
- আয়কর আইনে সরলীকরণ
- প্রশাসনিক সংস্কার
- শিল্প পার্কগুলিকে ভরতুকি বন্ধ
- জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে বাড়তি কর আদায়

দুর্ঘটনাস্থল থেকে শিশুকে উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। হায়দরাবাদে।

আগুনে মৃত এক পরিবারের ১৭

হায়দরাবাদ, ১৮ মে : আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮টি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন হায়দরাবাদের চারমিনার সংলগ্ন গুলজার হাউসে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি থেকে আরও ১৭ জনকে জীবন্ত উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। রবিবার ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তেলেঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর। তিনি জানান, মৃতরা এক পরিবারের সদস্য। তাঁদের বয়স ৭০ থেকে ২ বছরের মধ্যে।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডি জানিয়েছেন, কৃষ্ণা পার্লস নামে একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে। দোকানটি একটি বহুতলের নীচের তলে অবস্থিত। সেখান থেকে আগুন দ্রুত ওপরের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। ক্ষতিগ্রস্তদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

ট্রাম্প উপদেষ্টার জঙ্গি-যোগ

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের তালিকায় রয়েছে ইসমাইল রোয়ার এবং শেখ হামজা ইউসুফ। লরা লুমার নামে এক সাংবাদিকের দাবি, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগ রয়েছে রোয়ার ও ইউসুফের। তারপরেও

দু'জনকে কীভাবে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা কমিটিতে শামিল করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। লুমার জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবার সদস্য রোয়ার পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ২০০৪-এ আমেরিকার এক আদালত তাকে ২০ বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৩ বছর জেলে কাটিয়ে ২০১৭-য় ছাড়া পায় রোয়ার। অন্যদিকে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ইউসুফ।

সংবিধানই সর্বোচ্চ, বার্তা গাভাইয়ের

মুম্বই, ১৮ মে : প্রশাসন বনাম বিচারবিভাগের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখনও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের শীর্ষমহল থেকে দাবি করা হয়, সংসদ বা আইনবিভাগের ক্ষমতা সর্বাধিক। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে রবিবার এক অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেছেন, 'বিচারবিভাগ বা শাসনবিভাগ নয়, ভারতের সংবিধানই হল সবার ওপরে। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভই সমান। তিনটি স্তম্ভই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেককে তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।' সম্প্রতি দেশের ৫২ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিআর গাভাই।

রবিবার মহারাষ্ট্র ও গোয়ার বার কাউন্সিলের তরফে তাঁকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি আইনজীবীদের একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারেন না বলে সম্প্রতি রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের জন্য এভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। বিচারবিভাগের এই অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরও। তিনি সাফ বলেছেন, সংসদই সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতির কথা ধনকরের উদ্দেশে বার্তা কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে গুলিতে মৃত্যু লস্কর জঙ্গির

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : ভারতে তিনটি জঙ্গি হামলার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ সিন্ধুপ্রদেশে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল। ভারত সরকারের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের মাটিতে লস্কর জঙ্গি খালিদের মৃত্যু নয়াদিল্লির কাছে স্বস্তির খবর। একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফুল্লা খালিদের নাম ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় ছিল। ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০০৬-এ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর ও ২০০৮ সালে রামপুরে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা চালানোর যাবতীয় ছক, সইফুল্লা খালিদের মস্তিষ্কপ্রসূত। বহুদিন থেকে সইফুল্লা নেপালে। সেখান থেকেই সে ভারতে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালিয়েছে। নিজের সুবিধার জন্য সইফুল্লা নেপালে বিনোদ কুমার নাম নিয়ে বাস করছিল। নাগমা বানু নামে এক স্থানীয় মহিলাকে বিয়ে করে।

অতি সম্প্রতি সইফুল্লা সিন্ধুপ্রদেশের বাদিল জেলার মাতলিতে চলে যায়। সেখান থেকে লস্কর-ই-তৈবা ও তার শাখা সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। সিন্ধুতে এসে জঙ্গি নিয়োগ ও তহবিল সংগ্রহই ছিল তার কাজ। অনেকের বক্তব্য, পাকিস্তানের মাটিতে সইফুল্লার মৃত্যু আরও একবার প্রমাণ করে দিল পাকিস্তান জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়। সইফুল্লা খালিদকে কে বা কারা মেরেছে তা জানা যায়নি।

আজ ত্রিদেশীয় সফরে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : সোমবার ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশলগত কূটনৈতিক মিশনের লক্ষ্যে বিদেশমন্ত্রীর এই সফর ছ'দিনের। রবিবার সাউথ ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জয়শংকর নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও জার্মানি যাচ্ছেন। সফরকালে বিদেশমন্ত্রী তিন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

গোরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কর্নাটকের চিকমাগালুরে রবিবার। -পিটিআই

জেল খাটা নেতাদের সামনের সারিতে নয়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্য, দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি

কলকাতা, ১৮ মে : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে মরিয়া তৃণমূল। সেই কারণেই 'জেল খাটা' দাপুটে তৃণমূল নেতাদের সামনের সারিতে আনতে চাইছেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বীরভূম জেলা তৃণমূলের এক সময়ের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দলের কর্মসূচির সামনের সারিতে না থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, দলের কোর কমিটির সদস্য থাকলেও অনুব্রত মণ্ডলকে দলের কোনও কর্মসূচি না ডাকতেও এদিন তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে অনেক টালবাহানার পর অভিষেকের সুপারিশ মেনেই দলে রদবদল করা হয়েছে। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, 'অভিযুক্ত' নেতাদের আর প্রথম সারিতে রাখতে চান না দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। সেই মনোভাবে সায় দিয়েছেন দলনেত্রী।

খবর, কয়েকটি জেলায় এখনও জেলা সভাপতি পদে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দার্জিলিং (সমতল) সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদ। সোমবার তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। বৈঠক চলাকালীন অনুব্রতকে ফোন করে কোনও কর্মসূচি না ডাকার নির্দেশ দেন মমতা। দলের কোর কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে বলেই অনুব্রতকে জানিয়ে দেন মমতা। একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কর্মসূচিতেও প্রথম সারিতে না থাকতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে জল্পনা চলছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে তাঁর মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন অনুব্রত অবশ্য দাবি করেন, 'তৃণমূল ছাড়লে আমাকে জেল খাটতে হত না। অনেক আগেই এমপি বা এমএলএ হতে পারতাম। পদ না পেলে আমার অম্বল হয়ে যাবে, এমন ধরনের মানুষ আমি নই। পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।'

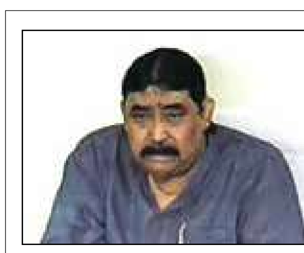

পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।
অনুব্রত মণ্ডল

কড়া তৃণমূল

- অনুব্রত মণ্ডল ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কোনও কর্মসূচিতে না ডাকার নির্দেশ
- দলীয় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে নয় অভিযুক্তরা
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনওভাবেই সামনে আসা যাবে না
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে অভিযুক্তদের সঙ্গে সঙ্গে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

সরকার, দলগুলিকে নির্দিষ্ট 'দায়িত্ব'

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মে : বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের একাংশকে থানায় তলব করল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশকে মারধর সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার থেকে তাঁদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। হাজিরা না দিলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ রয়েছে।

আন্দোলনকারীরা পালটা রাজ্য সরকার ও সব রাজনৈতিক দলকে নির্দিষ্ট 'হোমটাস্ক' দিয়েছে। তাতে তৃণমূল ও বিজেপির সাংসদদের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনা করানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে আবেদন রয়েছে। রাজ্য সরকার যেন যে কোনও মূল্যে তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করে, সেটা বলা হয়েছে আন্দোলনকারীদের পক্ষে।

সিপিএমকে সুপ্রিম কোর্টে প্যানেলে যোগ্যদের বাছাই করার পক্ষে সওয়াল করতে টাস্ক দেওয়া হয়েছে। শনিবার চাকরিহারাদের কর্মসূচিতে পড়ুয়ারা হাজির থাকায় পুলিশের কাছে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, শিশুরা কোনও আন্দোলনের অংশ হতে পারে না। ওই পড়ুয়াদের বয়স ও কাদের মাধ্যমে তারা অংশ নিল, তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রবিবার দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকরা বিকাশ ভবনের সামনে নিজেদের সংগ্রামী জীবন তুলে ধরেন। চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, 'শিক্ষকদের হেনস্তা করার জন্যই হাজিরা দিতে বলা

রিপোর্ট চাইল কমিশন

হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। ১৯ ও ২১ মে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'এভাবে নতুন নতুন ধারায় মামলা, আলাদা করে ডাকার কারণ কী? আমাদের আঘাত করা হয়, আবার আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হল।' সূত্রের খবর, ১৫ জন আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, 'অশান্তি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের রিলিফই না বন্ধ হয়ে যায়।'

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ১৮ মে : নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানালেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার থেকে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। শনিবার সেখানে তাঁরা 'বেকার মেলার' আয়োজন করেন। রবিবার সেখানেই হাতে পোস্টার ও মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে পরীক্ষার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। যে কলম তাঁরা শিক্ষকতার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁদের কাছে এখন লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিন মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, '৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রসঙ্গে শিক্ষা দপ্তর জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না পেলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো যাবে না। তাই এবার বিজ্ঞপ্তি জারি না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সহ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হবে।'

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি

উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত জরুরি বলে বারবার দাবি উঠেছে। এই নিয়ে বিধানসভাতেও প্রস্তাব আনা হয়েছিল। বিধানসভার অধ্যক্ষ এই নিয়ে বিজেপি বিধায়কদেরও দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই ঠিক করা হয়েছিল, যৌথ প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে দরবার করবে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলই সেখানে যাবে। সেই মতো সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে দায়িত্বও দিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারী বর্ষার কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-ভুটান নদী কমিশন দ্রুত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাবে রাজ্য।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমরা বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে সম্মতি জানাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা চেয়েছিলাম, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সকলে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করুক। কিন্তু সেটা হল না।' রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন রাজ্য সরকার করতে পারবে না। এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবিও জানানো হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১ সংখ্যা, সোমবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সমস্যার শিকড় গভীরে

প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের বিষয়টি ক্রমে চলে যাচ্ছে বিশবাঁও জলে। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর কর্মজীবনের শেষদিনে এই মামলায় এসএসসি'র রিভিউ পিটিশন শুনবেন। বাস্তবে তা হয়নি। এরপর কোন বেঞ্চে ও কবে শুনানি হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহেও চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ফের সংবাদ শিরোনামে এসেছেন আন্দোলনে শামিল হওয়ায়।

বিকাশ ভবনের সামনে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ। যদিও তৃণমূলের ভাষায়, সেসব নাটক। সরকারি দলের এমন প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের শেষ কোথায়? প্রথমে আসে যোগ্যদের প্রসঙ্গ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতার অনুমতি, বেতনের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ১৫৪০৩ যোগ্য শিক্ষক কেন আন্দোলনে?

প্রথম কারণ, তাঁদের শিক্ষকতার ছাড়পত্র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় কারণ, ফের নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে হবে তাঁদের। শিক্ষকরা এর কোনওটিই চাইছেন না। তাঁরা সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এসএসসি'র ভুলের মাশুল তাঁরা কেন গুনবেন? বরং রিভিউ পিটিশন করার আগে তাঁদের সঙ্গে সরকার কথা বলুক- এটা তাঁদের দাবি। সেই দাবির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে আপত্তি আছে আদালতের রায়ে যোগ্য শিক্ষকদের।

চাকরির নিশ্চয়তা এবং ফের পরীক্ষা না দেওয়া- এই দুটো তাঁদের প্রধান দাবি। যদিও গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। তা নিশ্চিত করতে তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি প্রস্তুত আছে। রাজ্য কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা না বলে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে।

আইনজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, রিভিউ পিটিশন করে কিছু লাভ হবে না। যেখানে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই কারচুপিতে ভরা, সেখানে রায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। সুপ্রিম কোর্ট গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, মুখ্যমন্ত্রী তাই চাকরিচ্যুত গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য মাসে ২৫০০০ এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য মাসে ২০০০০ টাকা ভাতা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

তাঁর যুক্তি, ডানলপ বন্ধের পর থেকে রাজ্য যেমন কর্মীদের মাসে দশ হাজার টাকা করে দেয়, তেমনি সমস্যা না মেটা পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীরা ভাতা পাবেন। মানবিকতার দৃষ্টি থেকে দেখলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশের আইনকানুন তো আছে। ১৭ এপ্রিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আগাগোড়াই দুর্নীতি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেন কোন আইনে? সেটা আদালতের অবমাননা হবে না তো? আইনজ্ঞদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সরকারি অর্থ খরচ করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, যদি একটি ক্ষেত্রে এমন মাসোহারার ব্যবস্থা হতে পারে, তাহলে বাকি চাকরিচ্যুতদের জন্য নয় কেন?

বস্তুত অযোগ্য চিহ্নিত শিক্ষকদের একাংশও ইতিমধ্যে দাবি তুলেছেন, তাঁদের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী ভাতা ঘোষণা করুন। তাঁদের বক্তব্য, কীসের ভিত্তিতে তাঁদের দাগি তকমা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। ওএমআর সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, তারও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আপাতত রিভিউ পিটিশনের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ। কিন্তু সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেও চটজলদি কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তাই ধরে নেওয়া যায়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের বিষয় হয়ে উঠতে পারে ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

দুনিয়াজুড়ে ভোটযুদ্ধে ট্রাম্প-প্রভাব

কোথাও মার্কিন ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটে ম্যাজিক-মন্ত্র।

অতনু বিশ্বাস

দুনিয়ার রাজনীতি এবং দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের ভোটে আমেরিকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের আর সার্বিকভাবে বিবিধ মার্কিন নীতির যে একটা প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই আছে, এমনকি পরোক্ষভাবে হলেও, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকার কথা নয়। কোথাও মার্কিন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটের ময়দানে ম্যাজিক-মন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রেসিডেন্সিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর সেই ট্রাম্প ২.০-র আমেরিকা বোধহয় বৈশ্বিক প্রভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে আগেকার আমেরিকাকে।

ট্রাম্প কিন্তু তাঁর এই প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছেন ভোটে জিতেই জানুয়ারির ২০ তারিখ তাঁর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির জন্য শপথগ্রহণের আগে থেকেই। কারণ, ওভাল অফিসের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে থেকেই ট্রাম্প ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছিলেন। এমনকি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তিনি গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চান, এমন ইঙ্গিত বারবার দিয়েছেন ট্রাম্প।

গ্রিনল্যান্ডের সাম্প্রতিক ভোটে এর ফলাফল কিন্তু বলার মতো। বলাই বাহুল্য গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ট্রাম্পের এই আগ্রাসী মনোভাবকে পছন্দ করেননি বড় একটা। ফলে নির্বাচনে জিতল একটা মধ্যপন্থী দল, যারা ডেনমার্ক থেকে পর্যায়ক্রমে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বোঝাই যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রিনল্যান্ডবাসী সেটাকেই মনে করেছেন ট্রাম্পের আগ্রাসনের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সবচাইতে উপযোগী পরিস্থিতি। জয়ী দলের নেতা হান্স-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন, তাঁকে বলেছেন গ্রিনল্যান্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে 'হুমকি'।

তারপর এপ্রিলের শেষে হল কানাডার অকালনির্বাচন। সে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ভোট। সে ভোটও একেবারে ট্রাম্পময়। ভোটের তিন-সাড়ে তিন মাস আগেও জনমত সমীক্ষায় কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং তাঁর দল লিবারেল পার্টির ভরাডুবি প্রায় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ ন্যানোস নামক এক সংস্থার করা প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় দেখা গেল বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ আর শাসক লিবারেল পার্টির পক্ষে জনসমর্থন মাত্র ২০ শতাংশ। অন্যান্য সংস্থার করা সমীক্ষার ফলেও মোটামুটি একই ছবি।

কিন্তু কুর্সিতে বসার আগে থেকেই ট্রাম্প কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন প্রবলভাবে। বারবার। তৎকালীন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে বারবার 'গভর্নর ট্রুডো' হিসেবে ব্যঙ্গ করতে থাকলেন। তার ওপর তো গোটা দুনিয়ার সঙ্গেই শুরু করলেন তাঁর শুল্ক-যুদ্ধ। আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোর মধ্যের বাণিজ্য চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কানাডার ওপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন চড়া হারে। এসবের ফলশ্রুতিতে মারাত্মক চটল কানাডিয়ান জনতা। প্রবলভাবে উজ্জীবিত হল তাদের জাতীয়তাবোধ। ইতিমধ্যে ট্রুডোর জায়গায় কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মার্ক কারনি। ভোটের বাজারে কানাডিয়ানদের জাতীয়তাবোধকে আরও উসকে দিতে পারলেন কারনি। আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার কনজারভেটিভ দলের নেতা পিয়ের পয়লিয়েভর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের আদর্শগত মিল এবং সংযোগ সুবিদিত। এক, তীব্র ট্রাম্প বিরোধিতার আবহে এবং কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদের উতল হাওয়ায় মুছে গেল ২০-২৫ শতাংশ বা তারও বেশি জনসমর্থনের ব্যবধান। উলটে এপ্রিলের ২৮ তারিখের ভোটে লিবারেলরাই পেল কনজারভেটিভদের থেকে আড়াই শতাংশ বেশি ভোট। যে পয়লিয়েভরের কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা মাস কয়েক আগেও ছিল প্রায় নিশ্চিত, ট্রাম্পের প্রভাবে এক ঘোলা জলের তীব্র আবর্তে তা ভেঙেচুরে হল একাকার। মোট কথা, কানাডার ভোটে ট্রাম্প-এফেক্ট যেভাবে কনজারভেটিভ পার্টিকে নিশ্চিত জয় থেকে টেনে নামিয়ে তাদের ভরাডুবি ঘটিয়েছে তা ভবিষ্যতে ভোট বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় এবং পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাসেও নানাভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হবে।

যাই হোক, গ্রিনল্যান্ড কিংবা কানাডার ভোটপর্ব ট্রাম্পের ছায়ার নীচে গ্রহণে ঢাকা পড়া হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, কারণ এদেরকে আমেরিকার অংশ করতে চেয়ে ট্রাম্প এদের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় অংশের মানুষ তাই ট্রাম্পবিরোধী হয়ে পড়েছেন। তাই যে পার্টি বা নেতার আমেরিকায় ট্রাম্প কিংবা তার দলের সঙ্গে মাখামাখি বা নীতিগত সংযোগ অথবা সাদৃশ্যও রয়েছে, তারা বিরাগভাজন হচ্ছেন জনগণের দরবারে। এমন ছবি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ গ্রহের অন্যত্রও।

যেমন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার ভোট হল মে মাসের ৩ তারিখ। সেখানেও কিন্তু ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন নানাবিধ কারণে। ডিসেম্বর নাগাদই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিরোধী জোট লিবারেল-ন্যাশনাল কোয়ালিশন বা এককথায় 'কোয়ালিশন' এগিয়ে আছে জনসমর্থনে। কিন্তু হঠাৎই যেন নেপথ্যে থেকেও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন ট্রাম্প। দুনিয়াজুড়ে বাণিজ্য-যুদ্ধ নিয়ে তাঁর আগ্রাসন স্পষ্ট করলেন সুদূর ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বসে। এবং বিরোধী নেতা পিটার ডাটন যদিও কোনওভাবেই ট্রাম্পের 'ক্লোন' রূপ ছিলেন না, কিন্তু ট্রাম্প ঘরানার রাজনীতি এবং ভাবমূর্তি থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না কিছুতেই। বিরোধীরাও তাঁকে জুড়তে চেয়েছেন ট্রাম্প ঘরানার সঙ্গে। ফলশ্রুতিতে ভোটে তাঁর ভরাডুবি হল। পুনর্নির্বাচিত হলেন অ্যালবানিজ এবং তাঁর দল।

দুনিয়ার অন্যত্রও কিন্তু নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। যেমন সিঙ্গাপুরেও ভোট হয়েছে মার্চের ৩ তারিখ। সেখানে যদিও ৬৬ বছর ধরে ক্ষমতাসীন শাসকদল পিপলস অ্যাকশন পার্টির জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, ভোটাররা কিন্তু আবার বিপুলভাবে জয়ী করেছে তাদের। আসলে ট্রাম্প ঘোষিত অতি চড়া শুল্কহারের ফলে দুনিয়াজুড়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে নিজেদের দেশে রাজনৈতিক স্থিততাকেই বেছে নিয়েছে মানুষ। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে একটা নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে অনেক দেশেই।

সামনেই ভোট রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতে। ভোট আছে জাপানের সংসদের উচ্চকক্ষেরও। এসব ভোটের ক্ষেত্রে এবং আগামীদিনে আরও অনেক দেশে ট্রাম্পের শুল্ক, তার অর্থনৈতিক প্রভাব, কোন নেতা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভালো করে দরদস্তুর করতে পারবেন, কোন নেতার নীতি বা কথাবার্তা ট্রাম্পের মতো, এসবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ওপরের আলোচনায় মনে হতে পারে যে, সাম্প্রতিক অতীতে যখন বিশ্বব্যাপী অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি অর্থাৎ ক্ষমতাসীনের বিরোধিতা করার মনোভাব এবং রক্ষণশীলতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বেশ চড়া মাত্রায়, ট্রাম্পের প্রভাবে কিন্তু উলটে একটা সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী জোটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে। সেই সঙ্গে ভোটাররা ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বেছে নিচ্ছেন স্থিতিশীলতা। এর অর্থ কি এটাই যে ট্রাম্প এবং ট্রাম্পবাদ বিশ্বজুড়ে এতটাই সমর্থন হারিয়েছে যে ট্রাম্পের বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং অন্যান্য নীতির আবর্তে ট্রাম্পবিরোধী দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্য অন্য দেশেও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে?

তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। এজন্য আমাদের নিতে হবে আরও দুটো উদাহরণ। প্রথমটা হল ফেব্রুয়ারির জার্মানির ভোট। সে ভোটে অতি দক্ষিণপন্থী এবং ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ দল এএফডি-র ফল হয়েছে নজরকাড়া। এএফডি তাদের সর্বকালের সেরা ফল করেছে এই ভোটে। না জিতলেও হয়ে উঠেছে এক প্রধান শক্তি। আর দ্বিতীয় উদাহরণটা রোমানিয়ার। সম্প্রতি সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটে জিতেছেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অতিজাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ সিমিয়ন। সিমিয়ন নিজেকে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্পের স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর স্টাইলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুনর্গঠন করতে চেয়েছে সিমিয়ন।

জার্মানি এবং রোমানিয়ার ভোট বোঝাচ্ছে, ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হলে ভোটে হারতে হবে, বিষয়টার এতটা অতিসরলীকরণ সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আসলে প্রতিটা দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন তাদের ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতা। এবং নেতারা ভোটের প্রচারে জনগণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন, সেটাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধ এবং তাঁর বিবিধ নীতি এবং কথাবার্তার প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশের অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে এতটাই পড়েছে যা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে অনেক দেশের ভোটে। নিয়ন্ত্রক, তবে তার প্রভাব কিন্তু হতে পারে যে কোনও দিকেই। স্মরণকালের মধ্যে অন্য কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি এমন ছাপ ফেলতে পেরেছেন বিশ্ব রাজনীতিতে?

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াণ কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের।

আলোচিত

বিরাট কোহলি ওঁর জমানার বড় খেলোয়াড়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত। আসলে এদেশে ছেড়ে যাওয়াকে সবসময় সমাদর করা হয় না। কিন্তু বিরাট সঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে। এটাই একজন অসাধারণ খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞান।

- সঞ্জয় বাঙ্গার

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাংলো 'জলসা'র বাইরে এসে অমিতাভ বচ্চন সবার দিকে হাত নাড়তেই ফ্যানরা কুপোকাত। মোবাইলে তোলা সেই ভিডিও মুহূর্তে ইন্টারনেটে আপলোড হতেই ভাইরাল। সাময়িক বিরতির পর বিগ বি আজকাল ফের কাজে ডুবে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 'মহাপ্রসাদ' টেবিলে বসা এক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে- ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মন্দিরের নিয়মে মহাপ্রসাদ মাটিতে বসে খাওয়ার নিয়ম।

জনমন
জনমত

বরাকের স্মৃতিকে যেন না ভুলি

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার সরকার অসমিয়া ভাষাকে অসমের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব পাশ হয়। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ওপর অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ'। তাদের দাবি ছিল, ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া। সরকার এই দাবি না মানায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ১৯ মে হরতাল করা।

ঘটনাক্রমে ১৯ মে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে শিলচরে অবস্থিত 'তারাপুর রেলস্টেশনের' দায়িত্বে থাকা সুরক্ষাকর্মীরা লাঠি ও বন্দুক দিয়ে বাংলা ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের মারতে শুরু করে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেইদিন নয়জন এবং পরদিন দুইজন বাংলা ভাষাপ্রেমী শহিদ হন।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর প্রতি বছর বরাক উপত্যকা সহ ভারতের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ও রাজ্যে ১৯ মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েই বলছি, শুধুমাত্র শিলচরে বা অসমে নয়, পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯ মে ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করি।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কর্মরত বহু বাঙালিও

১৫ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কর্মক্ষেত্রে জোড়া ফলায় বিদ্ধ বাঙালি' শীর্ষক প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, বাঙালিরা কম বেতনে কাজ করতে চায় না এবং বিভিন্ন ভাষাও জানে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে আশপাশের গ্রামীণ এলাকা এবং শহরতলি থেকে এসে শিলিগুড়ির অনেক দোকান, শপিং মল এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা কাজ চালানোর মতো কয়েকটি ভাষাও বলতে পারে। আমাদের কিছু বন্ধু ও পরিচিত মানুষ কম বেতনে এই ধরনের কাজ করে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাঙালি এবং অবাঙালি মিলেমিশে কাজ করে থাকে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই শুধু বাঙালি ছেলেমেয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করে।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলায় 'উনিশে মে' মর্যাদা পায় না কেন

একুশে ফেব্রুয়ারির গর্ভে ছিল উজ্জ্বল উনিশে মে। অসমের শিলচরে ১১ ভাষা শহিদকে এই বাংলা মনে রাখেনি সেভাবে।

পার্থ চৌধুরী

বাংলা ভাষার জন্য আত্মবলিদানে'র সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে, এ গর্ব আপামর বাঙালির। এক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া কখনোই অন্তরায় হয়নি সংগত কারণেই। দিনটিকে স্মরণ করে দুই বাংলাতেই আমরা সাড়ম্বরে উদযাপনে মেতে আছি বহু বছর ধরে। এ এক অনন্য নজির পৃথিবীর বুকে। ভাষার লড়াই যে একটা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, এমনটা দুনিয়ার আর কেউ ভাবতে পেরেছিল?

এই দিনটি আরও মহিমান্বিত হতে পারত, কিন্তু হয়নি আত্মবিস্মৃত এপার বাংলার বাঙালির অনবধানতায়। আমরা সেভাবে গুরুত্বই দিলাম না 'উনিশে মে'-কে। যদি দিতাম, তাহলে এই দিনটির প্রতি যেমন আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত, তেমনই অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যটিও সাধারণের আলোচনায় স্থান পেত।

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর। বিধানসভার অধিবেশন। অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা একমাত্র অহমিয়াকেই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব আনলেন। বাংলা কিন্তু তখন অসমের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। করিমগঞ্জের বিধায়ক নরেন্দ্রমোহন দাস তীব্র আপত্তি জানালেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। কংগ্রেস সরকার আমল দিল না সেই আপত্তির। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

এই ঘটনায় গর্জে উঠলেন অসমের বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ১৪ এপ্রিল শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে পালিত হল 'সংকল্প দিবস'। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা ফুটছেন তখন। তাঁরা এপ্রিল মাসে প্রায় দশদিন ধরে উপত্যকায় প্রচার চালান পদযাত্রা করে। এই যাত্রায় তাঁরা অতিক্রম করে প্রায় ২০০ মাইল পথ। এ যেন আর এক লংমার্চ।

পরিষদের আহ্বায়ক রথীন সেন ঘোষণা করেন, 'যদি ১৩ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা না হয়, তাহলে ১৯ মে থেকে চলবে টানা হরতাল। বাঙালি বোঝাবে তাঁরা ভাষার জন্য কী করতে পারে।'

অসম সরকার চুপ করে বসে রইল না। নামল আসাম রাইফেলস, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এবং স্থানীয় পুলিশ। শিলচরে চলল রুটমার্চ। ১৮ মে আন্দোলনের তিন নেতা রথীন সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী এবং নলিনী দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯ মে ১৯৬১ ঘটল সেই বৈপ্লবিক ঘটনা।

সেদিন সকাল থেকে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে শুরু হল হরতাল। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন চলছিল। দুপুরে উপস্থিত হলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। বেলা আড়াইটে নাগাদ আন্দোলনকারী বাঙালিদের ওপর লাঠিচার্জ, বেয়নেট চার্জ শুরু করে এই প্যারামিলিটারি বাহিনী। জবাবে ফুঁসে ওঠেন বাঙালিরা। এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ যায় ৯ জন আন্দোলনকারীর। ৩ জন আহত হন। পরদিন তাঁদের মধ্যে ২ জনও মারা যান। শহিদ হন মোট ১১ জন ভাষা শহিদ।

পরদিন ২০ মে মরদেহ সহ শোক মিছিল করে পথে নামে মানুষ। ফলশ্রুতিতে সরকার বাধ্য হয়েছিল বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে। আমাদের পূর্বসূরিদের ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জানাই কি? কতজন বাঙালি জানে এই ঐতিহাসিক ঘটনা? আমাদের এত কুণ্ঠা কেন? পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয় না। একুশের গর্ভজাত উনিশকে আর কতকাল ব্রাত্য করে রাখব আমরা?

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নাট্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অর্থহীন উক্তি বা বাক্য, অসংলগ্ন কথাবার্তা ৪। টাকার ভাঙানি, খুচরো ৫। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৭। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ, উপায় ও পথ ৮। চিরকাল ৯। দলিল, নথিপত্র ১১। ইচ্ছা, অভিরুচি, খুশি ১৩। লাক্ষা, গালা, আলতা ১৪। ভঙ্গুর, অত্যন্ত দুর্বল, পাশ্চাত্য নৃত্যবিশেষ ১৫। বন্ধু, বয়স্য, ফাজিল লোক।

উপর-নীচ : ১। কাক, চিল, শকুন, প্যাঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি ২। পরমেশ্বর ৩। কেনাবেচা ৬। ব্রজবুলিতে নবীন ৯। মুক্ত, খোলা, উদার, অকৃপণ ১০। লোকালয়, জনবসতিযুক্ত স্থান ১১। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ১২। বিশেষ জোর, উচ্চ ধ্বনি, জয়োল্লাস।

সমাধান ■ ৪১৪২

পাশাপাশি : ১। দৈবক্রমে ৩। নোকর ৫। নীলকমল ৭। শামলা ৯। পরাত ১১। নরপুঙ্গব ১৪। বর্তিকা ১৫। কপর্দক।

উপর-নীচ : ১। দৈন্যদশা ২। মেদিনী ৩। নোলক ৪। রসালো ৬। মদিরা ৮। মঞ্জীর ১০। তকতক ১১। নসিব ১২। পুস্তিকা ১৩। বর্নিকে।

বিন্দুবিসর্গ

কোহলিকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : শচীন তেন্ডুলকার প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতরত্ন পেয়েছেন। সুরেশ রায়না চান, বিরাট কোহলিকেও দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের যা অবদান, ভারতরত্ন প্রাপ্য। বিরাটের জন্য ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজনের দাবিও তুললেন।

শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। একটা বলও খেলা সম্ভব হয়নি। কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাটকে নিয়ে আলোচনার সময় রায়না এমনই চাঞ্চল্যকর পরামর্শ দেন। বলেছেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিরাটকে অবশ্যই ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।’

রায়নার মতে, বিরাট যে মাপের ক্রিকেটার, তাতে বিদায়ি টেস্টও প্রাপ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত উদ্যোগী হওয়া। শচীন যেমন ঘরের নিজের শহর মুম্বইয়ে বিদায়ি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

> “যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।
>
> **ইশান্ত শর্মা**

বিরাটের জন্য তেমনই দিল্লিতে বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করা উচিত। ঘরের সমর্থক, গোটা পরিবারের সামনে বিদায়। এরচেয়ে ভালো মঞ্চ কী হতে পারে বিরাটের মতো খেলোয়াড়ের জন্য।

ইশান্ত শর্মা আবার বিরাটকে নিয়ে নতুন রহস্য ফাঁস করলেন। দিল্লি থেকে ভারতীয় দল-দীর্ঘদিনের সতীর্থ। অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায় থেকে একসঙ্গে খেলেছেন। ইশান্তের মতে, বাকিদের কাছে বিরাট মহাতারকা হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে নয়! বিরাট হল তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, প্রিয় চিকু।

ইশান্ত বলেছেন, ‘দিল্লির হয়ে যখন অনূর্ধ্ব-১৯ খেলতাম, তখন রোজ টাকা গুনতাম, দেখতাম আমাদের কাছে কত আছে। খেলার পর দুজনে খেতে যেতাম। যাতায়াতের খরচ বাবদ যা পেতাম, তার থেকে বাঁচিয়ে রেখে খেতাম দুজনে। একসঙ্গে বড় হয়েছি। কোহলি তাই বাকিদের কাছে মহাতারকা হতে পারে, আমার কাছে নয়।’

নিজেকে যেভাবে গড়ে নিয়েছে বিরাট, তাতে গর্বিত বন্ধু ইশান্ত। ভারতের জার্সিতে শতাধিক টেস্ট খেলা ইশান্ত বলেন, ‘কীভাবে দুজনে এত টেস্ট খেললাম, তা নিয়ে কখনও আলোচনা করিনি আমরা। অন্য সবকিছু নিয়ে মজা করি। বন্ধুদের মধ্যে যা হয় আর কী। কখনও মনে হয় না ও বিরাট কোহলি। আমাদের কাছে চিরকাল ও চিকু। এভাবেই দেখি বিরাটকে। একভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে চিকুও।’

শুধু মনের কথা, খাবার নয়, বাইরে খেলতে গেলে রুম পার্টনার ছিলেন দুজনে। সেভাবেই জাতীয় দলে খেলার খবর বিরাটের থেকে পেয়েছিলেন ইশান্ত। বলেছেন, ‘যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।’

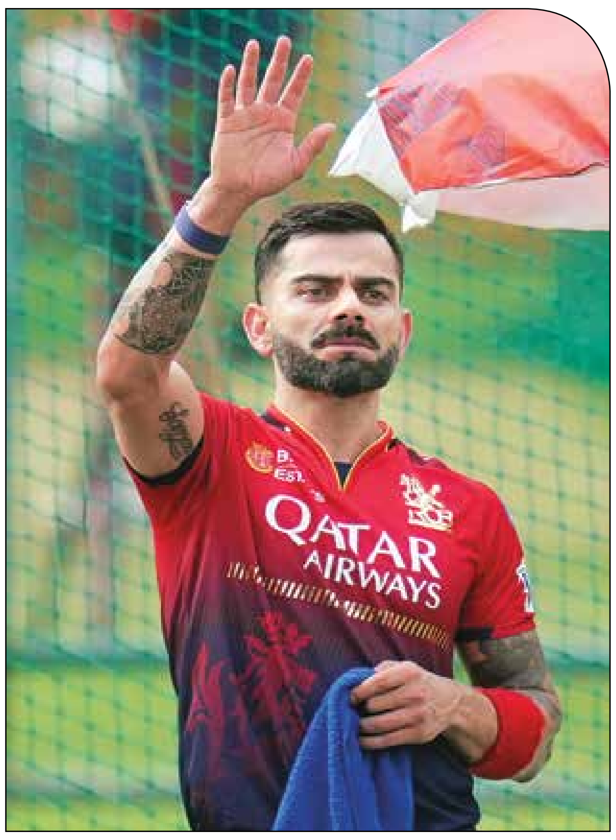

ম্যাচের পর টাকা গুনত চিকু : ইশান্ত

বিরাটকে কাউন্টি খেলার প্রস্তাব মিডলসেক্সের

লন্ডন, ১৮ মে : সম্প্রতি তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে।

কিন্তু তারপরও বিলেতের মাটিতে বিরাটকে খেলতে দেখা যেতে পারে। সব ঠিকমতো চললে কোহলি মিডলসেক্সের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে পারেন। অতীতে কখনও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেননি কোহলি। এবার কি তাঁকে কাউন্টি খেলতে দেখা যাবে? উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু তার মধ্যেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী দল মিডলসেক্সের তরফে কোহলিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখানো হয়েছে। তাঁর কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তবে রাত পর্যন্ত কোহলি এই ব্যাপারে খোলসা করেননি। তাঁর ভাবনার কথাও তাই অজানা দুনিয়ার। কিন্তু মিডলসেক্সের প্রস্তাবের পর কোহলির বিলেতে কাউন্টি খেলা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মিডলসেক্সের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যালান কোলম্যান আজ বলেছেন, ‘বিরাট ক্রিকেট দুনিয়ার কিংবদন্তি, আইকন। ওর মতো ক্রিকেটারকে দলে পেতে আগ্রহী আমরা।’ টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলা কোহলি শেষপর্যন্ত মিডলসেক্সের ডাকে সাড়া দিলে কেন উইলিয়ামসনের সতীর্থ হতে পারেন তিনি।

‘টেস্ট মিস করবে ওকে’

হতাশায় ডুবে বাঙ্গার-ভরত

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ১২ মে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। মাঝে কেটে গিয়েছে কয়েকটি দিন। কিন্তু বিরাট কোহলির অবসর ঘোষণা নিয়ে এখনও হাহুতাশ চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

কোহলিকে নিয়ে হতাশায় ডুবে যেমন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের বিশাল অংশ, ঠিক তেমনই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন ব্যাটিং ও বোলিং কোচও কোহলির টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে অবাক। মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন করেছিলেন কোহলি। দুবাইয়ে ট্রফি জিতে দেশে ফেরার পরও বাঙ্গারের ক্লাসে দেখা গিয়েছিল কোহলিকে। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন বিরাট। সময়ের সঙ্গে পুরো ছবিটা বদলে গিয়ে কোহলি এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্তে অবাক বাঙ্গারও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ আজ বলেছেন, ‘বিরাটের সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে আমি হতাশ, অবাকও। ওর যা ফিটনেস ও স্কিল, আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক বছর অনায়াসে খেলবে ও।’

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির সম্মানে ১৮ নম্বর সাদা জার্সিতে হাজির তাঁর অনুরাগীরা।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বহু বিখ্যাত, কিংবদন্তি ক্রিকেটারের অবসর সুখের হয়নি। সেই তালিকায় এখন কোহলিও। বাঙ্গারের কথায়, ‘আমাদের দেশে অবসরের সিদ্ধান্ত সবসময় প্রশংসা পায় না। তবে পরিস্থিতির বিচারে হয়তো কোহলি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ওর মতো কিংবদন্তি যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সম্মান আমাদের সবারই করা উচিত।’ বাঙ্গার যেখানে থেমেছেন, ঠিক সেখান থেকেই কোহলির অবসরের সিদ্ধান্তে তাঁর হতাশার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন ভরত অরুণ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচের কথায়, ‘টেস্ট ক্রিকেট মিস করবে কোহলিকে। ঠিক কেন ও এখনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জানা নেই। হয়তো ওর সিদ্ধান্তই সঠিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব অবাক হয়েছি।’ ভরত এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। গতরাতে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। খেলা না হলেও দুই দলের ক্রিকেটার, কোচদের জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে। কোহলিকেও দেখা গিয়েছিল ভরতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বলেননি ভরত। কেকেআরের বোলিং কোচের কথায়, ‘বিরাট কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সবারই সম্মান করা উচিত। ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসরের, তখন সেটাই ঠিক।’

টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে আরসিবি

নায়ক দর্শনে ভিলেন প্রকৃতি

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন তিনিও। কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি।

আইপিএলের প্রত্যাবর্তনের রাত হতে পারত বিরাট কোহলিময়। বদলে সেটা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির আঙিনা। যেখানে রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে স্লোগান ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারির ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। বেঙ্গালুরুতে রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির দাপট। অন্তহীন অপেক্ষার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আর তারপরই ভরা গ্যালারিকে টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোহলির দল। কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই নেই। আরসিবির তরফে এক মিডিয়া রিলিজে আজ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ‘যেসব ক্রিকেটপ্রেমী অর্থের বিনিময়ে টিকিট কেটে মাঠে খেলা দেখতে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকেই টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।’

চিন্নাস্বামীর মায়াবী রাতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন হাজারো বিরাট। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর প্রথমবার আধুনিক ক্রিকেটের ভগবানকে দেখার জন্য যাঁরা হাজির হয়েছিলেন মাঠে। তাঁদের বেশিরভাগেরই পরনে ছিল টেস্ট ক্রিকেটের সাদা জার্সি। যার পিছনে লেখা ছিল বিরাট। সঙ্গে ছিল কোহলির প্রিয় ১৮ নম্বর। আজ বিকেলের দিকে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলছিলেন, ‘গতরাতে খেলা শুরুর জন্য সবদিক থেকে তৈরি ছিলাম আমরা। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে কিছু করার ছিল না। অনেক রাতের দিকে যখন বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি থামে, তখন প্রায় শেষ রাত।’ আরসিবি-র তরফেও খেলা না হওয়ার জন্য হতাশা চেপে রাখা হয়নি। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে আরসিবি পেয়েছে এক পয়েন্ট। সেই এক পয়েন্টের কারণে কোহলির দলের প্লে-অফ এখনও নিশ্চিত নয়। বাকি থাকা দুই ম্যাচের জন্য বিরাটদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আরসিবি-র বাকি থাকা সেই ম্যাচ কতটা বিরাটময় হয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।

নাইটদের সিদ্ধান্তে অবাক ক্রিকেট মহল

বিদায়ের পর দলে নয়া রহস্য স্পিনার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হতাশায় ডুবে যাওয়ার রাত। বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার রাত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আইপিএল শুরু হল গতরাতে। আর শুরুতেই ভিলেন বৃষ্টি। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে এক বলও খেলা হয়নি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে নাইটদের স্বপ্নও।

আর স্বপ্নভঙ্গের পরদিন নাইট শিবির থেকে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা শেষ লিগ ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবম শুক্লাকে। ২৯ বছরের এই লেগস্পিনারকে রহস্য-স্পিনার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও রহস্যের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, রোভমান পাওয়েল ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে না ফেরার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই পরিবর্তের খোঁজে ছিল কেকেআর। আজ সেটাই চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শেষবেলায় একটি নিয়মরক্ষার ম্যাচের জন্য দলে পরিবর্তন না করলেই চলত না কি? কেকেআরের তরফে অবশ্য বাইরের দুনিয়ার এমন প্রশ্নের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি।

বরং কেকেআর শিবির গতরাতে চিন্নাস্বামীর বৃষ্টি নিয়ে অনেক বেশি হতাশায় ডুবে রয়েছে। আজিঙ্কা রাহানেরা ভেবেছিলেন রজত পাতিদার, বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার যুদ্ধে জিতে আগামীর অক্সিজেনের কথা। বাস্তবে সেটা হয়নি। বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর নাইট সংসারে এসেছে মাত্র এক পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে প্যাট কামিন্সদের বড় ব্যবধানে হারাতে পারলেও নাইটদের সুবিধা হওয়ার কিছু নেই। এমন অবস্থায় দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে নাইটদের চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন। দলকে উৎসাহ দিয়েছেন আগামীর লক্ষ্যে। কিন্তু তার মধ্যেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে নিলাম থেকে কেকেআরের দল নির্বাচনের পাশাপাশি প্রস্তুতি- সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করাও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তব হল, আপাতত ভুল শুধরে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই রাহানে-পণ্ডিতদের। কিন্তু এমন অচলাবস্থা চলতে থাকলে শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের আগামীর লক্ষ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন দেখা যাচ্ছে না। যদিও ২০২৬ সালের আইপিএলের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু তার আগে আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা ও পরিকল্পনার বদল করতেই হবে কেকেআরকে। না পারলে ‘কেকেহার’ হয়েই থাকতে হবে।

আফটার শক

- সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করা শুরু হয়েছে।
- ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

টানা বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের আশাও। হতাশা নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের

লখনউ, ১৮ মে : শুরুটা দারুণ। কিন্তু লিগ যত এগিয়েছে, দিশা হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। একসময় মনে হচ্ছিল, সহজেই প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে ফেলবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। কিন্তু সাপলুডোর আইপিএলে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটিতে হেরে খাদের কিনারে লখনউ!

ভারত-পাক সংঘর্ষে দিন দশেকের ‘ছুটি’। নতুন অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল নিজেদের দ্বাদশ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম লখনউ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। নক আউটে পা রাখতে হলে বাকি তিন ম্যাচে জেতা এবং বাকি দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া রাস্তা নেই।

ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে জয়ে ফেরার টক্কর ঋষভ পন্থ ব্রিগেডের জন্য। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইতিমধ্যেই যারা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন (১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। নিয়মরক্ষার শেষ তিন ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে সম্মানরক্ষা এবং আগামীর ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

নড়বড়ে প্রতিপক্ষ। যদিও স্বস্তি নেই টিম লখনউয়ের। শেষ পাঁচ ম্যাচে দলের নিম্নমুখী পারফরমেন্সের সঙ্গে অধিনায়ক ঋষভের ফ্লপ শোয়ের লম্বা কাহিনী দলের মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। রেকর্ড ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকা দলের মাথাব্যথা। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। ব্যাটিং অর্ডারে পিছোতে পিছোতে ৭ নম্বরেও নেমেছেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা বদলায়নি।

আগামীকাল ঋষভের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। ভাগ্য বদলেরও। সামনে ইংল্যান্ড সফর। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি উত্তর পর্বে ফের লিডারশিপ গ্রুপে ফেরার হাতছানি। সহ অধিনায়ক করার কথা ভাবা হচ্ছে। তার আগে ঋষভের রানে ফেরাটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের জন্য। পন্থও মরিয়া থাকবেন নিজের হারানো ছন্দটা ফিরে পেতে।

নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) শুরুটা ভালো করেছিলেন। যদিও শেষ কয়েক ম্যাচে পুরানের ব্যাটেও রানের খরা। মাঝের ওভারে আয়ুষ বাদোনি (৩২৬), ডেভিড মিলার (১৬০) মাঝারিয়ানায় আটকে। ফল যা হওয়ার তাই। নড়বড়ে ব্যাটিং ভোগাচ্ছে। এর মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে তিরুমালার বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরে সপরিবারে পুজো দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের সাফল্য প্রার্থনায় তিরুমালার তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দিলেন ৩.৫ কোটি টাকার দানসামগ্রী।

সানরাইজার্সের অবশ্য হারানোর কিছু নেই। তবে অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষানরা মরিয়া থাকবেন শেষ তিন ম্যাচে সমর্থকদের প্রত্যাশা কিছুটা হলেও মেটাতে। বিক্ষিপ্তভাবে অভিষেক, ঈশানরা তাঁদের বিধ্বংসী ক্রিকেটের ঝলক দেখিয়েছেন। কিন্তু ম্যারাথন লিগে সাফল্য পেতে ধারাবাহিকতা দরকার। তা দেখা যায়নি এবার।

কাল ট্রাভিস হেডকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স। কোভিডে সংক্রামিত হয়েছিলেন অজি তারকা। হেডকোচ

হায়দরাবাদের হারানোর কিছু নেই

আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ড্যানিয়েল ভেত্তোরি জানান, এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি হেড। সেক্ষেত্রে ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে হায়দরাবাদের। গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পাওয়ার প্লে।

নতুন বলে অভিষেকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে টিম লখনউয়ের নবাগত তারকা মায়াঙ্ক যাদবের বদলি নিউজিল্যান্ডের পেসার উইলিয়াম ও’রৌরকে। তবে আকাশ দীপ, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইরা বল হাতে এখনও পর্যন্ত ভরসা জোগাতে ব্যর্থ লখনউকে। ব্যতিক্রম বলতে নবাগত স্পিনার দিগবেশ রাঠি (১২ উইকেট)। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, দরকার দলগত প্রয়াস।

ঋষভের ফর্মে ফেরার সঙ্গে সেই শর্ত কাল পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার।

ঝুলনকে আদর্শ করার পরামর্শ দিলেন সৌরভ

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১৮ মে : বোলপুর পুরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বানে এসে শান্তিনিকেতনের প্রেমে পড়ে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯ মে তাঁর বোলপুর আসার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। মঞ্চে উঠে তিনি বলেছেন, ‘এই প্রথম বোলপুরে এলাম। এখানে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। এখানে ভলিবল, বাস্কেটবল, ক্যারাটে সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। বীরভূম থেকে বহু খেলোয়াড় কলকাতায় যায়।’ এদিন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘দেশের আইকন ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন যদি নদিয়ার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, বীরভূম কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। শুধু পরিশ্রম করতে হবে।’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভের কাছে অনুব্রত মণ্ডল অনুরোধ করেন বোলপুরে একটি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু করার। সৌরভ অবশ্য অনুব্রতর অনুরোধ রাখার কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এদিন বোলপুর সাংসদ অসিত মালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভ বলেছেন, অসিত মাল ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন স্টেডিয়ামের উন্নয়নে। তাঁকে ধন্যবাদ।

আজ শুরু হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু সোমবার থেকে। তার আগে এদিনই বেশকিছু ফুটবলার যোগ দিলেন কলকাতার শিবিরে।

১০ জুন হংকংয়ে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। যা খবর তাতে ওটাই সম্ভবত শেষ ম্যাচ হতে চলেছে মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, হংকং ম্যাচের পর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে আর রাজি নন। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করায় গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে গেছে ভারতের পক্ষে। যদিও এখনও হাতে পাঁচটা ম্যাচ বাকি। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। নিজেদের ঘরের মাঠে দুর্বল বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে না পারায় এই দলকে নিয়ে বাজি ধরছেন না বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই মনে করছেন, অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতে জেতার ক্ষমতা এই ভারতের নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপ শীর্ষে থাকতে হবে। যদিও অন্য ম্যাচে সিঙ্গাপুর ও হংকংও গোলশূন্য ড্র করে। তবুও ভারত আদৌ এই সহজ গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। হংকং ম্যাচ খেলার আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাংককে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রীরা।

ভারতীয় মহিলা দলের সই করা জার্সি সুনীল ছেত্রীকে তুলে দিলেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

শিবিরে মোট ২৮ জন ফুটবলার ডাকেন মানোলো। যার মধ্যে ইরফান ইয়াদওয়াদ অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করানোয় যোগ দেননি। তাঁর বদলে আগেই এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ডেকে নেন মানোলো। কলকাতাতেও স্থানীয় কোনও দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের হেডকোচ। শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে এদিন সুনীল বেঙ্গালুরুতে সিনিয়ার মহিলা দলের শিবিরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে আসেন। তাঁরাও ২০২৬ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছেন। যা আগামী ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল। এদিন মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যের সই করা জার্সি তাঁরা সুনীলকে উপহার হিসাবে তুলে দেন।

শুভমানদের জয়ে প্লে-অফে প্রীতির দল

৩ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের জয়ের নায়ক হরপ্রীত ব্রার।

পাঞ্জাব কিংস-২১৯/৫
রাজস্থান রয়্যালস-২০৯/৭

জয়পুর, ১৮ মে : শুরুটা হয়েছিল দেশের আসল হিরোদের কুর্নিশ জানিয়ে। দুই দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোটা গ্যালারি ভারতীয় সেনাদের লড়াইকে স্মরণ করে। শ্রেয়স আইয়ারের গলাতেও সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও ব্যাট-বলের টক্করেও উত্তেজনার পারদ। রক্তচাপ বাড়ানো ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স। আবারও ভালো শুরু, সম্ভাবনা জাগিয়েও ফের মাঝের ওভারে লড়াই থেকে হারিয়ে যাওয়ার চেনা ছবিতে ম্যাচ হাতছাড়া রাজস্থান রয়্যালসের।

পাঞ্জাবের ২১৯/৫ স্কোরের জবাবে ২০৯/৭-এ আটকে যাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যার হাত ধরে মূল্যবান ২ পয়েন্ট টিম পাঞ্জাবের। পরে রাতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গুজরাট টাইটান্স জিতে যাওয়ায় প্লে-অফে পৌঁছে যায় প্রীতি জিন্টার দল (১২ ম্যাচে ১৭)।

অথচ, ২১৯ রানের জবাবে দারুণ শুরু করেছিলেন রাজস্থানের তরুণ ওপেনারদ্বয় যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশী। অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে ২২ রান নিয়ে শুরু করেন যশস্বী। চারটি চার ও ১টি ছক্কা-গ্যালারির গোলাপি ঢেউয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডান হাতের তর্জনীতে চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি শ্রেয়স। বদলে নেতৃত্বে শশাঙ্ক সিং। প্রতিপক্ষে দুই তরুণের দাপটে খেই হারাচ্ছিলেন। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল কোচ রিকি পন্টিংকে। ৪.৫ ওভারে ৭৬ রানের পর শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন হরপ্রীত ব্রার। আউট বৈভব (১৫ বলে ৪০)।

৪টি চার ও ৪টি বিশাল ছক্কায় মার্কো জানসেন, অর্শদীপদের বিশ্বমানের পেসারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন বছর চোদ্দোর বৈভব। একসময় ৮.৩ ওভারে রাজস্থানের স্কোর ছিল ১০৯/১। ৬৯ বলে দরকার আর ১১১ রান।

ক্রিজে তখনও আগুন ঝরাচ্ছেন যশস্বী (২৫ বলে ৫০)। কিন্তু বৈভবের পর ফের যশস্বীকে ফিরিয়ে ম্যাচের রংবদলে দেন হরপ্রীত (২২/৩)।

পরে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিয়ান পরাগকে (১৩) ফিরিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (৫৩) মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ফের তীরে এসে তরী ডোবার কাহিনী।

ব্যর্থ যশস্বী, বৈভবের লড়াই

এর আগে টসে জিতে শ্রেয়স ব্যাটিং নেন। জানান, উইকেট বেশ ভালো, যা কাজে লাগাতে চান। যদিও তুষার দেশপান্ডের জোড়া ধাক্কায় ৩.১ ওভারেই ৩৪/৩ পাঞ্জাব। প্যাভিলিয়নে প্রিয়াংশ আর্য (৯), প্রভসিমরান সিং (২১) ও নবাগত মিচেল ওয়েন (০)।

প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান জুটি চলতি লিগে প্রতি ম্যাচেই ভালো শুরু দিচ্ছেন। আজ ছবিটা উলটো। প্রথমে ফেরেন প্রিয়াংশ। আগের বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। আইপিএল অভিষেকে ওয়েনকে তিন নম্বরে নামানোর ফাটকাও কাজে আসেনি।

প্রভসিমরান ফেরেন ৩৪/৩ স্কোরে। এখান থেকে নেহাল ওয়াধেরা-শ্রেয়সের ৬৭ রানের জুটিতে প্রতিরোধ। শ্রেয়স (৩০) ফেরার পর নেহাল (৭০) ও শশাঙ্কের (অপরাজিত ৫৯) দাপট। চাপের মুখে ২৫ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে মালকিন প্রীতি জিন্টার মুখের হাসি মেলাতে দেননি নেহাল। এরপর চেনা মেজাজে ফিনিশ শশাঙ্কের।

আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (অপরাজিত ২১) ক্যামিও ইনিংস খেলেন শেষদিকে। যোগফল, ৩৪/৩-এর আতঙ্ক সরিয়ে ২১৯/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া এবং রাজস্থান-বধে মূল্যবান ২ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা পাঞ্জাবের।

বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। রবিবার।

শেষ চারে নিশ্চিত আরসিবি, গুজরাটও

সুদর্শনের শতরানে ব্যর্থ রাহুলের লড়াই

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯৯/৩
গুজরাট টাইটান্স-২০৫/০
(১৯ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন? সব ঠিক থাকলে উত্তর হয়তো হতে চলেছে লোকেশ রাহুল। ভাবনায় রয়েছে বি সাই সুদর্শনের নামটাও। রবিবার শতরান করে নিজেদের দাবিটা জোরালো করে রাখলেন দুইজনেই। তিন অঙ্কের রান না পেলেও টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে হটফেভারিট শুভমান গিল অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংসে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের খাতায় নম্বর বাড়িয়ে রাখলেন। এদিনই আবার শুভমান ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে ১৫৪ ইনিংসে টি২০ ক্রিকেটে ৫ হাজার রান সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা আন্দাজ করতে পেরে চলতি আইপিএলের বাকি ম্যাচে লোকেশকে ওপেনিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পছন্দের জায়গায় নেমে দুরন্ত শতরানে গম্ভীরদের বার্তা দেওয়ার সঙ্গে আসন্ন বিলেত সফরের রিহার্সাল সেরে রাখলেন রাহুল। গড়ে ফেললেন নয়া রেকর্ডও।

চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বার ওপেন করতে নেমে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন ভালো করে দিলেন রাহুল (৬৫ বলে অপরাজিত ১১২)। টি২০-র মারকাটারি যুগেও লোকেশের টাইমিং নির্ভর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের জন্য আরামদায়ক। রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যা আবারও করে দেখালেন এই তারকা ব্যাটার।

লোকেশ এদিন শুরুই করেন মহম্মদ সিরাজকে জোড়া চার হাঁকিয়ে। তারপর ম্যাচ যত এগিয়েছে ১৪টি চার ও চারটি ছক্কার ইনিংসে শুভমান ব্রিগেডের উপর জাঁকিয়ে বসেছেন রাহুল। ৩৫ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। শতরানে পৌঁছাতে নিলেন ৬০ বল। তার আগে বিরাট কোহলিকে (২৪৩ ইনিংস) টপকে টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে যান রাহুল (২২৪ ইনিংস)।

চোট সারিয়ে ফেরা ফাফ ডুপ্লেসি (৫) আর্শাদ খানের স্লোয়ারে ঠকে গেলেও রাহুল পাশে পেয়ে যান বাংলার রনজি ট্রফি দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৩০)। তাঁদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ মন্থর উইকেটে দিল্লির বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। অভিষেক ফেরার পর লোকেশকে সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল (২৫)। দিল্লি ৩ উইকেটে ১৯৯ রানে পৌঁছে যায়।

গুজরাট রানতাড়ায় নামার পর কুলদীপ যাদব (৩৭/০), মুস্তাফিজুর রহমান (২৪/০), দুষ্মন্ত চামিরারা (২২/০) কোনও চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিতে পারেননি সুদর্শন (৬১ বলে অপরাজিত ১০৮) ও শুভমানকে (৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩)। গুজরাট ১৯ ওভারে বিনা উইকেটে ২০৫ রান তুলে নেয়। এই জয়ের সঙ্গে তারা তো বটেই, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংসও প্লে-অফে চলে গেল।

২০৫ রানের ওপেনিং জুটির পথে বি সাই সুদর্শন ও শুভমান গিল। রবিবার।

শতরানের পর লোকেশ রাহুল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

প্রতি বছর লিগ জয় চান ফ্লিক

বার্সেলোনা, ১৮ মে : অভিষেক মরশুমেই লিগ চ্যাম্পিয়ন। সেইসঙ্গে রয়েছে কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি। বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে স্পেনের সবচেয়ে সুখী মানুষ বললে ভুল হবে না। এই জার্মান কোচ নিজে চান প্রতি বছর লিগ জিতে সমর্থকদের আনন্দ দিতে। হ্যান্সি বলেছেন, 'বার্সা সমর্থকরা সত্যিই অসাধারণ। লিগ জেতার পর ওদের আনন্দ দেখে ভালো লাগছিল। আমরা চেষ্টা করব প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'প্রতি বছর লিগ জেতা কঠিন। আগামী বছর ফের লিগ জেতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করব।'

জিতল রিয়াল, হার বার্সেলোনার

আগামী মরশুমে ফের নিজেদের হোম গ্রাউন্ড ন্যু ক্যাম্পে ফিরছে বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে সংস্কারের কাজ চলছিল বলে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে নিজেদের হোম ম্যাচ খেলেছেন লামিনে ইয়ামালরা। এই নিয়ে ফ্লিক বলেছেন, 'অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলার অভিজ্ঞতাই আলাদা। আমরা আগামী মরশুমে ন্যু ক্যাম্পে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

তবে খেতাব জয় নিশ্চিত করার পর এদিন প্রথমবার মাঠে নেমে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ২-৩ গোলে বার্সা হেরে গিয়েছে। ৪ মিনিটে আয়োজে পেরেজের গোলে ভিয়ারিয়াল এগিয়ে যায়। বিরতির আগেই লামিনে ইয়ামাল ও ফেরমিন লোপেজের গোলে ম্যাচে ১-২ লিড নেয় বার্সা। তবে স্যান্টি কোমেসানা ও টাজোন বুকাননের গোলে ভিয়ারিয়াল জয় নিয়ে ফেরে। রিয়াল মাদ্রিদ অবশ্য ২-০ গোলে সেভিয়াকে হারিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে গোল দুইটি করেন কিলিয়ান এমবাপে ও জুডে বেলিংহাম।

প্রথমবার বড় খেতাব জিতে আনন্দে আত্মহারা ক্রিস্টাল প্যালেসের ফুটবলাররা।

হতাশা ঝেড়ে লিগে চোখ গুয়ার্দিওলার

লন্ডন, ১৮ মে : শেষবেলাতেও হতাশাই সঙ্গী।

কমিউনিটি শিল্ড জিতে মরশুম শুরু। এরপর প্রত্যাশা ছিল অনেক। হলে কী হবে, বাকি মরশুম জুড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে শুধুই শূন্যতা। এফএ কাপ ফাইনালেও ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া। তবুও আক্ষেপ নেই সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। বরং ফাইনালে হারের যন্ত্রণা থেকেই রসদ খুঁজছেন তিনি।

পরিস্থিতি যা আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে ম্যান সিটিকে। নয়তো চেলসি, অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, এফএ কাপ ফাইনালে হারের পর গুয়ার্দিওলা বলছেন, 'ফাইনালে সবটা উজাড় করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। মন খারাপ, তবে এই নিয়ে আক্ষেপ করার সময় নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে।'

শনিবার প্যালেসের কাছে গোল হজমের পরও পেনাল্টি থেকে তা শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল সিটির সামনে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড মাঠে থাকলেও স্পটকিক নেন ওমর মারমৌশ। তাঁর শট রুখে দেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। হাল্যান্ড থাকতেও কেন অন্য কেউ? উত্তরে পেপ বলেছেন, 'ফুটবলাররা মাঠেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়নি। তবে এটা মানতে হবে হেন্ডারসন ভালো সেভ করেছে।'

এদিকে, এই এফএ কাপই জাতীয় স্তরে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব। ওয়েম্বলির মাঠে ইতিহাস লিখে উচ্ছ্বসিত প্যালেসকে প্রথম ট্রফি জেতানো কোচ অলিভার গ্লাসনার। বলেছেন, 'এই মুহূর্তটা আমাদের আর সমর্থকদের। মরশুমের শুরুতে একটা সময় টানা আট ম্যাচ জয়হীন ছিলাম আমরা। সেখান থেকে আজ চ্যাম্পিয়ন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এই রকম ম্যাচ দশটায় হয়তো একটা জিতব। সেই একটা দিন আজই ছিল।'

জিতল আর্সেনাল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার আর্সেনাল ১-০ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। ৫৫ মিনিটে গোলটি করেন ডেকলান রাইস। এদিন জিতে আর্সেনাল ৩৭ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রইল।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নীরজের

দোহা, ১৮ মে : ৯০ মিটার পার করার জন্য নীরজের প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার পালটা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট। নীরজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আশা করছি, আগামী দিনেও দেশের হয়ে নিজের সেরাটা দেব।'

যুবরাজের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে রবিবার শিলিগুড়ি ৮ উইকেটে হারিয়েছে কালিম্পংকে। কালিম্পং প্রথমে ১৯.৪ ওভারে ৫৭ রানে অল আউট হয়। অঙ্গদ খাওয়াসের অবদান ৩০ রান। ইন্দ্রায়ুধ বড়াই, গৌরব মুণ্ডা ও নৈতিক বিশ্বাস ২ উইকেট পেয়েছে। জবাবে শিলিগুড়ি ৫.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রান তুলে নেয়। অরিত্র চট্টোপাধ্যায় অপরাজিত থাকে ২৫ রানে। ২৫ রানের সঙ্গে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা শিলিগুড়ির যুবরাজ সিং।

ম্যাচের সেরা যুবরাজ সিং (বাঁয়ে)।

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত প্যালেস্তাইনের রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য দ্বিতীয় বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতীয় সময় শনিবার মধ্যরাতেই লাল-হলুদের চুক্তিপত্র পৌঁছে গিয়েছে মহম্মদ বাসিম রশিদের কাছে। রবিবারই সই করে দেওয়ার কথা। আপাতত এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন প্যালেস্তাইনের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এই মরশুমে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সাতুয়ান সুরাবায়ার হয়ে খেলছেন ২৯ বছরের রশিদ। এছাড়া প্যালেস্তাইন ও মিশরের ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের হয়েও পঞ্চাশের কাছাকাছি ম্যাচ খেলেছেন। এবার লাল-হলুদে নতুন ইনিংস শুরু করছেন তিনি।

এদিকে সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তাঁর ইস্টবেঙ্গলে আসা এখন বিশবাঁও জলে। কাজাখস্তান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টোবোল কোস্টানায়ের সঙ্গে এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ইভান। কাজাখস্তানের ক্লাবটি এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়তে নারাজ। এরকম একাধিক নাম আলোচনায় থাকলেও এখনও পর্যন্ত নতুনদের মধ্যে কেবল দুই বিদেশিকে চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। রশিদ ছাড়াও ব্রাজিলের মিগুয়েল ফেরেইরাও লাল-হলুদে চূড়ান্ত। পুরোনোদের মধ্যে মাদিহ তালালের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও জানুয়ারির আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এছাড়া সাউল ক্রেসপো ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গেও আরও এক বছরের চুক্তি রয়েছে। যদিও কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দুইজনেরই পরিবর্ত চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত দিয়ামান্তাকোসকে রেখে দেওয়া হলেও সাউলের থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

ইউপিয়া (অরুণাচলপ্রদেশ), ১৮মে: অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে খেতাব ধরে রাখল ভারত। রবিবার ফাইনালে বাংলাদেশকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি ঘরে তুলল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। ২ মিনিটে অধিনায়ক সিঙ্গামায়ুম সামি ভারতকে এগিয়ে দেন। ৬১ মিনিটে মহম্মদ জয় আহমেদ সমতা ফেরালে ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। যেখানে রোহেন সিং দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস করে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়জল স্পটকিক ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় ম্যাচ ভারতের দিকে ঘুরে যায়। পরে সালাউদ্দিন শহিদের শট সেভ করে দলকে জয় এনে দেন ভারতের গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবাম।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের
-খবর নয়ের পাতায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
মালদা-এর এক বাসিন্দা

লটারির 70A 37230 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শুধুমাত্র আর্থিক স্বাধীনতাই অর্জন করিনি, আমি আমার পরিবারকে সর্বত্তোম উপায়ে সাহায্য করার স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমি বর্তমানে বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারবো। একজন কোটিপতি হওয়া আমার জন্য একটি অকল্পনীয় বিষয় এবং এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা। তাদেরকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সমর রায় - কে 05.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিবার ঘূর্ণিতে চ্যাম্পিয়ন ডিএফইউসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফির (এসসিটি) তৃতীয় সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হল উত্তর দিনাজপুরের ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্স। তাদের হাতে ট্রফি এনে দেওয়ার কারিগর অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের প্রাক্তন বাঁহাতি স্পিনার শিবা সিং (১২/৫)। তাঁর ঘূর্ণিতে পা হড়কে কোচবিহার এবিএস রয়্যালস ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০০ রানে আটকে যায়। শনিবার রাতের মতো আক্রমণাত্মক মেজাজে না হলেও সাবধানি ব্যাটিংয়ে এবিএস-কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দুই ওপেনার অলোক কৃষ্ণদেব কুমার (২৮) ও অঙ্কিত সিং (২৬)। দুইজনকেই শিবা তুলে নেওয়ার পর এবিএস-এর আর কোনও ব্যাটার প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। ইনিংসের মাঝপর্বে তাদের আটকে রাখার কাজটা করেন বিহারের রনজি ট্রফি দলের পেসার সাকিবুল গণি (১৮/২)। শেষ ৫ ওভারে তারা ৩২ রান তুলতে ৬ উইকেট হারায়।

ব্যাট হাতেও শিবা (৩২) ডিএফইউসি-র শুরুটা ভালো করার পর তাদের জয়ের স্টেশনে পৌঁছে দেন ভানু আনন্দ (অপরাজিত ৩১) ও তৌফিক (অপরাজিত ২১)। ডিএফইউসি ৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ১০১ রানে পৌঁছে যায়। পুরস্কার তুলে দেন বিমল ডালমিয়া, অনুপ বসু, সৌরভ ভট্টাচার্য, দীপক সাহা, অনিলকুমার যাদব প্রমুখ। আয়োজকদের তরফে মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'একাধিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আমাদের এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে হয়েছে। কিন্তু দর্শকরা যেভাবে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাতে অভিভূত। ওদের উৎসাহেই আগামীদিনে আমরা আরও বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করব।'

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস উত্তর দিনাজপুর ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্সের। রবিবার।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন সুভাষ-মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : উত্তরবঙ্গ ব্রিজ সংস্থার সহযোগিতায় মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত শান্তিরঞ্জন সাহা, শিশির রায়, সুশীলকুমার রায় ও গৌড়চন্দ্র দাস ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সুভাষ পাল-মনোজ সরকার। রবিবার ফাইনালে তাঁরা ৩৫২ পয়েন্টে হারিছেন বিরাজ দে-দেবু সাহাকে। রাখাল সরকার-মনা রাহার বিরুদ্ধে ১৩০০ পয়েন্টে জিতে অমল বসাক-কর্ণজিৎ দাস পেয়েছেন তৃতীয় স্থান। প্রতিযোগিতায় মুখ্য বিচারক ছিলেন বিকাশ চৌধুরী। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, জয়ন্ত সাহা, সীমা সাহা, বাবুল পালচৌধুরী, রানা দে সরকার প্রমুখ।